



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা -- লক্ষ্য সদা সামনে রাখো তাহলে দৈবী গুণের বিকাশ হতে থাকবে। তোমাদের এখন নিজের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, আসুরী গুণ ত্যাগ করে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে"

প্রশ্ন :- আয়ুষ্কাল ভবের বরদান প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আয়ু বৃদ্ধির জন্যে কোন্ পরিশ্রম করতে হবে ?

উত্তর :- আয়ু বৃদ্ধির জন্যে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার পরিশ্রম করো। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই সতোপ্রধান হবে এবং আয়ু বৃদ্ধি হবে, তখন মৃত্যুর ভয় দূর হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তোমরা ফুলে পরিণত হবে। স্মরণেই আছে গুপ্ত রূপে উপার্জন করার উপায়। স্মরণের দ্বারা পাপ নষ্ট হবে। আত্মা হাল্কা হয়ে যায়, ফলে আয়ু বৃদ্ধি পায়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বাবা বোঝাচ্ছেন, পড়াও করাচ্ছেন। কি বোঝাচ্ছেন ? মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের প্রথমত বড় আয়ু চাই কারণ তোমাদের আয়ু অনেক বেশি ছিল। ১৫০ বছরের আয়ু ছিল, বড় আয়ু কিভাবে প্রাপ্ত হয় ? তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হলে। যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন তোমাদের আয়ু অনেক বেশি ছিল। এখন তোমরা উপরে উঠছ। তোমরা জানো যে আমরা তমোপ্রধান হয়েছিলাম তাই আমাদের আয়ু কমেছিল। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে ছিল। একেবারে রুগী হয়েছিলাম। এই জীবন হল পুরানো, নতুন জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এখন তোমরা জানো বাবা আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করার যুক্তি বলে দেন। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করবে তাহলে তোমরা যেমন সতোপ্রধান ছিলে বৃহৎ আয়ুর অধিকারী ছিলে, সুস্থ শরীরধারী ছিলে, আবার তেমন হয়ে যাবে। আয়ু কম হলে মৃত্যুর ভয় থাকে। তোমরা তো গ্যারান্টি পেয়েছ যে সত্যযুগে কখনও হঠাৎ মৃত্যু হবে না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে এবং সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কোনো রকমের দুঃখ থাকবে না, আর কি চাই তোমাদের ? তোমরা বলো উঁচু পদও চাই। তোমরা জানতে না এমন পদও প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা যুক্তি বলে দিচ্ছেন - এমন করো। মুখ্য উদ্দেশ্যটি সামনে আছে। তোমরা এমন পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারো। এখানেই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমাদের মধ্যে কোনও অবগুণ নেই তো ? অবগুণও অনেক রকমের হয়। ধূমপান করা, অখাদ্য ভোজন করা এইসবই হল অবগুণ। সবচেয়ে বড় অবগুণ হল বিকারের, যাকে কু-চরিত্র বলা হয়। বাবা বলেন তোমরা পতিত হয়েছ। এখন তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলেন, এই বিকার, অবগুণ সব ত্যাগ করতে হবে। কখনও পতিত হবে না। এই জন্মে যারা শুধরে নেবে তাদের ২১ জন্ম চলবে। সবচেয়ে জরুরী কথা হল পবিত্র হওয়া। জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা যা মাথায় আছে, সেসব যোগ বলের দ্বারা-ই নামবে। বাচ্চারা জানে আমরা জন্ম-জন্মান্তর পতিত হয়েছি। এখন বাবার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আর কখনো পতিত হব না। বাবা বলেন যদি পতিত হও তাহলে একশত গুণ দন্ড ভোগ করতে হবে, তার ফলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে কারণ ওই দিকে (পতিত মানুষের দিকে) চলে গিয়ে নিন্দে করিয়েছ তাইনা। এমন অনেকে চলে যায় অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করে। আগে এইসব তোমরা জানতে না এই বিকারের কর্ম তোমাদের করা উচিত নয়। কেউ বাচ্চারা ভালো থাকে, যারা বলে আমরা ব্রহ্মচর্যে থাকব। সন্ন্যাসীদের দেখে ভাবে, পবিত্রতা ভালো জিনিস। পবিত্র ও অপবিত্র, দুনিয়ায় অপবিত্র সংখ্যায় অনেক। মল ত্যাগ করতে যাওয়াও হল অপবিত্রতা তাই স্নান করা উচিত। অপবিত্রতা অনেক রকমের হয়। কাউকে দুঃখ দেওয়া, লড়াই ঝগড়া করাও হল অপবিত্র কর্তব্য। বাবা বলেন জন্ম-জন্মান্তর তো তোমরা পাপ

করেছ। সেসব অভ্যাস এখন ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমাদের প্রকৃত সত্য মহান আত্মায় পরিণত হতে হবে। সত্য মহান আত্মা তো হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ অন্য কেউ এখানে হতে পারে না কারণ সবাই হল তমোপ্রধান। খুব গ্লানি করে তাইনা। তারা জানে না আমরা কি করছি। এক হয় গুপ্ত পাপ, আরেক হয় প্রত্যক্ষ পাপ। এইটি হল-ই তমোপ্রধান দুনিয়া। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের এখন বোধযুক্ত করছেন তাই সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধগম্য জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত কর সেইটি হল পবিত্র হতে হবে তার সঙ্গে গুণও চাই। দেবতাদের সামনে গিয়ে তোমরা যে মহিমা গায়ন করেছ, এখন তোমাদের সেইরূপ হতে হবে। বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কত মিষ্টি কত গুলগুল (অতি সুন্দর ফুল) ছিলে পরে কাঁটায় পরিণত হয়েছ। এখন বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের দ্বারা তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। পাপও বিনষ্ট হবে। মাথার বোঝা হাল্কা হবে। নিজের খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের মধ্যে কি-কি অবগুণ আছে সেসব দূর করতে হবে। যেমন নারদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় তুমি কি উপযুক্ত হয়েছ ? সে দেখল ঠিক আমি উপযুক্ত নই। বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ করেন, তোমরা বাবার সন্তান তাইনা। যেমন কারো পিতা যদি মহারাজা হয় তখন বলা হবে আমার পিতা হলেন মহারাজা। পিতা সুখ প্রদান করেন। সু স্বভাব যুক্ত মহারাজা কখনও ক্রোধ করে না। এখন তো ধীরে ধীরে সকল আত্মার কোয়ালিটি কম হয়ে গেছে। সব অবগুণ প্রবেশ করেছে। আত্মার কলা বা কোয়ালিটি কম হয়েছে। তমো হয়ে গেছে। তমো প্রধান অবস্থা এখন চরমে এসে পৌঁছেছে। কত দুঃখী হয়েছে সবাই। তোমাদের কত কিছু সহ্য করতে হয়। এখন অবিনাশী সার্জেন দ্বারা তোমাদের ঔষধ চলছে। বাবা বলেন এই পাঁচটি বিকার তোমাদের ক্ষণে ক্ষণে অস্থির করবে। তোমরা যত পুরুষার্থ কর বাবাকে স্মরণ করার, মায়া ততই তোমাদের নীচে নামাবার চেষ্টা করে। তোমাদের অবস্থা এমন মজবুত হওয়া দরকার যাতে মায়ার ঝড় যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে। রাবণ কোনও বস্তু নয়, বা কোনো মানুষ নয়। ৫-টি বিকার রূপী রাবণকেই মায়া বলা হয়। অসুরী রাবণ সম্প্রদায় তোমাদের চেনে না যে তোমরা কে ? এই বি. কে.-রা কি বোঝায় ? রিয়েলিটিতে কেউ জানে না। এদের বি.কে. কেন বলা হয় ? ব্রহ্মা হলেন কাঁর সন্তান ? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের ঘরে(পরমধাম) ফিরে যেতে হবে। বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদের শিক্ষা দেন। আয়ুজ্ঞান ভব, ধনবান ভব তোমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ করেন, বরদান দেন। কিন্তু শুধু বরদান দিয়ে কোনও কাজ হবে না। পরিশ্রম করতে হবে। প্রত্যেকটি কথা বুঝতে হবে। নিজেকে রাজ-তিলক প্রাপ্তির অধিকারী করতে হবে। বাবা অধিকারী করেন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের শিক্ষা দেন এমন এমন করো। প্রথম শিক্ষা দেন মামেকম্ স্মরণ করো। মানুষ স্মরণ করে না তারা জানে না তাই তাদের স্মরণও ভুল হয়ে যায়। তারা বলে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। তাহলে শিববাবাকে স্মরণ কিভাবে করবে ! শিবের মন্দিরে গিয়ে পূজা করে, তোমরা জিজ্ঞাসা করো তাঁর অক্যুপেশান কি বলা ? তখন তারা বলবে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। পূজা করে, তাঁর কাছে করুণা ভিক্ষা করে, এইরূপ ভিক্ষার সময় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে পরমাত্মা কোথায় ? তখন তারা বলে সর্বব্যাপী। তাহলে চিত্রের সামনে কি করে তারা আর চিত্র সামনে না থাকলে কলা কায়া অর্থাৎ সকল গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে মানুষ কত ভুল করে। তবুও ভক্তির প্রতি কতখানি ভালোবাসা আছে তাদের। কৃষ্ণের জন্যে কত নির্জলা ব্রত ইত্যাদি করে। এখানে তোমরা পড়া করছ আর ওদিকে ভক্তরা কত কি করছে। সেসব দেখে তোমরা এখন হাসো। ড্রামা অনুযায়ী ভক্তি করতে করতে মানুষ নীচে নেমে এসেছে। উপরে তো কেউ চড়তে পারবে না।

এখন এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যার কথা কারো জানা নেই। এখন তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ কর। টিচার-রা স্টুডেন্টদের সার্ভেন্ট হয় তাইনা, স্টুডেন্টদের সার্ভিস করেন ! গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট। বাবাও বলেন - সেবা করি, তোমাদেরও পড়াই। সকল আত্মাদের পিতা। টিচারও হলেন তিনি। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানও প্রদান করেন। এই জ্ঞান অন্য কোনো মানুষের থাকে না। কেউ শেখাতেও পারে না। তোমরা পুরুষার্থ কর এইজন্যে যাতে এমন স্বরূপ ধারণ হয়। দুনিয়ায় মানুষের বুদ্ধি হল কতখানি তমোপ্রধান। খুব ভয়ঙ্কর এই দুনিয়া। মানুষের যা করা উচিত নয় তারা সেই কাজ করে। কত খুন, ডাকাতি ইত্যাদি করে। কি করে না। ১০০ শতাংশ তমোপ্রধান। এখন তোমরা আবার ১০০ শতাংশ সতোপ্রধান হচ্ছ। তার জন্যে যুক্তি বলা হয়েছে স্মরণের যাত্রা। স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্ম বিনাশ হবে, বাবার সঙ্গে মিলিত হবে। ভগবান পিতা কিভাবে আসেন - এই কথাও তোমরা এখন বুঝেছ। এই রথে (ব্রহ্মার দেহে) এসেছেন। ব্রহ্মার মুখ দিয়ে জ্ঞান প্রদান করেন। যে জ্ঞান তোমরা ধারণ করে অন্যদের শোনাও। ইচ্ছে হয় বাবার থেকে ডাইরেক্ট শুনি। বাবার পরিবারে যাই। এখানে বাবাও আছেন, মা আছেন, বাচ্চারাও আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই হল অসুরী দুনিয়া। তাই যখন অসুরী পরিবারে থেকে তোমরা অশান্ত হয়ে যাও তখন ব্যবসা ইত্যাদি ত্যাগ করে বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে আসো। এখানে ব্রাহ্মণরা-ই থাকে। অতএব এই পরিবারে এসে বস। সংসারে ফিরলে এমন পরিবার পাবে না। সেখানে তো সবাই হয় দেহধারী, সেই ঝঙ্কাট থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা এখানে আসো। এখন বাবা বলেন দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করো। সুরভিত ফুলে পরিণত হতে হবে। ফুলে সুগন্ধ থাকে। সব ফুল তুলে সৌরভ নেয়। ধুতুরা ফুল তুলবে না কেউ। অতএব ফুলে পরিণত হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে তাই বাবাও ফুল নিয়ে আসেন, এমন হতে হবে। ঘর গৃহস্থ থেকে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো এই দেহের আত্মীয় স্বজন সবাই শেষ হয়ে যাবে। তোমরা এখানে গুপ্ত রূপে উপার্জন করছ। তোমাদের শরীর ত্যাগ করতে হবে, উপার্জন জমা করে খুব খুশীর অনুভূতিতে হাসি মুখে শরীর ত্যাগ করতে হবে। ঘুরতে ফিরতে এক বাবার স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের কখনও ক্লান্তি অনুভব হবেনা। বাবার স্মরণে অশরীরী হয়ে যত খুশী পরিক্রমা করো, এখান থেকে নীচে আবু রোড চলে যাও তবুও ক্লান্ত হবে না। পাপ বিনষ্ট হবে। হাঙ্কা হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের কতখানি লাভ হয় অন্যরা কেউ তা জানতে পারে না। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ প্রার্থনা করে পতিত-পাবন এসে পবিত্র করুন। তাহলে তাদের মহাত্মা কিভাবে বলা হবে। পতিতের সামনে মাথা নোয়াতে হয় কি। পাবন অর্থাৎ পবিত্রের সামনে মাথা নোয়াতে হয়। কুমারী কন্যাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় - যখন বিকার গ্রস্ত হয় তখন সবার সামনে মাথা নিচু করে এবং ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। আরে, পতিত হও কেন, যদি ডাকতেই হয়। সবার শরীর তো বিকার দ্বারা নির্মিত তাইনা কারণ এই হল রাবণ রাজ্য। এখন তোমরা রাবণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে এসেছ। একেই বলা হয় - পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ রামরাজ্যে যাওয়ার জন্যে। সত্যযুগ হল রাম রাজ্য। শুধু ত্রেতা কে রাম রাজ্য বললে সূর্য বংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কোথায় গেল ? অতএব এইসব জ্ঞান এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করছ। নতুন আত্মারা আসে যাদের তোমরা জ্ঞান প্রদান কর। যোগ্যতা প্রদান কর। কেউ কেউ এমন কুসঙ্গ পেয়ে যোগ্যতা হারিয়ে অযোগ্য হয়ে যায়। বাবা পবিত্র করেন। অতএব এখন পতিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যখন বাবা এসেছেন পবিত্র করতে, মায়া এমন প্রবল যে পতিত বানিয়ে দেয়। পরাজিত করে। তখন বলে বাবা রক্ষা করুন। বাঃ, যুদ্ধের ময়দানে অসংখ্য মারা যায় তখন রক্ষা করা হয় কি ! এই মায়ার গুলি বন্দুকের গুলির চেয়েও কঠোর। কাম বিকারের বশ হওয়া অর্থাৎ নীচে পতন হওয়া। সত্যযুগে সবাই পবিত্র গৃহস্থ ধর্মের হয় যাঁদের

দেবতা বলা হয়। এখন তোমরা জানো বাবা কিভাবে আসেন, কোথায় থাকেন, কিভাবে এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন ? দেখানো হয় অর্জুনের রথে বসে গুণান দিয়েছিলেন। তাহলে ওঁনাকে সর্বব্যাপী কেন বলা হয়েছে ? যে বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, সবাই তাঁকেই ভুলে গেছে। এখন তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মহান আত্মা হওয়ার জন্যে অপবিত্রতা জনিত যে সব কু-অভ্যাস গুলি রয়েছে, সেসব ত্যাগ করতে হবে। দুঃখ দেওয়া, লড়াই ঝগড়া করা... এই সব হল অপবিত্র কর্তব্য, যা তোমরা আর করবে না। নিজেকে রাজ তিলক প্রাপ্তির অধিকারী করতে হবে।

২) বুদ্ধিকে সকল প্রকারের ঝগড়া থেকে মুক্ত করে, দেহধারীদের সঙ্গে থেকে দূরে সরিয়ে সুরভিত ফুলে পরিণত হতে হবে। গুপ্ত রূপে নিজ উপার্জন জমা করার জন্যে চলতে-ফিরতে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- অসীমের দৃষ্টি, বৃত্তি ও স্থিতি দ্বারা সর্বজনের প্রিয় হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

ব্যাখা: ফরিস্তা (অ্যাঞ্জেল) সকলের কাছে প্রিয় হয়, কারণ ফরিস্তা সকলের আপন হয়, কেবল এক দুই জনের নয়। অসীমের দৃষ্টি, বৃত্তি ও অসীমের স্থিতি যুক্ত ফরিস্তা হল সর্ব আত্মাদের প্রতি পরমাত্ম বার্তা বাহক । ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট, সকলের সম্বন্ধে এক বাবার সঙ্গে যুক্তকারী, দেহ ও দেহের সম্বন্ধের প্রতি নির্লিপ্ত, নিজেকে এবং অন্যদেরকে নিজের আচার আচরণ ও চেহারার দ্বারা বাবার মতন পরিবর্তনকারী, সকলের কল্যাণকারী । এমন ফরিস্তা সবার প্রিয় হয়।

স্লোগান - যখন তোমাদের চেহারার দ্বারা বাবার চরিত্র প্রত্যক্ষ হবে তখন সমাপ্তি হবে ।

ঈশ্বরীয় স্নেহের মহত্ব

আজ স্নেহের সাগর তাঁর নিজের স্নেহী চাতক বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। অনেক জন্ম ধরে এই প্রকৃত অবিনাশী ঈশ্বরীয় স্নেহের জন্য তারা তৃষিত হয়ে থেকেছে। বহু জন্মের পিয়াসী চাতক আত্মাদের এখন প্রকৃত স্নেহ, অবিনাশী স্নেহ অনুভব হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা ভক্ত আত্মা হয়ে থাকার কারণে ভিখারী হয়ে গেছ। এখন বাবা, ভিখারী থেকে স্নেহের সাগরের উত্তরাধিকারের অধিকারী বানাচ্ছেন। তোমাদের অনুভবের আধারে সবার হৃদয় থেকে নিজে থেকেই আওয়াজ বার হবে, ঈশ্বরীয় স্নেহ আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সুতরাং, তোমরা ভিখারী থেকে অধিকারী হয়ে গেছ। বিশ্বে প্রত্যেক আত্মার জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিস স্নেহই। তাদের জীবনে স্নেহ না থাকলে তারা জীবনকে নীরস অনুভব করে। স্নেহ এতই শ্রেষ্ঠ জিনিস, যা আজকের সাধারণ লোক স্নেহকেই ভগবান বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে, ভালোবাসাই পরমাত্মা, বা পরমাত্মাই ভালোবাসা।

সুতরাং স্নেহ এত শ্রেষ্ঠ, যতটা ভগবানকে শ্রেষ্ঠ বলে তারা বিশ্বাস করে। সেইজন্য ভগবানকে বলে স্নেহ বা ভালোবাসা। এইরকম কেন বলা হয়, তাদের কোন অনুভব নেই। তবুও পরমাত্মা-বাবা যখন এই সৃষ্টিতে এসেছেন, তখন সব বাচ্চাকে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে সাকার স্বরূপ দ্বারা স্নেহ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। আগে যদিও তোমাদের এই অনুভব ছিল না, কিন্তু এটা বুঝতে যে স্নেহই পরমাত্মা। অতএব, পরমাত্মা-বাবার প্রথম উপহার স্নেহ। স্নেহ তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্ম দিয়েছে। স্নেহের পুষ্টিসাধনে তোমাদের সবাইকে ঈশ্বরীয় সেবার যোগ্য বানিয়েছে। স্নেহ সহজ যোগী, কর্মযোগী, স্বতঃযোগী বানিয়েছে। স্নেহ সীমিত পরিধির ত্যাগকে ভাগ্য বলে অনুভব করিয়েছে। এটা ত্যাগ নয়, বরং ভাগ্য। প্রকৃত সত্য এই অনুভব করিয়েছে, তাই না! এই স্নেহের আধারে যে কোনো ধরনের ঝড় বা বিপর্যয় ঈশ্বরীয় উপহার অনুভব হয়। স্নেহের আধারে কঠিনকে অতি সহজ অনুভব হয়। এই ঈশ্বরীয় স্নেহ অনেক সম্বন্ধে যুক্ত মনকে, অনেক টুকরো হয়ে যাওয়া মনকে একের সাথে জুড়ে দিয়েছে। এখন এক হৃদয় এক দিলারাম। হৃদয় টুকরো টুকরো নয়, স্নেহ বাবা সমান বানিয়ে দিয়েছে। সদা তাঁর সাহচর্য অনুভব হওয়ার কারণে স্নেহ তোমাদের সমর্থ বানিয়েছে। স্নেহ যুগের রূপান্তর ঘটিয়ে তোমাদের কলিযুগী থেকে সঙ্গমযুগী বানিয়েছে। স্নেহই দুঃখ-যন্ত্রণার দুনিয়াকে আনন্দ দেওয়া আর সুখানুভবের দুনিয়ায় রূপান্তরিত করেছে। এতটাই মহত্ব এই ঈশ্বরীয় স্নেহের। যে এই মহত্বকে জানে সে-ই মহান হয়ে যায়। তোমরা এমন মহান হয়েছ, তাই না! সবচাইতে সহজ পুরুষার্থ এটাই। স্নেহে সদা সমাহিত হয়ে থাক। লাভলীন আত্মা অর্থাৎ স্নেহে নিমজ্জিত আত্মা তাদের স্বপ্নেও মায়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না কারণ লাভলীন (নিমজ্জমান) অবস্থা মায়াপ্রফ অবস্থা। তাহলে, স্নেহে ডুবে থাকা সহজ, নয় কি! স্নেহ সবাইকে মধুবন নিবাসী বানিয়েছে। স্নেহের কারণেই তো তোমরা এখানে পৌঁছেছ, তাই না? বাপদাদাও সব বাচ্চাকে বরদান দেন, "সদা স্নেহী ভব"। স্নেহ এমনই জাদু যে তুমি যা চাইবে সেটাই প্রাপ্ত করতে পারবে। যতই হোক, এটা একমাত্র হয় প্রকৃত স্নেহ থাকলে, হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে, যারা সময়ানুসারে স্নেহী হয় সেই স্বার্থী স্নেহে নয়। সময় অনুযায়ী স্নেহী হয়ে ভাসা ভাসা ভাবে মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা বলে দায়িত্ব পালনকারী তোমরা নও। নিরন্তর এই স্নেহে সমাহিত হয়ে আছ। এমন বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা সদা সুরক্ষিত ছত্রছায়া। যারা শুধু প্রয়োজনের সময় বা স্বার্থ উদ্দেশ্যে আমাকে স্মরণ করে, তারাও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী, তাদের স্নেহ অনুযায়ী রিটার্নে সহযোগ লাভ

করে । কিন্তু তাদের যোগ্যতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে না । অতএব, সদা স্নেহ দ্বারা প্রাপ্তিস্বরূপ হওয়ার অনুভব করার জন্য প্রকৃত হৃদয়ে স্নেহী হও । বুঝেছ তোমরা !

বাপদাদা মধুবন ঘরের সব অলঙ্করণ বাচ্চাদের স্নেহের বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । প্রত্যেক বাচ্চা বাবার ঘরের বিশেষ অলঙ্করণ । তোমরা বাচ্চারাই মধুবনের এই অসীম ঘরের সৌন্দর্য । নিজেদের এইরকম মনে কর, তাই না ! দুনিয়ার লোকে খ্রিস্টমাস পালনের জন্য বহু জায়গায় যায় । আর এই বিশেষ বিদেশি বা ভারতের বাচ্চারা সুইট হোমে পৌঁছেছে, সুমহান বাবার সঙ্গে উদার মনে বড়দিন উদযাপন করার জন্য ।

এই বড়দিন বিশেষ দিন, যা বাবা আর দাদা উভয়ের স্মারকচিহ্নের প্রতীকী । এক, দাতারূপে শিববাবার প্রতীক আর দ্বিতীয়, বৃদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মাবাবার প্রতীক । কখনও যুবরূপ তারা দেখায় না । খ্রীসমাস ফাদারকে তারা বৃদ্ধ রূপেই দেখায় । আর দুটো রঙ অবশ্যই দেখাবে, সাদা আর লাল । সুতরাং এই প্রতীক বাবা আর দাদার উভয়ের । বাপদাদা ছোট বাচ্চাদের যা ইচ্ছা তাতে তাদের পরিপূর্ণ করে দেন । এই বিশেষ দিনে ছোট ছোট বাচ্চারা অতি স্নেহের সাথে নিজের মন পছন্দ জিনিস পাওয়ার জন্য খ্রীসমাস ফাদারকে বলে এবং সঙ্কল্প করে । তাদের এই নিশ্চয়ও থাকে যে তিনি তাদের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করবেন । সুতরাং, বাচ্চারা এই স্মারকচিহ্ন তোমাদেরও । তোমাদের পুরানো শূদ্র জীবনে যত বৃদ্ধি তোমরা হও না কেন, ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা ছোট বাচ্চাই । সুতরাং, তোমরা সব ছোট বাচ্চা যে শ্রেষ্ঠ কামনাই কর তা পূর্ণ তো হয়, তাই না ! সেইজন্য এই স্মরণচিহ্ন যারা লাস্ট ধর্মের তাদের মধ্যেও অব্যাহত রয়েছে । তোমরা সবাই সঙ্গমযুগের বড়দিনের অনেক অনেক উপহার বাপদাদার থেকে লাভ করেছ, তাই না ! এই বড়দিন উপহারের বিশেষ দিন । সুতরাং, বাপদাদা সবচাইতে বড় উপহার স্বরাজ্য আর স্বর্গরাজ্য দেন, যেখানে অপ্রাপ্ত বস্তু বলে কিছু থাকে না । তোমরা সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে যাও । সুতরাং, যারা বড়দিন উদযাপন করে তারা হৃদয়বান । বিশ্বকে যারা দেয় তারাই তো হৃদয়বান হয়, তাই না ! সুতরাং সবাইকে উদারচিত্তে সঙ্গমযুগী বড় দিনের সর্বাপেক্ষা বড় বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সেই সব লোকে ১২ টার পরে উদযাপন করবে, সেক্ষেত্রে তোমরা প্রত্যেকে সকলের থেকে এগিয়ে । সুতরাং তোমরাই প্রথমে পালন করছ এবং দুনিয়ার লোকে পরে পালন করবে । ডবল বিদেশি আজ খুব উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্মরণের উপহার স্কুল এবং সূক্ষ্মরূপে বিশেষভাবে বাবাকে দিচ্ছে । বাপদাদাও সব ডবল বিদেশি বাচ্চাকে স্নেহের উপহারের রিটার্নে, "তোমরা সদা স্নেহী সাথী হবে, সদা স্নেহের সাগরে ডুবে লাভলীন স্থিতির অনুভব করবে", এইরকম বরদানে ভরা লক্ষ-কোটি স্মরণ আর অমর ভালোবাসা দিচ্ছেন । তোমরা সদা খুশিতে গাইতে এবং নাচতে থাকবে । মুখ সদা মিষ্টি থাকবে অর্থাৎ মুখে সদা মধুর-কোমল-নম্র ভাষা থাকবে । এইভাবে, ভারতের সব স্নেহী বাচ্চাকে "সহজ যোগী এবং স্বতঃযোগী হবে"- এই বরদানের বিশেষ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন ।

দাতা এবং ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা অবিনাশী স্নেহ সম্পন্ন সদা সমর্থ স্বরূপ দ্বারা সবকিছু সহজ অনুভব করার জন্য তোমরা সব বাচ্চাকে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । সকলকে স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে :- সদা নিজেকে এই পুরানো দুনিয়ার আকর্ষণের উর্ধ্বে আর বাবার ঘনিষ্ঠ, এইরকম অনুভব কর ? তোমরা যতটা উর্ধ্বে হবে ততটাই নিজে থেকেই প্রিয় হবে । যদি তোমরা স্বতন্ত্র না হও, তবে প্রিয় হতে পারবে না । সুতরাং তোমরা পৃথক হয়েও প্রিয়, নাকি কোন না কোন আসক্তি

আছে । যখন তোমাদের কোন আসক্তি থাকে না, তখন বুদ্ধি নিজে থেকেই এক বাবার দিকে যাবে । অন্য কোথাও যেতে পারে না । সহজ আর নিরন্তর যোগীর স্থিতি অনুভব হবে । এখন সহজ যোগী হবে না তো কবে হবে ? এত সহজ প্রাপ্তি, সত্যযুগেও এখনকার প্রাপ্তির ফল লাভ কর । সুতরাং, এই সময়ে সহজ যোগী আর সদাকালের রাজ্যভাগ্যের অধিকারী সহজযোগী বাচ্চারা সদা বাবার কাছাকাছি থাকে । সুতরাং, নিজেকে বাবার কাছাকাছি, তাঁর সাথে থাকার অনুভব কর তোমরা ? যারা সাথে থাকে, তাঁর সাহচর্য সদা তাদের সঙ্গে থাকে । যদি তাঁর সাথে না থাক, তার সাহচর্য অনুভব করতে পারবে না । এখন, তোমরা যখন বাবার সাহচর্য লাভ করেছ, তখন কোনও বিঘ্ন আসতে পারে না । যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা সহায় হন, তখন মায়া নিজেই তোমাদের থেকে সরে যায় । শক্তিশালীর সামনে দুর্বল কি করবে ! সরেই তো যাবে, তাই না ! একইভাবে মায়াও সরে যাবে, কোনরকম প্রতিরোধ করবে না । তাহলে, সবাই তোমরা মায়াজিৎ ? বিভিন্নরকমভাবে, নতুন নতুন রূপে মায়া আসে, কিন্তু নলেজফুল আত্মারা মায়ার ভয়ে ভীত হয় না । তারা মায়ার সবরকম রূপ জেনে তার থেকে সরে আসে । যখন মায়াজিৎ হয়ে গেছ তখন কেউ কখনো তোমাদের নাড়াতে পারবে না । যে যতই চেষ্টা করুক কিন্তু তোমরা বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়ে না ।

অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত বাবা আর সেবা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সাথে মনকে যুক্ত হতে দিও না । তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছ এবং সেবাধারী হয়েছ, কারণ তোমরা যা পেয়েছ, সেটা যত বিতরণ করবে ততই বাড়বে । এক দাও আর লক্ষ-কোটি লাভ কর । এটাই স্বরণে রাখ যে, তোমরাই সর্ব ভাণ্ডারের মালিক, ভাণ্ডার পরিপূর্ণ । যাঁকে দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছ । দুঃখের দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে সুখের সাগরে পৌঁছে গেছ । সুতরাং সদা সুখের সাগরে তরঙ্গিত হয়ে সবাইকে সুখের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ কর । আচ্ছা !

বাচ্চাই করা অব্যক্ত মহাবাক্য

ব্রাহ্মণ জীবনে সত্যতা রূপী কালচারকে আপন কর

ব্রাহ্মণ পরিবারের এক নম্বর কালচার হলো - সত্যতা । সুতরাং, সকলের চেহায়ায় এবং আচরণে এই ব্রাহ্মণ কালচার প্রত্যক্ষ হতে দাও । সব ব্রাহ্মণকে স্মিতহাস্যে সকলের সম্পর্কে আসতে হবে । যে যেমনই হোক না কেন তোমরা তোমাদের এই ব্রাহ্মণ কালচার ছেড়ে দিও না । এখন নিজেদের জীবনে নতুন সত্যতার সংস্কার প্রত্যক্ষ করাও । কম বলো, ধীরে বলো আর মধুরতার সাথে বলো । যদি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোধ বা বিরক্তি-জ্বালা উপস্থিত হয়, তবে মনকে বলো, "মিষ্টি বাবা" , তখন এক্সট্রা সহায়তা তোমরা লাভ করবে । অন্তর্মর্ন থেকে যদি শুভ ভাব আর প্রেম ভাব ইমার্জ করো, তবে মহাশত্রু ক্রোধের ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে ।

কোনো কোনো বাচ্চা আজকাল এক বিশেষ ভাষা ইউজ করে, তারা বলে যে কোনরকম অসত্য দেখা বা শোনা তাদের সহ্য হয় না । সেইজন্য যখন তারা কিছু অসত্য দেখে বা শোনে, তারা প্রবল শক্তিতাড়িত হয় । কিন্তু যদি অন্যে অসত্য হয় এবং অসত্য দেখে তুমি শক্তিতাড়িত হও, তবে সেই শক্তিও তো অসত্য, তাই না ! যেকোন ধরনের অসত্যতা সমাপ্ত করতে নিজের মধ্যে সত্যতার শক্তি ধারণ কর । সত্যতার নিদর্শন হলো সত্যতা । যখন তুমি সত্য এবং যখন তোমার মধ্যে সত্যতার শক্তি আছে তখন সত্যতা কখনও ছেড়োনা, সত্যতাকে তোমার প্রমাণ করতেই হবে, কিন্তু সত্যতাপূর্বক । যদি সত্যতা ছেড়ে অভব্য আচরণের দ্বারা কোনও সত্যকে প্রমাণ করতে চাও তবে সেই সত্য

প্রমাণ করতে পারবে না। অসত্যতার নিদর্শন হলো জিদ আর সত্যতার নিদর্শন হলো নম্রতা। যারা সত্যতাকে প্রমাণ করে তারা সদাসর্বদা নিজেরা নিরহঙ্কারী হয়ে সত্যতাপূর্বক ব্যবহার করবে। জোর করে যদি কেউ সত্যকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে অবশ্যই কিছু না কিছু অসত্য ভরা থাকবে। কোনো কোনো বাচ্চার ভাষাই হয়ে গেছে- আমি সম্পূর্ণ সত্যি বলি, শতকরা একশ' ভাগ সত্য। কিন্তু সত্যকে প্রমাণ করার আবশ্যিকতা নেই। সত্য সূর্যের মতো, যা লুকিয়ে থাকতে পারে না। সত্যের সমুখে যে যতই পর্দার আড়াল দিক কিন্তু সত্যের প্রকাশ কখনও লুকিয়ে রাখা যাবে না। সত্যতাপূর্বক বোল, সত্যতাপূর্বক আচার-আচরণই সফলতা নিয়ে আসে।

যদি তোমরা কোনো অসত্য কিছু দেখ বা শোন, তবুও অসত্য বায়ুমন্ডল বিস্তৃত ক'রনা। অনেকে বলে, এটা তো পাপকর্ম, কেউ এই পাপকর্ম করছে তা' আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু বায়ুমন্ডলে অসত্য কোনকিছু ছড়িয়ে দেওয়া, এটাও তো পাপ! লৌকিক পরিবারেও যদি এমন কোন ব্যাপার দেখ বা শোন, তবে সেটা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। কানে শুনে মনে লুকিয়ে রাখবে। যদি কোন ব্যর্থ বিষয় চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে থাক, তবে সেটাও পাপের অংশ। এইরকম ছোট ছোট পাপ উড়তি কলার অনুভব সমাপ্ত করে দেয়, সেইজন্য কর্মের গহন গতি বুঝে সত্যতাপূর্বক আচরণ কর। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা অতীব রয়্যাল। তোমাদের চেহারা আর আচরণ, উভয় থেকেই যেন অন্যেরা তোমাদের সত্যতা এবং সত্যতা অনুভব করে। এমনিতেও রয়্যাল আত্মাদের সত্যতার দেবী বলা হয়। তাঁদের বলা, দেখা, চলা, আহা, ওঠা-বসা, সব কর্মে তাঁদের সত্যতা সত্যতা নিজে থেকেই প্রত্যক্ষ হয়। এমন হতে দিও না যে তুমি সত্য প্রমাণ করছ আর সত্যতা ব'লে কিছুই নেই। সুতরাং, এটা রাইট (ঠিক) নয়। কোন কোন বাচ্চা বলে, সাধারণত: আমি ফ্রুদ্ধ হই না, কিন্তু যখন কেউ সত্যের অপলাপ করে অর্থাৎ মিথ্যা বলে তখন ক্রোধ এসে যায়। সে মিথ্যা বলল আর তুমি ফ্রুদ্ধ হয়ে বললে, তাহলে তোমাদের মধ্যে রাইট কে? কেউ কেউ আবার খুব চাতুর্যের সাথে বলে, তারা ক্রোধ করে না, তাদের গলার আওয়াজ খুব উঁচু স্বরের, তীক্ষ্ণ। কিন্তু যখন সায়েন্সের সাধন দ্বারা আওয়াজ কম বা বেশি করতে পার, তখন সাইলেন্সের পাওয়ার দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? ক্রোধ যেমন অস্ত্রের শক্তি, ঠিক একইভাবে জ্ঞানের শক্তি শান্তি, সহন শক্তি। তোমরা অস্ত্রের শক্তি ক্রোধকে খুব ভালোভাবে সংস্কার বানিয়ে নিয়েছ আর ইউজও করে যাচ্ছ, তারপরে ক্ষমার জন্যেও বলা। একইভাবে, এখন সকল গুণ এবং জ্ঞানের সকল নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে তোমাদের সংস্কার বানাও, তখন সত্যতার নিরন্তর বিকাশ ঘটবে।

কেউ কেউ মনে করে, হয়তো ক্রোধ কোনও বিকার নয়, তারা ভাবে এটা অস্ত্র, বিকার নয়। যাই হোক, ক্রোধ জ্ঞানদীপ্ত আত্মাদের জন্য মহাশত্রু, কারণ যখন তোমরা অনেক আত্মাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আস, ক্রোধ প্রকাশ পায় আর যখন তোমাদের ক্রোধ প্রকাশিত হয় বাবার নাম খুব অসম্মানিত হয়। যারা পরচর্চা করে তারা এটাই বলে, দেখে নিয়েছি জ্ঞানী তু আত্মাদের তথা বাচ্চাদের! অতএব, ক্রোধের অংশমাত্রকেও সমাপ্ত কর। অন্যদের সাথে খুব সত্যতাপূর্বক আচরণ কর।

বরদান:- ডিরেক্ট পরমাত্ম লাইটের কানেকশন দ্বারা অন্ধকার দূর করে লাইট হাউজ ভব
তোমরা সব বাচ্চার কাছে ডিরেক্ট পরমাত্ম-লাইটের কানেকশন আছে। শুধু স্বমানের স্মৃতির সুইচ ডিরেক্টলি লাইন থেকে অন করলে লাইট তো এসে যাবে এবং সূর্যের তেজোময় আলোকে কালো মেঘ

যতই নিষ্প্রদীপ করার চেষ্টা করুক, সেই কালোমেঘও অদৃশ্য হয়ে যাবে । এইভাবে, তোমরা নিজেরা তো লাইটে থাকবেই কিন্তু অন্যদের জন্যেও তোমরা লাইটহাউজ হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- নিজদের পুরুষার্থে ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলে, তবেই তোমাদের ভাইব্রেশন দ্বারা অন্যদের মায়া সহজে পলায়ন করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সম্পূর্ণ হতে হবে, কারণ পরমধাম ঘরে ফিরে যেতে হবে আর আবার পবিত্র দুনিয়াতে আসতে হবে"

প্রশ্ন :- সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার যুক্তি কী ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ পবিত্র হতে গেলে সম্পূর্ণ বেগার (নিঃস্ব) হও, দেহ- সম্পর্কিত সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও আর আমাকে স্মরণ করো, তবে পবিত্র হবে। এখন তোমরা এই দু-চোখে যা কিছু দেখছো সব বিনাশ হয়ে যাবে, সেইজন্য ধন, সম্পত্তি, বৈভব ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে বেগার (নিঃস্ব) হও। এই রকম বেগার-ই প্রিন্স হয়।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের পিতা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা এটা তো ভালো মতো বুঝতে পারছে যে, শুরুতে আত্মারা সকলেই পবিত্র থাকে। আমরাই পবিত্র ছিলাম, পতিত আর পবিত্র এই আত্মার জন্যই বলা হয়ে থাকে। আত্মা পবিত্র হলে সুখ থাকে। বুদ্ধিতে আসে যে আমরা পবিত্র হলে তবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবো। এর জন্যই পুরুষার্থ করে। ৫ হাজার বছর পূর্বে পবিত্র দুনিয়া ছিলো। ওখানে অর্ধ-কল্প তোমরা পবিত্র ছিলে, বাকী রইলো অর্ধ-কল্প। এই কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে পতিত আর পবিত্র, সুখ আর দুঃখ, দিন আর রাত- হলো অর্ধেক-অর্ধেক। যারা সুবিবেচক, যারা কিনা প্রচুর ভক্তি করেছে, তারাই ভালো ভাবে বুঝবে। বাবা বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র ছিলে। নতুন দুনিয়াতে শুধু মাত্র তোমরাই ছিলে। বাকী যে এতো সব আছে তারা শান্তি ধামে ছিলো। সর্বপ্রথম আমরা পবিত্র ছিলাম আর খুব কম ছিলো আবার নম্বর অনুযায়ী মনুষ্য সৃষ্টির বৃদ্ধি হতে থাকে। এখন তোমাদের এই মিষ্টি বাচ্চাদের কে বোঝাচ্ছেন ? বাবা। আত্মাদের পরমাত্মা বাবা বোঝাচ্ছেন। একে বলা হয় সঙ্গম। একেই কুন্ড বলা যায়। মানুষ এই সঙ্গম যুগকে ভুলে গেছে। বাবা বুঝিয়েছেন চার যুগ হলেও পঞ্চম হলো এই ছোট লীপ সঙ্গম যুগ। এর আয়ু হলো ছোটো। বাবা বলেন আমি এর বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তে। বাচ্চার তো এই খাতির আছে। বাবা এর মধ্যে প্রবেশ করেছে, একেও বায়োগ্রাফি শুনিয়েছে। বাবা বলেন আমি আত্মাদের সাথেই কথা বলি। আত্মা আর শরীর দুজনের পার্ট একত্রিত ভাবে। একে বলে জীব আত্মা। পবিত্র জীব আত্মা, অপবিত্র জীব আত্মা। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে সঙ্গম যুগে খুব কম দেবী-দেবতা থাকে। আবার নিজের জন্যও বলে আমি জীবাত্মা যে সত্যযুগে পবিত্র ছিলাম সেই আবার ৮৪ জন্ম পরে পতিত হয়েছি। পতিত থেকে পবিত্র, পবিত্র থেকে পতিত-এই চক্র ঘুরতেই থাকে। স্মরণও সেই পতিত-পাবন বাবাকে করে। তো প্রতি ৫ হাজার বছর পরে বাবা একই বার আসেন, এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। ভগবান হলেন এক, অবশ্যই উনি পুরোনো দুনিয়াকে নতুন করে তৈরী করবেন। আবার নতুনকে পুরোনো কে করবে ? রাবণ, কারণ রাবণই দেহ-অভিমানী করে তোলে। শত্রুকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, মিত্রকে জ্বালানো হয় না। সকলেরই মিত্র হলো এক "বাবা", যিনি সকলের সঙ্গতি করেন বা মুক্তি প্রদান করেন। ওঁনাকেই সবাই স্মরণ করে, কারণ উনি হলেনই সকলের সুখ দাতা। তাহলে অবশ্যই দুঃখ দেওয়ার মতো কেউ আছে। সেটা হলো পাঁচ বিকার রূপী রাবণ। অর্ধ-কল্প রামরাজ্য, অর্ধ-কল্প রাবণ রাজ্য। স্বস্তিকা দেখা যায় না! এর অর্থও বাবা বোঝান। এতে পুরো চার ভাগ থাকে। একটুও কম বেশী নয়। এই ড্রামা একদম অ্যাক্যুরেট (সঠিক)। কেউ মনে করে আমি এই ড্রামা থেকে বেরিয়ে যাব, খুব দুঃখী

- এর থেকে তো গিয়ে জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিত হয়ে বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে। কিন্তু কেউই যেতে পারে না। কি-কি মনে করে। ভক্তি মার্গে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করে। সন্ন্যাসী শরীর ছাড়লে তো এরকম কখনো বলা হবে না যে স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে পদার্পণ করল। প্রবৃত্তি মার্গের যারা, বলবে অমুকে স্বর্গে পদার্পণ করল। আত্মাদের তো স্বর্গ স্মরণে আছে না! তোমাদের তো সবচেয়ে বেশী স্মরণে আছে। তোমাদের হিস্তি- জিওগ্রাফি দুই-ই জানা আছে, আর কারোর জানা নেই। তোমাদেরও জানা ছিলো না। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে সকল রহস্য বোঝাচ্ছেন।

এটা হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ। বৃক্ষের অবশ্যই বীজ থাকা চাই। বাবা-ই বোঝাচ্ছেন, পবিত্র দুনিয়া কি ভাবে পতিত হয়ে যায়, আবার আমি পবিত্র করে তুলি। পবিত্র দুনিয়াকে বলা হয় স্বর্গ। স্বর্গ পাস্ট হয়ে গেছে অবশ্যই আবার রিপিট হতে হবে সেই জন্য বলা হয় ওয়াল্ডের হিস্তি রিপিট হয় অর্থাৎ ওয়াল্ডই পুরানো থেকে নতুন, নতুন থেকে পুরানো হয়। রিপিট মানেই হলো ড্রামা। 'ড্রামা' শব্দটি সঠিক, শোভনীয়। চক্র হুবহু একই রকম ঘুরতেই থাকে, নাটককে হুবহু বলা যায় না। কারোর অসুখ হলে তো ছুটি নিয়ে নেয়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে- আমরা পূজ্য দেবতা ছিলাম আবার পূজারী হই। বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার যুক্তি বলেন যা কি-না ৫ হাজার বছর আগে তৈরী করেছিলো। শুধুমাত্র বলেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। বাবা সর্ব-প্রথম তোমাদের আত্ম-অভিমানী করেন। সর্ব প্রথম এই পাঠ দেন- বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে কর, বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের এতো করে মনে করাই, তোমরা আবারও ভুলে যাও ! ভুলতেই থাকবে, ড্রামার অন্তিম পর্যন্ত। অন্তিমে যখন বিনাশের সময় হবে তখন পড়াশুনা সম্পূর্ণ হবে, তারপর তোমরা শরীর ছেড়ে দেবে। যে রকম সাপ খোলস ত্যাগ করে। তাই তো বাবাও বোঝান তোমরা যখন বসো অথবা চলা-ফেরার মধ্যে থাকো, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকো। আগে তোমাদের দেহ-অভিমান ছিল। এখন বাবা বলেন আত্ম-অভিমানী হও। দেহ-অভিমানে থাকলে তোমাদের ৫ বিকার আক্রান্ত করবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকলে কোনো বিকারে আক্রান্ত হবে না। দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে খুবই প্রেম-পূর্বক স্মরণ করতে হবে। আত্মাদের পরমাত্মা পিতার প্রেমের প্রাপ্তি হয় এই সঙ্গম যুগে। একে কল্যাণকারী সঙ্গম বলা হয়, যেখানে বাবা আর বাচ্চারা এসে মিলিত হয়। তোমরা অর্থাৎ আত্মারাও শরীরে আছো। বাবাও শরীরে এসে তোমাদের আত্মা নিশ্চিত করান। বাবা একবারই আসেন, যখন সবাইকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বোঝানও- আমি তোমাদের কিভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমরা বলেও থাকো-আমরা সকলেই পতিত, আপনি হলেন পবিত্র। আপনি এসে আমাদের পবিত্র করুন। বাচ্চারা, তোমাদের জানা নেই যে বাবা কি ভাবে পবিত্র করবেন। যতক্ষণ না তৈরী করবেন (পবিত্র), কে জানে কি হবে। তোমরা এটাও বোঝো আত্মা হলো ছোটো তারা। বাবাও ছোটো তারা। কিন্তু তিনি জ্ঞানের সাগর। তোমাদেরকেও নিজের সমান তৈরী করেন। বাচ্চারা, তোমাদের যে এই জ্ঞান আছে, তোমরা আবার সবাইকে বোঝাও। আবার সত্যযুগে যখন তোমরা থাকবে তো এই জ্ঞান কি আর শোনাবে ? না। জ্ঞান সাগর পিতা তো একজনই আছেন, যিনি তোমাদের এখনো পড়াচ্ছেন। জীবন কাহিনী তো সবারই চাই। সেটা বাবা শোনাতেই থাকেন। কিন্তু তোমরা সময়ে-সময়ে ভুলে যাও, তোমাদের যুদ্ধ মায়ার সাথে। তোমরা ফিল (অনুভব) করো বাবাকে আমরা স্মরণ করি, আবার ভুলে যাই। বাবা বলেন মায়াই তোমাদের শত্রু, যে তোমাদের ভুলিয়ে দেয় অর্থাৎ বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা একই বার বাবার সম্মুখীন হও। বাবা এক বারই উত্তরাধিকার দেন। তারপর বাবার সম্মুখে আসার দরকারই নেই। পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা, স্বর্গের মালিক করেছেন। ব্যাস! তবে আর এসে কি করবেন ? তোমরা

ডেকেছো আর আমি পুরো মাত্রায় সঠিক সময়ে এসেছি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে নিজের সময়ে আসি। এটা কারোরই জানা নেই। শিবরাত্রি কেন পালন করি, উনি কি বা করেছেন? কারোরই জানা নেই, সেইজন্য শিবরাত্রিতে হলি ডে ইত্যাদি কিছু দেয় না। আর সব কিছুর হলি-ডে আছে কিন্তু শিববাবা আসেন, এতো বড় ভূমিকা পালন করে, ওঁনার বিষয়ে কারও জানা নেই। অর্থই জানে না। ভারতে কতো অজ্ঞানতা রয়েছে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শিববাবা উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, তাই অবশ্যই মানুষকে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ করে তুলবেন। বাবা বলেন, আমি এদের জ্ঞান প্রদান করেছি, যোগ শিখিয়েছি আবার এরা নর থেকে নারায়ণ হয়েছে। তারাই এই নলেজ শুনেছে। এই জ্ঞান তোমাদেরই জন্য, আর কারও জন্য শোভনীয় নয়। তোমাদের আবার হতে হবে, আর কেউ হয় না। এটা হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। যারা আর ধর্ম স্থাপন করেছে, সকলেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়েছে আবার তাদের সবাইকে সতোপ্রধান হতে হবে। সেই পদ অনুযায়ী আবার রিপিট করতে হবে। উচ্চ পার্টধারী (উচ্চ পদস্থ) হওয়ার জন্য তোমরা কতো পুরুষার্থ করছো। কে পুরুষার্থ করাচ্ছেন? বাবা। তোমরা উচ্চমানের হয়ে যাও আবার কখনও স্মরণও করো না। স্বর্গে কি আর স্মরণ করবে! উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন বাবা, আবার তৈরীও করেন উচ্চমানের। নারায়ণের আগে তো হলো শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে তোমরা এরকম কেন বলো নর থেকে নারায়ণ হলো? কেন বলো না যে নর থেকে শ্রীকৃষ্ণ হবে? প্রথমে কি আর নারায়ণ হবে! প্রথমে তো শ্রীকৃষ্ণ হবে, তাই না! বাচ্চা তো ফুল (বড়) হবে, তারপর তো আবার যুগল হয়ে যায়। মহিমা ব্রহ্মচারীর হয়। ছোট বাচ্চাদের সতোপ্রধান বলা হয়, বাচ্চারা- তোমাদের খেয়াল আসা চাই- আমরা অবশ্যই সর্ব প্রথম প্রিন্স হবো। বলাও হয়ে থাকে - বেগার টু প্রিন্স। বেগার কাকে বলা হয়? আত্মাকেই শরীরের সাথে বেগার বা বিত্তশালী বলা হয়। এই সময় তোমরা জানো সকলেই বেগার্স হয়ে যায়। সব শেষ হয়ে যায়। তোমাদের এই সময়ই বেগার্স হতে হবে, শরীরসহ। পাই-পয়সা যা কিছু আছে শেষ হয়ে যাবে। আত্মাকে বেগার হতে হবে, সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। তারপর প্রিন্স হতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা ধন দৌলত ইত্যাদি সব ছেড়ে বেগার হয়ে বাড়ী (পরমধাম) যাব। আবার নতুন দুনিয়াতে প্রিন্স হয়ে আসব। যা কিছুই আছে, সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। এই পুরোনো জিনিস কোনো কাজের নয়। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে আবার এখানে আসবে নিজের ভূমিকা পালন করতে। পূর্ব-কল্পের মতো। তোমরা যতো বেশী ধারণা করবে ততোই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। যদি এই সময় কারোর কাছে ৫ কোটি থাকে, সব শেষ হয়ে যাবে। আমরা আবার নিজেদের নতুন দুনিয়াতে যাই। এখানে তোমরা এসেছো নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। আর কোনো সংসঙ্গ নেই যাতে কেউ মনে করবে যে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা আমাদের প্রথমে বেগার তৈরী করে আবার প্রিন্স তৈরী করেন। দেহ-সম্পর্কিত সব সম্বন্ধ ছাড়লে তো বেগার হয়ে দাঁড়ায়, তাই না! কিছুই নেই। এখন ভারতে কিছুই নেই। ভারত এখন হলো বেগার (নিঃস্ব), ইনসলভেন্ট। আবার সলভেন্ট হবে। কে হয়? আত্মা শরীর দ্বারা হয়। এখন রাজা-রানীও নেই। তারাও হলো ইনসলভেন্ট, রাজা রানীর মুকুটও নেই। না সেই মুকুট (পবিত্রতার) আছে, না রত্ন-জড়িত মুকুট আছে। অন্ধকার নগরী, সর্বব্যাপী বলে দেয়। ধরে নেয় সব কিছুতে ভগবান আছে। সকলেই এক সমান, কুকুর-বিড়াল সব কিছুর মধ্যে আছে, একে বলা হয় অন্ধকার নগরী...তোমাদের ব্রাহ্মণদের রাত্রি ছিল। এখন মনে করো জ্ঞান দিন আসছে। সত্যযুগে সব আলো জেগে থাকে। এখন দিয়া (আলো) একদম স্তিমিত হয়ে গেছে। ভারতেই দিয়া জাগিয়ে রাখার নিয়ম আছে। আর কেউ কি

দিয়া জ্বালিয়ে রাখে! তোমাদের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে। সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক ছিলে, সেই শক্তি কমতে কমতে এখন আর কিছুই শক্তি নেই। আবার বাবা এসেছেন তোমাদের শক্তি দিতে। ব্যাটারি ভর্তি আছে। আত্মার পরমাত্মা বাবার স্মরণ থাকায় ব্যাটারি ভর্তি আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই জন্য আত্মাদের বাবার স্মরণের দ্বারা সতোপ্রধান, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবার সমান জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর এখনই হতে হবে।

২) এই দেহে থেকেও সম্পূর্ণ বেগার হওয়ার জন্য বুদ্ধিতে থাকবে যে- এই চোখ দিয়ে যা কিছুই দেখি, এই সব শেষ হয়ে যাবে। আমাদের বেগার থেকে প্রি়ম হতে হবে। আমাদের পড়া হলোই নতুন দুনিয়ার জন্য।

বরদান:- এক বাবার লভে লাভলীন হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম সকল আকর্ষণ মুক্ত ভব

বাপদাদা বাচ্চাদের নিজের স্নেহ আর সহযোগের কোলে বসিয়ে লক্ষ্য পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছেন। এই মার্গ বা পথ পরিশ্রমের নয়, কিন্তু যখন হাইওয়ের পরিবর্তে গলিতে চলে যায় বা লক্ষ্যের নিশানা থেকে দূরে সরে যায় তবে ফিরে আসার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম থেকে বাঁচার উপায় একটাই, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকো। এক বাবার লভে (ভালোবাসায়) লীন হয়ে সমস্ত কর্ম করো, তবে আর কিছু চোখে পড়বে না। সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

শ্লোগান:- নিজের সুখ-সম্পন্ন ভাগ্যের অনুভব মুখমণ্ডল আর আচার আচরণের দ্বারা করাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা সেই রথে আসেন, যিনি সবার প্রথমে ভক্তি শুরু করেছিলেন, যিনি এক নম্বর পূজ্য ছিলেন, তারপর পূজারী হয়েছেন, এই রহস্য সবাইকে স্পষ্ট করে শোনাও"

প্রশ্ন - বাবা তাঁর উত্তরাধিকারী সন্তানকে কোন্ উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন ?

উত্তর : - বাবা হলেন সুখ, শান্তি এবং প্রেমের সাগর । এই সমস্ত সম্পদ তিনি তোমাদের উইল করে দেন । তিনি এমন উইল করে দেন যে, একুশ জন্ম পর্যন্ত তোমরা তা ভোগ করতে থাকো, এ সম্পদ নষ্ট হতে পারে না । তিনি তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করে তোলেন । তোমরা বাবার এই সমস্ত সম্পদ যোগবলের দ্বারা প্রাপ্ত করো । যোগ ছাড়া এই সম্পদ প্রাপ্ত করা সম্ভব নয় ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবান উবাচঃ । এখন নিরাকার শিব ভগবানকে তো সবাই মানে । নিরাকার শিব হলেন একজনই, যাঁকে সবাই পূজা করে । বাকি দেহধারী যারাই আছে, তাদের সাকার রূপ আছে । প্রথমে নিরাকার আত্মা ছিলো তারপর সাকার হয়েছে । যখন সাকার হয়, শরীরে প্রবেশ করে, তখন তাদের পার্ট শুরু হয় । মূলবতনে তো কোনো পার্টই নেই । অভিনেতা যখন বাড়ীতে থাকে তখন যেমন তাদের কোনো পার্ট থাকে না । স্টেজে এলেই তারা তাদের ভূমিকা পালন করে । আত্মারাও এখানে এসে শরীরের দ্বারা ভূমিকা পালন করে । এই পার্টের উপরই সব নিহিত আছে । আত্মার মধ্যে তো কোনো তফাৎ নেই । বাচ্চারা, তোমাদের যেমন আত্মা আছে, তেমনি এনারও আত্মা আছে । পরমাত্মা বাবা কি করেন ? তাঁর কাজ কি, সেটা জানতে হবে । কেউ প্রেসিডেন্ট, কেউ রাজা, এ তো আত্মারই কাজ, তাই না । এনারা হলেন পবিত্র দেবতা, তাই এঁদের পূজা করা হয় । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, এই পড়া পড়ে লক্ষ্মী - নারায়ণ এই বিশ্বের মালিক হয়েছেন । কে তাঁদের এমন বানিয়েছেন ? পরম আত্মা । তোমরা আত্মারাও এই পড়া পড়ো । এ হলো অনেক বড় বিষয় যে, বাবা এসেই তোমাদের পড়ান আর রাজযোগও শেখান । আর তা কতো সহজ । একে বলা হয় রাজযোগ । বাবাকে স্মরণ করলে আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাই । বাবা তো হলেনই সতোপ্রধান । তাঁর কতো মহিমা করা হয় । ভক্তিমার্গে কতো ফল - দুধ ইত্যাদি অর্পণ করা হয় । মানুষ কিছুই বোঝে না । দেবতাদের পূজা করে, শিবের মাথায় দুধ - ফুল ইত্যাদি অর্পণ করে, কিছুই জানে না । দেবতার রাজত্ব করেছিলেন । আত্মা, শিবের মাথায় কেন অর্পণ করা হয় ? তিনি কি কর্তব্য করেছিলেন যে, মানুষ এতো তাঁর পূজা করে ? দেবতাদের কথা তবুও তো জানা আছে, তাঁরা স্বর্গের মালিক ছিলেন । তাঁদের কে এমন বানিয়েছিলেন, এও কেউ জানে না । শিবের পূজাও করে কিন্তু খেয়ালে থাকে না যে ইনিই ভগবান । ভগবানই দেবতাদের এমন বানিয়েছেন । মানুষ কতো ভক্তি করে কিন্তু সকলেই অজ্ঞান । তোমরাও শিবের পূজা করেছিলে, এখন তোমরা বুঝতে পারো, আগে কিছুই জানতে না । তাঁর কাজ কি, তিনি কি সুখ দেন, কিছুই জানতে না । এই দেবতার কি সুখ প্রদান করে ? যদিও রাজা - রানী তাদের প্রজাদের সুখ প্রদান করেন, কিন্তু তাদের তো শিববাবাই এমন বানিয়েছেন । সকল মাহাত্ম্য শিববাবার । এরা তো কেবল রাজত্ব করেন, প্রজাও তৈরী হয়ে যায় । বাকি আর কোনো কল্যাণ করেন না । যদি করেনও তাও অল্পকালের জন্য । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বসে পড়াচ্ছেন । তাঁকে বলা হয় কল্যাণকারী । বাবা তাঁর নিজের পরিচয় দেন, তোমরা আমার লিপ্সের পূজা করো, তাঁকেই তোমরা পরম আত্মা বলতে । পরম আত্মা-ই পরমাত্মা । কিন্তু এ কথা জানতে না যে, ইনি কি বলেন । ব্যস, কেবল

বলে দেয় যে, তিনি সর্বব্যাপী । তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক । এরপর তাঁর উপর দুধ ইত্যাদি অর্পণ করা শোভা দেয় না । আকার আছে, তাই তো তাঁর উপর অর্পণ করা হয়, তাই না । তাঁকে নিরাকার তো বলা যাবে না । তোমাদের সঙ্গে মানুষ অনেক তর্ক করে, বাবার সামনে গিয়েও তর্কই করবে । অकारणे মাথা থাকে । লাভ কিছুই নেই । বাচ্চারা, একথা বোঝানো তোমাদের কাজ । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের কতো উঁচু বানিয়েছেন । এ হলো পড়া । বাবা টিচার হয়ে তোমাদের পড়ান । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছো । দেবী - দেবতা থাকে সত্যযুগে । তাঁরা কলিযুগে থাকে না । সেই রাম রাজাই নেই যেখানে পবিত্র থাকতে পারে । দেবী - দেবতারা ছিলেন তারপর তাঁরা বামমার্গে চলে যান । বাকি যেমন চিত্র দেখানো হয়েছে, তেমন কিছু নয় । জগন্নাথের মন্দিরে তোমরা দেখবে, কালো মূর্তি আছে । বাবা বলেন, মায়াকে জয় করো, জগৎজিত হও । তো ওরা জগন্নাথ নাম রেখে দিয়েছে । ওপরে সব খারাপ চিত্র দেখানো হয়েছে, দেবতারা বাম মার্গে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে । তাঁদেরও পূজা করতে থাকে । মানুষ তো কিছুই জানে না - কবে আমরা পূজ্য ছিলাম ? ৮৪ জন্মের হিসাব কারোরই বুদ্ধিতে নেই । প্রথমে পূজ্য সত্যপ্রধান, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান পূজারী হয়ে গেছে । রঘুনাথ মন্দিরে কালো মূর্তি দেখানো হয়, তার অর্থ তো কিছুই বুঝতে পারে না । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বসে বোঝান । জ্ঞান চিতায় বসে তোমরা সুন্দর হও আর কাম চিতায় বসে কালো হয়ে যাও । দেবতারা বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়ে গেলে তাঁদের নাম তো আর দেবতা রাখা যায় না । তোমরা বাম মার্গে গিয়ে কালো হয়ে গেছে, এর নিদর্শন দেখানো হয়েছে । কৃষ্ণ কালো, রামও কালো, শিবকেও কালো বানিয়ে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, শিববাবা তো কালো হনই না । তিনি তো হীরা, যিনি তোমাদেরও হীরের তুল্য বানান । তিনি তো কখনো কালো হনই না তাহলে তাঁকে কেন কালো বানিয়ে দিয়েছে ! কেউ নিজে কালো হয়েছিলো, সে বসে কালো বানিয়ে দিয়েছে । শিববাবা বলেন, আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে কালো বানিয়ে দিয়েছে । আমি তো আসিই তোমাদের সব সময়ের জন্য সুন্দর বানাতে, আমি তো সর্বদা সুন্দর । মানুষের এমন বুদ্ধি হয়ে গেছে যে, কিছুই বুঝতে পারে না । শিববাবা তো সকলকেই সুন্দর বানান । আমি তো চির সুন্দর মুসাফির । আমি কি করেছি যে আমাকে কালো বানিয়ে দিয়েছে । এখন আমি তোমাদের সুন্দর বানাবো উঁচু পদপ্রাপ্তির জন্য । এই উঁচু পদ কিভাবে পেতে হবে ? সে কথা তো বাবা বুঝিয়েছেন যে, ফলো ফাদার । ইনি (ব্রহ্মা বাবা) যেমন সবকিছুই বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলেন । বাবাকে দেখো যে কিভাবে তিনি সব দিয়ে দিয়েছিলেন । যদিও তিনি সাধারণ ছিলেন, না গরীব আর না বিরাট বিংশালী ছিলেন । বাবা এখনো বলেন যে, তোমাদের খাওয়া - দাওয়া সাধারণ হওয়া উচিত । না অনেক উঁচু আর না নিচু । বাবাই এইসব শিক্ষা দেন । ইনিও তো দেখতে সাধারণই । বলে থাকে, কোথায় ভগবান দেখাও । আরে, আত্মা তো বিন্দু, তাকে আবার দেখা যায় নাকি ! এ তো তোমরা জানোই যে এই খালি চোখে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না । তোমরা বলো যে, ভগবান যখন পড়ান তাহলে নিশ্চয় কোনো শরীরধারী হবেন । নিরাকার কিভাবে পড়াবেন ? মানুষ তো কিছুই জানে না । তোমরা যেমন আত্মা, এই শরীরের দ্বারা অভিনয় করো । আত্মাই অভিনয় করে । আত্মাই এই শরীরের দ্বারা কথা বলে । তাই আত্মা উবাচঃ, কিন্তু আত্মা উবাচঃ, এই কথা শোভা পায় না । আত্মা তো বাণপ্রস্থ অবস্থায়, বাণীর উর্ধ্বে, বাণী তো শরীরের দ্বারাই বলবে । বাণীর উর্ধ্বে তো একমাত্র আত্মাই থাকতে পারে । আর বাণীতে আসতে গেলে শরীর তো অবশ্যই চাই । বাবাও জ্ঞানের সাগর, তাই অবশ্যই কারও শরীরের আধার নেবেন, তাই না । তাকে রথ বলা হয় । না হলে তিনি কিভাবে শোনাবেন ? বাবা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য শিক্ষা দেন । এখানে

প্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই । এ তো হলো জ্ঞানের কথা । তিনি কিভাবে আসেন ? কার শরীরে আসেন ? তিনি তো অবশ্যই মানুষের শরীরেই আসবেন । কোনো মানুষের শরীরে আসবেন ? তোমরা ছাড়া এ কথা কেউই জানে না । রচয়িতা নিজে বসেই নিজের পরিচয় দেন । তিনি বলেন, আমি কিভাবে এবং কোন রথে আসি । বাচ্চারা তো জানেই যে, বাবার রথ কোন জন । অনেক মানুষই দ্বিধায় রয়েছে । কাকে - কাকেই না রথ বানিয়ে দেয় । জানোয়ার ইত্যাদির মধ্যে তো আর আসতে পারেন না । বাবা বলেন যে, আমি কোন মানুষের মধ্যে আসবো, এ তো বুঝতেই পারে না আমাকে এই ভারতেই আসতে হয় ভারতবাসীদের মধ্যেও আমি কার শরীরে আসবো, আমি কি প্রেসিডেন্ট বা সাধু - মহাত্মার রথে আসবো ? এমনও নয় যে আমাকে পবিত্র রথে আসতে হবে । এ তো হলোই রাবণ রাজ্য । এমন গানও আছে -- দূর দেশের অধিবাসী.....।

বাচ্চারা এও জানে যে, ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড । তার কখনোই বিনাশ হয় না । অবিনাশী বাবা অবিনাশী ভারত খণ্ডেই আসেন । তিনি কোন শরীরে আসেন, তা তিনি নিজেই বলে দেন। আর তো কেউই তা জানতে পারে না । তোমরা এও জানো যে, তিনি কোনো সাধু - মহাত্মার মধ্যেও আসতে পারেন না । ওনারা হলেন নিবৃত্তি মার্গের হঠযোগী । বাকি রইলো ভারতবাসী ভক্তরা । এখন ভক্তদের মধ্যেও কোন ভক্তের মধ্যে আসবেন ? দীর্ঘদিনের ভক্তের প্রয়োজন যিনি অনেক ভক্তি করেছেন । ভক্তির ফল তো ভগবানকে দিতে আসতেই হবে । ভারতে ভক্ত তো অনেকই আছে । বলবে, ইনি অনেক বড় ভক্ত, এনার মধ্যে আসা উচিত । এমন তো অনেক ভক্ত হয় । কালই যদি কারোর বৈরাগ্য আসে তাহলে ভক্ত হয়ে যাবে । সে তো এই জন্মের ভক্ত হয়ে গেলো, তাই না । তার মধ্যে আসবেন না । আমি তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করি যিনি সবার প্রথমে ভক্তি শুরু করেছিলেন । দ্বাপর থেকে এই ভক্তি শুরু হয়েছে । এই হিসেব - নিকেশ কেউই বুঝতে পারে না । এ কতো গুপ্ত কথা । আমি তাঁর মধ্যেই আসি যিনি সর্ব প্রথমে ভক্তি শুরু করেন । এক নম্বর যিনি পূজ্য ছিলেন তিনিই আবার এক নম্বর পূজারীও হবেন । তিনি নিজেই বলেন, এই রথই প্রথম নম্বরে যায় । এরপর ৮৪ জন্ম ইনিই নেন । আমি এনারই অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তিম সময়ে প্রবেশ করি । এনােকেই আবার এক নম্বর রাজা হতে হবে । ইনি অনেক ভক্তি করতেন । ভক্তির ফলও এনার পাওয়া উচিত । বাবা দেখান যে, তোমরা দেখো, ইনি কিভাবে আমার প্রতি সমর্পণ করেছেন । সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন । এতো বাচ্চাদের শেখানোর জন্য অর্থেরও প্রয়োজন । ঈশ্বরের এই যন্তু রচিত হয়েছে । খুদা এনার মধ্যে অবস্থান করে রুদ্র জ্ঞান যন্তুর রচনা করেন, একে পড়াও বলা হয় । রুদ্র শিববাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি জ্ঞান দান করার জন্য এই যন্তুর রচনা করেছেন । এই অক্ষর সম্পূর্ণ সঠিক । রাজস্ব, স্বরাজ্য লাভের জন্য এই যন্তু । একে যন্তু কেন বলা হয় ? যন্তু তো ওরা আহুতি ইত্যাদি দেয় । তোমরা তো পোড়ো, তাহলে কি আহুতি দাও ? তোমরা জানো যে, আমরা এই পড়া পড়ে বুদ্ধিমান হয়ে যাবো । এরপর এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এতে স্বাহা হয়ে যাবে । যন্তু পরের দিকে যা কিছু সমগ্রী আছে সবই দিয়ে দেওয়া হয় ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমাদের বাবা পড়াচ্ছেন । বাবা তো খুবই সাধারণ । মানুষ কি জানবে । ওই বড় - বড় মানুষদের তো অনেক বড় মহিমা হয় । বাবা তো খুব সাধারণ ভাবে বসে আছেন । মানুষ তা কি করে জানবে । এই দাদা তো জহুরি ছিলেন । শক্তি তো কখনো দেখা যায় না । কেবল একথা বলা যায়, এনার মধ্যে কিছু শক্তি আছে । ব্যস্ । ইনি বুঝতেনই না যে, এনার মধ্যে সর্বশক্তিমান বাবা আছেন । এনার মধ্যে শক্তি আছে, সেই শক্তি কোথা থেকে এলো

? বাবা তো প্রবেশ করেছেন, তাই না । যা তাঁর সম্পদ, তা তিনি এমনি কেন দেবেন । তোমরা যোগবলের দ্বারা তা প্রাপ্ত করো । তিনি তো সর্বশক্তিমান আছেনই । তাঁর শক্তি কোথাও চলে যায় না । পরমাত্মাকে কেন সর্বশক্তিমান বলা হয়, এও কেউ জানে না । বাবা এসে সব কথা বুঝিয়ে বলেন । বাবা বলেন যে, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জং ধরে ছিলো -- পুরানো দেশ, পুরানো শরীর, তাঁর অনেক জন্মের অস্ত্রে আমি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, যে জং ধরেছিল তা আর কেউই দূর করতে পারবে না । এই জং একমাত্র সদ্গুরুই দূর করেন, তিনি হলেন চির পবিত্র । এ কথা তোমরা বুঝতে পারো । এইসব কথা বুদ্ধিতে বসানোর জন্যও সময়ের প্রয়োজন । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সবকিছু উইল করে দেন । জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর বাবা তাঁর বাচ্চাদের সম্পূর্ণ উইল করে দেন । তিনি আসেনও এই পুরানো দুনিয়ায় । তিনি প্রবেশও তাঁরই মধ্যে করেন, যিনি হীরে তুল্য ছিলেন, পরে কড়ি তুল্য হয়েছিলেন । যদিও তিনি এইসময় কোটিপতি কিন্তু তাও অল্পকালের জন্য । সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরাই পাউন্ড তুল্য মূল্যবান হবে । এখন তোমরাও স্টুডেন্ট । ইনিও স্টুডেন্ট, ইনিও তাঁর অনেক জন্মের অস্ত্রিমে আছেন । এনার উপরও জং লেগে আছে । যে খুব ভালোভাবে পড়ে তার মধ্যেও অনেক জং থাকে । সে-ই সবার থেকে বেশী পতিত হয়, তাকেই আবার পবিত্র হতে হয় । এই নাটক আগে থেকেই বানানো আছে । বাবা তো আসল কথাই বলেন । বাবাই হলেন সত্য । তিনি কখনোই উল্টো কথা বলেন না । এ সব কথা মানুষ বুঝতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া অন্য মানুষ কিভাবে জানতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ, স্মরণ এবং সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) উচ্চ পদ লাভের জন্য সম্পূর্ণ ফলো ফাদার করতে হবে । সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে রক্ষা করতে হবে, সম্পূর্ণ বলিহারি যেতে হবে । খাওয়া - দাওয়া এবং জীবনচর্যা সাধারণ রাখতে হবে । না অনেক উঁচু না অনেক নিচু ।

২) বাবা যে সুখ - শান্তি এবং জ্ঞানের সম্পদ তোমাদের উইল করেছেন, তা অন্যদেরও দিতে হবে কল্যাণকারী হতে হবে তোমাদের ।

বরদান :-- সর্ব সম্বন্ধে এক বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব

বাবা স্বয়ং সর্ব সম্বন্ধে সাথে থাকার অফার করেন । যেমন সময়, তেমন সম্বন্ধে বাবার সাথে থাকো আর তাঁকে সাথী করো । যেখানে সদা সাথেও আছে আর সাথীও আছে সেখানে সমস্যা আসতেই পারে না । কখনো যখন নিজেকে একা অনুভব করো তো সেই সময় বাবার বিন্দু রূপের স্মরণের পরিবর্তে, সেই সময় নিজের প্রাপ্তির লিস্ট সামনে নিয়ে এসো, বিভিন্ন সময়ের রমণীয় অনুভবের কাহিনী স্মৃতিতে আনো, সর্ব সম্বন্ধের রসের অনুভব করো, তাহলে পরিশ্রম সমাপ্ত হয়ে যাবে আর সহজ পুরুষার্থী হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- বহরুপী হয়ে মায়ার বহরুপকে যদি পরখ করতে পারো তাহলে মাস্টার মায়াপতি হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রথমে প্রত্যেককে এই মন্ত্রটি খুব করে পাঠা করাও যে তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণের দ্বারা-ই পাপ বিনষ্ট হবে"

প্রশ্ন:- প্রকৃত সত্য সেবা কি, যা তোমরা এখন করছ ?

উত্তর :- ভারত যে পতিত হয়েছে, তাকে পবিত্র করা- এটাই হল প্রকৃত সত্য সেবা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তোমরা ভারতের কি সেবা কর ? তোমরা তাদের বলে যে শ্রীমৎ অনুসারে আমরা ভারতের এমন আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করি, যার ফলস্বরূপ ভারত ডবল মুকুটধারী হয়। ভারতে যে শান্তি সমৃদ্ধি ছিল, তারই স্থাপনা আমরা করছি ।

ওম্ শান্তি । প্রথম পাঠ হল -বাচ্চারা, নিজেদের সুদৃঢ় ভাবে আত্মা ভাবো (নিশ্চয় করো) অথবা মন্বনাভব। এ হল সংস্কৃত শব্দ। এবারে বাচ্চারা যখন সার্ভিস করে তখন তো সর্বপ্রথমে তাদের অঙ্ক পড়াতে হয়। যখন কেউ আসবে তো শিববাবার চিত্রের সামনে নিয়ে যেতে হবে, অন্য কোনও চিত্রের সামনে নয়। প্রথমে বাবার চিত্রের সামনে তাদের বলতে হবে - বাবা বলেন নিজেকে সুদৃঢ় ভাবে আত্মা মনে করে আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো। আমি হলাম তোমাদের সুপ্রিয় পিতা, সুপ্রিয় টিচার, সুপ্রিয় গুরুও । সবাইকে এই পাঠ পড়াতে হবে। আরম্ভ- ই করতে হবে এইখান থেকে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো, কারণ তোমরা যে এখন পতিত হয়েছে তোমাদের আবার সত্যোপস্থান হতে হবে। এই পাঠে সব কথা এসে যায়। সবাই কিন্তু এমন করে না। বাবা বলেন প্রথমে শিববাবার চিত্রের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো তাহলে ভব সাগর পার হবে। স্মরণ করতে-করতে পবিত্র দুনিয়ায় তো পৌঁছেই যাবে। এই পাঠ মিনিমাম ৩ মিনিট করে বার বার পাঠা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করেছ ? বাবা, হলেন বাবাও আবার রচনার রচয়িতাও উনি। রচনার আদি-মধ্য-অন্ত জানেন কারণ তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। সর্ব প্রথমে তো এই কথা নিশ্চয় করাতে হবে। বাবাকে কি স্মরণ করো ? এই নলেজ বাবা-ই দেন। আমরা বাবার কাছে নলেজ প্রাপ্ত করে তোমাদের প্রদান করি। প্রথমে এই মন্ত্রটি পাঠা করাতে হবে - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সনাথ হয়ে যাবে। এই বিষয়েও বোঝাতে হবে। যতক্ষণ এই বিষয়টি বুঝবে না ততক্ষণ এগোবে না। বাবার পরিচয়ের বিষয় নিয়ে দু চারটে চিত্র থাকা উচিত। তখন এই বিষয়ে খুব ভালো ভাবে বোঝালে তাদের বুদ্ধিতে বসবে - আমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, তিনি হলেন সর্ব শক্তিমান, তাঁকে স্মরণ করলেই পাপ বিনষ্ট হবে। বাবার মহিমা তো ক্লিয়ার আছে। প্রথমে এই কথা তো অবশ্যই বোঝানো উচিত - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে মামেকম্ স্মরণ করো। দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও। আমি শিখ, আমি অমুক এইসব ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সর্বপ্রথমে বুদ্ধিতে এই মুখ্য কথাটি বসে। উনি হলেন পিতা তিনিই পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা চরিত্র শুধরে দেন। তাই বাবার খেয়ালে এই কথাটি এল - প্রথম পাঠ এই ভাবে পাঠা করানো হয় না, যেটা খুবই জরুরী। এই কথাটি বুদ্ধিতে যত মজবুত করানো হবে ততই স্মরণে থাকবে। বাবার পরিচয় দিতে যদি ৫ মিনিট সময় লাগে, লাগাও কিন্তু তার কম নয়। খুব আগ্রহ সহকারে তারা বাবার মহিমা শুনবে। বাবার চিত্র হল মুখ্য চিত্র। কিউ অর্থাৎ মানুষের লাইন এই চিত্রের সামনে যেন থাকে। বাবার এই সংবাদ সবাইকে দিতে

হবে। তারপরে হল রচনার নলেজ - এই চক্রটি কিভাবে আবর্তিত হয় (পরিক্রমা করে। যেমন মশলা একদম মিহি করা হয় পিষে পিষে। তোমাদের হল ঈশ্বরীয় মিশন, তাই ভালো ভাবে এক-একটি কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। কারণ বাবাকে না জানার দরুণ সবাই অনাথ হয়েছে। পরিচয় দিতে হবে - শিব বাবা হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম শিক্ষক, সুপ্রিম গুরু। তিনটি পরিচয় জানিয়ে দিলে সর্বব্যাপীর কথাটি বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যাবে। এই কথাটি সর্ব প্রথমে বুদ্ধিতে বসাতো। বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্যোপধান হতে হবে। তোমরা তাদের বাবার স্মরণ করলে তাতে তোমাদেরও কল্যাণ নিহিত আছে। তোমরাও মন্মানাভব থাকবে।

তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বার্তা বাহক (পয়গম্বর) তাই বাবার পরিচয় দিতে হবে। একটি মানুষও এমন নেই যার এই জ্ঞান আছে যে শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, টিচার ও গুরু। বাবার পরিচয় শুনলে খুব খুশী হবে তারা। ভগবানুবাচ - মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে। এই কথাও তোমরা জানো। গীতা জ্ঞানের সঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধও দেখানো হয়েছে। এখন তো আর কোনও যুদ্ধের কথা নেই। তোমাদের যুদ্ধ হল বাবাকে স্মরণ করার সময়ে। পড়াশোনা তো আলাদা জিনিস, যুদ্ধ হল স্মরণে, কারণ সবাই হল দেহ-অভিমানী। তোমরা এখন হও দেহী-অভিমানী। বাবার স্মরণে থাকে যারা। সর্ব প্রথমে এই কথা পাকা করাও, উনি হলেন পিতা, টিচার, গুরু। এখন আমরা তাঁর কথা শুনব নাকি তোমাদের কথা ? বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরোপুরি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে। আমরা এই সেবা-ই করি। ঈশ্বরীয় মত অনুযায়ী চলো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে। বাবার শ্রীমৎ হল এই যে মামেকম্ স্মরণ করো। সৃষ্টি চক্রের কথা যে বোঝানো হয়, সেও তাঁরই মত। তোমরাও পবিত্র হবে এবং বাবাকে স্মরণ করবে তো বাবা বলেন আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। রুহানী পান্ডা-ও হলেন বাবা। তাঁকে স্মরণ করা হয় হে পতিত-পাবন, আমাদের পবিত্র করে এই পতিত দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো। তারা হল দৈহিক পান্ডা, আর ইনি হলেন রুহানী পান্ডা (আত্মাদের)। শিববাবা আমাদের পড়ান। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরও বলেন চলতে, ফিরতে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এতে নিজেকে ক্লান্ত করার প্রয়োজন নেই। বাবা দেখেন - কখনও বাচ্চারা সকালে এসে বসে যায় তো নিশ্চয়ই ক্লান্ত হবে। এটা তো হল সহজ মার্গ। জোর করে বসবে না। ঘুরে ফিরে, প্রাতঃ ভ্রমণ করতে করতে, খুব আগ্রহ সহকারে বাবাকে স্মরণ করো। মনের ভিতরে বাবা-বাবা শব্দটি যেন উথলে উঠতে থাকে। বাবা নামের ধ্বনি তাদেরই উথলে উথলে উঠবে, যে প্রতিষ্ণ বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। আর অন্য যা কিছু বুদ্ধিতে স্মরণে আছে, সব বের করে দেওয়া উচিত। বাবার সঙ্গে অতি ভালোবাসা ও প্রেম যেন থাকে, ফলস্বরূপ অতিন্দ্রিয় সুখের অনুভব যেন হতেই থাকে। যখন তোমরা বাবার স্মরণে ব্যস্ত হবে তখনই তমোপ্রধান থেকে সত্যোপধান হয়ে যাবে। তখন তোমাদের খুশীর কোনো সীমা থাকবে না। এইসব কথার বর্ণনা এখানে হয়, সেইজন্য বলাও হয় - অতিন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো, যাদের স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন।

ভগবানুবাচ - আমাকে স্মরণ করো। বাবার মহিমা-ই বর্ণনা করতে হবে। সদগতির উত্তরাধিকার তো একমাত্র বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। সবারই অবশ্যই সদগতি প্রাপ্তি হয়। সবচেয়ে প্রথমে সবাই যাবে শান্তিধাম। এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে বাবা আমাদের সদগতি প্রদান করছেন। শান্তিধাম, সুখধাম কাকে বলা হয় - সেই কথা তো বোঝানো হয়েছে। শান্তিধামে সব

আত্মারা বাস করে। শান্তিধাম হল সুইট হোম, সাইলেন্স হোম। টাওয়ার অফ সাইলেন্স। এই চোখ দিয়ে কেউ তা দেখতে পারে না। বিজ্ঞানীদের বুদ্ধি তো এখানে যা চোখে দেখা যায় সেসবই চলে। আত্মাদের তো এই চোখ দিয়ে কেউ দেখতে পায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে। যখন আত্মাদেরই দেখতে পাবে না তখন বাবাকে দেখবে কিভাবে। এই কথাটি বুঝতে হবে, তাইনা। এই চোখ দিয়ে দেখা অসম্ভব। ভগবানুবাচ - আমাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ ভস্ম হবে। এই কথা কে বলেন ? পুরোপুরি বুঝতে না পারায় কৃষ্ণের নাম বলে দিয়েছে। কৃষ্ণকে তো অনেক স্মরণ করে। দিন-প্রতিদিন ব্যাভিচারী হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিতে সর্বপ্রথমে শিবের ভক্তি করা হয়েছিল। সেটা ছিল অব্যভিচারী ভক্তি, তারপরে লক্ষ্মী-নারায়ণের ভক্তি সর্বোচ্চ হলেন ভগবান। তিনি উত্তরাধিকার দেন বিষ্ণু স্বরূপ হওয়ার। তোমরা শিব বংশী হয়ে বিষ্ণু পুরীর মালিক হও। মালা তৈরি হয় তখন, যখন প্রথম পাঠ ভালো ভাবে পড়া হয়। বাবাকে স্মরণ করা মাসীর বাড়ি যাওয়ার মত সহজ কথা নয়। মন-বুদ্ধিকে সব দিক থেকে সরিয়ে এক বাবার দিকে স্থির করতে হয়। যা কিছু চোখে দেখছ সব কিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও।

বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো, এতে কনফিউজড হবে না। বাবা এই রথে বসে আছেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয় - তিনি হলেন নিরাকার। এনার দ্বারা তোমাদের ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করানো হয় - তোমরা মন্বনাভব হয়ে থাকো। অর্থাৎ তোমরা সবার উপকার কর। তোমরা রন্ধনের কাজে নিযুক্তদেরও নির্দেশ দাও যে শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন তৈরি করো যাতে যারা খাবার খাবে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যাবে। একে অপরকে স্মরণ করাতে হবে। প্রত্যেকে অল্প মাত্রায় হলেও কিছু সময় স্মরণ করে। কেউ আধ ঘন্টা, কেউ ১০ মিনিট বসে স্মরণ করে। আচ্ছা, ৫ মিনিটও যদি ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করলে তাহলেই রাজধানীতে আসবে। রাজা-রানী সদা সবাইকে স্নেহ করে। তোমরাও ভালোবাসার সাগরে পরিণত হও, তাই সকলের প্রতি ভালোবাসার ভাবনা থাকে। শুধুই ভালোবাসা। বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, অতএব বাচ্চাদেরও নিশ্চয়ই এমন ভালোবাসার ভাবনা থাকবে, তবে সেখানেও এমন ভালোবাসা থাকবে। রাজা-রানীরও অনেক ভালোবাসা থাকে। বাচ্চাদেরও অনেক ভালোবাসা থাকে। অসীমের ভালোবাসা। এখানে তো ভালোবাসার নাম নেই, শুধু রয়েছে মার । সেখানে এই কাম কাটারী রূপী হিংসাও থাকে না, তাই ভারতের মহিমা অপরমঅপার গায়ন আছে। ভারতের মতন পবিত্র দেশ অন্য কোথাও নেই। এই দেশটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান। বাবা এখানে (ভারতে) এসে সবার সেবা করেন, সবাইকে শিক্ষা প্রদান করেন। মুখ্য হল পড়াশোনা। তোমাদেরকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, তোমরা ভারতের কি সেবা কর ? তাদের বলো, তোমরা চাও ভারত পবিত্র হোক, এখন ভারত পতিত তাইনা, তো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী ভারতকে পবিত্র করি। সবাইকে বলি বাবাকে স্মরণ করো তো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এই রূপ আমরা আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করি। ভারত যে সর্বোচ্চ ছিল, শান্তি সমৃদ্ধি ছিল, পুনরায় সেই রূপে পরিণত করছি, শ্রীমৎ অনুসারে কল্প পূর্বের মতন, ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী। এই কথা গুলি ভালো ভাবে স্মৃতিতে রাখো । মানুষ চায় বিশ্ব শান্তি হোক। সেই কাজই আমরা করছি। ভগবানুবাচ - বাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন আমি পিতা, আমায় স্মরণ করো। এই কথাও বাবা জানেন তোমরা কেউ ততখানি স্মরণ করো না বাবাকে। এতেই পরিশ্রম আছে। স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা আসবে। তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। এর অর্থ কারো বুদ্ধিতে নেই। শাস্ত্রে কত কথা লেখা হয়েছে। এখন বাবা বলেন যা কিছু পড়েছ সেসব ভুলে যেতে হবে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয়

করতে হবে। এই জ্ঞানই সঙ্গে যাবে, আর কিছু নয়। এই হল বাবার পড়াশোনা, এই নলেজ সঙ্গে যাবে। তার জন্যে চেষ্টা চলছে।

ছোট ছোট বাচ্চাদেরও কম ভেবো না। যে বয়সে যত ছোট ততই সুনাম অর্জন করতে পারে। ছোট ছোট কন্যারা বসে বয়স্ক গুরুজনদের বোঝাবে তো কামাল হয়ে যাবে। তাদেরও নিজের মতন পরিণত করতে হবে। কেউ প্রশ্ন করলে যাতে রেসপন্স করতে পারে, এমন ভাবে তৈরি করো। তারপরে যেখানে সেন্টার থাকবে বা মিউজিয়াম থাকবে তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এমন গ্রুপ তৈরি করো। এই তো সময়। এমন সার্ভিস করো, বয়স্ক গুরুজনদের ছোট ছোট কন্যারা বসে বোঝালে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা কার সন্তান ? বলা - আমরা শিববাবার সন্তান। তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা দেহে এসে আমাদের পড়ান। এই পড়াশোনার আধারে আমাদের এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। সত্যযুগের আদি কালে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তাইনা। তাঁদের কে এমন তৈরি করেছেন ? নিশ্চয়ই বিশেষ কর্ম করে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাইনা। বাবা বসে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেন। শিববাবা আমাদের পড়ান। তিনি হলেন পিতা, শিক্ষক, গুরু। অতএব বাবা বোঝান মুখ্য একটি কথাই জোর দিয়ে বোঝাতে হবে। সর্ব প্রথমে অল্ক, অল্ক-কে বুঝলে এত প্রশ্ন ইত্যাদি কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। অল্ক না বুঝিয়ে তোমরা বাকি চিত্র গুলি বোঝালে তো তারা মাথা খারাপ করে দেবে। প্রথম কথা হল অল্ক। আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। এমনও অনেকে আসবে যারা বলবে অল্ক-কে বুঝে নিয়েছি, বাকি চিত্র ইত্যাদি দেখার কি প্রয়োজন আছে। আমরা অল্ক-কে জেনে সব কিছু বুঝে নিয়েছি। খয়রাত পাওয়া হয়ে গেছে, তা নিয়ে চলে যাবে। তোমরা ফাস্টক্লাস ভিক্ষা দান কর। বাবার পরিচয় দিলেই বাবাকে যত স্মরণ করবে তো তমোপ্রধান থেকে সতঃপ্রধান হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অতিন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্যে স্মৃতিতে বাবা-বাবা শব্দ যেন উথলে উথলে উঠতে থাকে। জোর করে নয়, সহজ ভাবে বাবাকে চলতে-ফিরতে স্মরণ করো। বুদ্ধি সব দিক থেকে সরিয়ে একের প্রতি সুনিশ্চিত করো।

২) যেমন বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, তেমনই বাবার মতন ভালোবাসার সাগর হতে হবে। সবার উপকার করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে এবং সবাইকে বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে।

বরদান :- নষ্ট মোহ হয়ে দুঃখ অশান্তির নাম চিহ্ন সমাপ্তকারী স্মৃতি স্বরূপ ভব

ব্যাখা: যে সদা একের স্মরণে থাকে, তার স্থিতি একরস হয়ে যায়। একরস স্থিতির অর্থ হল একের দ্বারা সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রাপ্তির রস অনুভব করা। যে বাবাকে সর্ব সম্বন্ধের আধারে আপন করে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে থাকে সে সহজেই নষ্ট মোহ হয়ে যায়। যে নষ্ট মোহ হয় তার কখনও ধন উপার্জনের

ক্ষেত্রে, ধন সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে, কারো অসুস্থতার সময়ে দুঃখের অনুভব হতে পারে না। নষ্ট মোহ অর্থাৎ দুঃখ অশান্তির নামটুকুও থাকবে না, সদা বেকির অর্থাৎ সদা নিশ্চিত।

স্লোগান : - ঋমশীল হয় সে যে করুণাময় হয়ে সকলকে শুভ ভাবনা দান করে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিরন্তর যেন স্মরণে থাকে যিনি আমাদের পিতা, তিনিই শিক্ষক এবং সঙ্গুরু, এই স্মরণই হলো মনমনাভব"

প্রশ্ন :-- মায়ার ধুলো যখন চোখে এসে পড়ে, তখন সর্বপ্রথম ভুল কোনটি হয় ?

উত্তর:-- মায়া সর্বপ্রথম এই ভুলটাই করায় যে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনই ছেড়ে দেয়। ভগবান পড়াচ্ছেন এটাই ভুলে যায়। বাবার সন্তানরাই বাবার পঠন-পাঠন ছেড়ে চলে যায়, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। নয়তো এমনই নলেজ যে অন্তর্মনে অনুভব করতে করতে খুশিতে নাচতে থাকে, কিন্তু মায়ার প্রভাব তো কিছু কম নয়, মায়া ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন থেকেই ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। পড়া ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ অ্যাবসেন্ট হয়ে যাওয়া।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝান, বোঝাতে হয় তাকেই যে কম বোঝে। কেউ-কেউ খুব বিচক্ষণ হয়। বাচ্চারা জানে এই বাবা কত ওয়ান্ডারফুল। যদিও তোমরা এখানে বসে আছ কিন্তু অন্তর্মনে জানে, ইনি যেমন আমাদের অসীম জগতের পিতা, তেমনি অসীম জগতের টিচার, যিনি অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। স্টুডেন্টসদের বুদ্ধিতে এটা তো থাকা উচিত, তাইনা। তিনি সাথে করে অবশ্যই নিয়ে যাবেন। বাবা জানেন, এই পুরানো ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া থেকে বাচ্চাদের নিয়ে যেতে হবে। কোথায়? নিজ নিকেতনে। যেমন কন্যার বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর স্বশুরবাড়ির লোকজনেরা এসে কন্যাকে নিজেদের গৃহে নিয়ে যায়। এখন তোমরা এখানে বসে আছ, বাবা বুঝিয়ে বলেন বাচ্চাদের অন্তরে তো নিশ্চয়ই আসে যে ইনি যেমন আমাদের অসীম জগতের পিতা, তেমনি অসীম জগতের শিক্ষাও প্রদান করেন। বাবার যেমন বিশালতা তেমনই তাঁর পঠন-পাঠনেরও ব্যাপ্তি অনন্ত যা তিনি বাচ্চাদের প্রদান করেন।

রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চারা জানে বাবা এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এটাও অন্তর্মনে স্মরণ করলে মনমনাভব স্মরণ করা হবে। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বুদ্ধিতে যেন এটাই স্মরণ হয়। আশ্চর্যজনক জিনিসকে স্মরণ করা উচিত, তাইনা! তোমরা জান ভালোভাবে পঠন-পাঠন করলে, স্মরণ করলে আমরা বিশ্বের মালিক হতে পারব। এটা তো অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকা উচিত। সর্বপ্রথম বাবাকে স্মরণ করতে হবে, টিচার তো তারপর আসে। বাচ্চারা জানে অসীম জগতের রুহানী পিতা তিনি। সহজেই স্মরণ করার জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন- "মামেকম্ (একমাত্র) স্মরণ কর", স্মরণের দ্বারা অর্ধকল্পের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, পবিত্র হওয়ার জন্য তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভক্তি, জপ, তপ ইত্যাদি অনেক কিছু করেছে। মানুষ মন্দিরে যায়, ভক্তি করে, মনে করে আমরা পরম্পরা অনুসারে করে আসছি। ওদের জিজ্ঞাসা কর শাস্ত্র কবে থেকে শুনছ? বলবে পরম্পরা থেকে (শুরু থেকে)। মানুষের কিছুই জানা নেই। সত্যযুগে শাস্ত্র তো হয়-ই না। তোমরা বাচ্চাদের তো অবাক হওয়া উচিত, বাবা ছাড়া এই বিষয় দ্বিতীয় কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে না। ইনি একাধারে পিতা, টিচার এবং সঙ্গুরু। ইনি-ই আমাদের পিতা, এঁনার কোনও মাতা-পিতা নেই। কেউ বলতে পারবে না যে শিববাবা কারও সন্তান। এই বিষয়টি যেন প্রতিটি মুহূর্ত বুদ্ধিতে থাকে -- এটাই মনমনাভব। টিচার শিক্ষা প্রদান

করছেন কিন্তু স্বয়ং কখনও পড়েন নি । ওঁনাকে কেউ-ই পড়ান না। তিনি নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ তিনি, জ্ঞানের সাগর । চৈতন্য হওয়ার কারণে সবকিছু শুনিয়ে থাকেন । তিনি বলেন-- বাচ্চারা, আমি যার মধ্যে প্রবেশ করি তার মাধ্যমে তোমাদের আদি থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে থাকি। অস্তিমের বিষয়ে শেষে গিয়ে বলব । ঐ সময় তোমরাও বুঝতে পারবে - এখন অস্তিম সময় আসছে । কর্মাজীত অবস্থাতেও নশ্বরানুসারে পৌছবে । তোমরা তার নমুনাও দেখতে পাবে । পুরানো সৃষ্টির বিনাশ তো হবেই। এই দৃশ্য অনেকবার দেখেছ আবারও দেখবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনও তেমনই পড়বে যেমনটা কল্প পূর্বে পড়েছিলে । রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলে তারপর হারিয়ে ফেলেছ, আবারও নিতে চলেছ। বাবা এসে আবার পড়াচ্ছেন, কত সহজ । তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ আমরা সত্যিই বিশ্বের মালিক ছিলাম । আবারও বাবা এসে আমাদের সেই জ্ঞান প্রদান করছেন । বাবা আমাদের এই এই মত দেন - অন্তর্মনে এইসবই চলা উচিত ।

তিনি আমাদের পিতা, টীচারও । টীচারকে কি কখনও ভুলে যাওয়া যায়? টীচার দ্বারাই তো শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় । কিছু কিছু বাচ্চাকে মায়া ভীষণ ভুল করিয়ে দেয় । ঠিক যেন চোখে ধুলো ঢেলে দেয়, যাতে করে পড়া-ই ছেড়ে দেয়। ভগবান পড়াচ্ছেন, এমন পড়াকেও ছেড়ে চলে যায় । পড়া-ই হলো মুখ্য । কে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে ? বাবার সন্তান । বাচ্চাদের অন্তরে কত খুশি হওয়া উচিত, বাবা প্রতিটি বিষয়ে নলেজ দিয়ে থাকেন, যা কল্পে-কল্পে দিয়ে এসেছেন । বাবা বলেন অল্প হলেও এই ভাবেই আমাকে স্মরণ কর । কল্প-কল্প ধরে তোমরাই বুঝে এসেছ আর ধারণ করেছ । ওঁনার কোনও পিতা-মাতা নেই, উনিই অসীম জগতের পিতা, আশ্চর্যজনক তাইনা । আমার পিতা কে বল ? শিববাবা কার সন্তান? এই পঠন-পাঠনও কত আশ্চর্যজনক যা এই সময় ছাড়া আর কখনও পড়তে পারবে না, আর শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই অধ্যয়ন কর । তোমরা এটাও জান যে বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমরা পবিত্র হয়ে যাব, নয়তো সাজা খেতে হবে । গর্ভ জেলে অনেক সাজা পেতে হয় ।

ওখানে বিচারসভা বসবে এবং তোমাদের সবকিছু সাক্ষাত্কার হবে । সাক্ষাত্কার ছাড়া কাউকেই সাজা দেওয়া যাবে না, নইলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে এই ভেবে যে কেন আমি সাজা পাচ্ছি ! বাবা জানেন যে এ অমুক পাপ করেছিল ভুল করেছিল । সব সাক্ষাত্কার করান যা তোমরা করেছে । ঐ সময় এমনটাই অনুভব হবে যেন কত সব জন্মের সাজা ভোগ করতে হচ্ছে । এ যেন সমস্ত জন্মের জন্য সম্মান চলে যাওয়া । তাই বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে । ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে । চেক করতে হবে আমি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো ? আমরা সুখদাতা পিতার সন্তান, তাইনা ? খুব সুন্দর ফুল হয়ে উঠতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনই তোমাদের সাথে যাবে । অধ্যয়ন দ্বারাই মানুষ ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয় । বাবা প্রদত্ত এই নলেজ স্বতন্ত্র আর সত্য, এ হলো পান্ডব গভর্নমেন্ট, গুপ্ত রূপে। তোমার ছাড়া দ্বিতীয় কেউ বুঝবে না । এই পঠন-পাঠন বড়োই চমকপ্রদ । আল্লাই শোনে। বাবা বারংবার বোঝান- পড়া কখনোই ছেড়ে দিও না । মায়া এসে ছাড়িয়ে দেয়। বাবা বলেন এমনটা কোরোনা, পড়া ছেড়ো না । বাবার কাছে তো রিপোর্ট আসে না ! রেজিস্টার দেখে সব জানা যায় যে কতদিন অ্যাবসেন্ট ছিল । পড়া ছেড়ে দিলে বাবাকেও ভুলে যায়। বাস্তবে তো এটা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ইনি ওয়ান্ডারফুল বাবা । যদিও তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এটা একটা খেলা। যখন কেউ কোনো খেলা সম্পর্কে বলে সেটা সহজেই মনে রাখা যায়, ভুলে যায় না ।

এইভাবে কেউ তার অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিলেন, খুব অল্প বয়স থেকেই উদাস হয়ে ভাবতেন । এই দুনিয়াতে এত দুঃখ, এখন আমার কাছে দশ হাজার টাকা থাকলে পঞ্চাশ টাকা সুদ পেতে পারি এবং এটাই আমাকে মুক্ত রাখবে। ঘর এবং ব্যবসা দেখাশোনা করা খুব কঠিন । আচ্ছা, তারপর একটা চলচ্চিত্র দেখল সৌভাগ্য সুন্দরী তারপরেই সব বৈরাগ্য উদাসীনতা দূর হয়ে গেল । এবার খেয়াল হলো বিবাহ করব, এটা করব, ওটা করব। মায়া একটাই থাপ্পড় মারল যে সবকিছুই হারিয়ে গেল। সেইজন্যই বাবা এখন বলেন-- বাচ্চারা, এই দুনিয়া নরক আর এর মধ্যে এই যে চলচ্চিত্র গুলো রয়েছে তার মধ্যেও নরক । এসব দেখেই সবার বৃত্তি খারাপ হয়ে যায় । যখন মানুষ সংবাদপত্র দেখে, ওখানে সুন্দরী মেয়েদের ছবি দেখে বৃত্তি ঐ দিকে ধাওয়া করে । এ খুব সুন্দর দেখতে এটাই বুদ্ধিতে আসে তাইনা! বাস্তবে এই ভাবনাও আসা উচিত নয় । বাবা বলেন- এই দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্য তোমরা সবকিছু ভুলে মামেকম্ স্মরণ কর, এমন সব চিত্র কেন দেখো ? এইসব জিনিস বৃত্তিকে নীচে নিয়ে আসে। এসব যা কিছুই দেখছ সবই তো কবরে চলে যাবে । যা কিছু এই চোখ দিয়ে দেখছ সে সব স্মরণ কোরো না, এসবের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করো । এই শরীর তো পুরানো ছিঃ-ছিঃ হয়ে গেছে । যদিও আত্মা শুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু শরীর তো ছিঃ-ছিঃ তাইনা । এর প্রতি কি ধ্যান দেবে । এক বাবাকেই দেখতে হবে।

বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, লক্ষ্য অনেক উঁচুতে । বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য দ্বিতীয় কেউ তো চেষ্টাও করতে পারবে না । কারও বুদ্ধিতেই আসবে না । মায়ার প্রভাব কোনও অংশে কম নয় । বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের বুদ্ধিতে কত কি চলে, তোমাদের হলো সাইলেন্স । প্রত্যেকেই চায়-মুক্তি পেতে । তোমাদের লক্ষ্য হলো জীবনমুক্তি । এটাও বাবা বুঝিয়েছেন, গুরু ইত্যাদি কেউ এমন নলেজ দিতে পারে না । তোমাদের ঘর পরিবারে থেকেই পবিত্র হতে হবে, রাজস্ব নিতে হবে। ভক্তি মার্গে অনেক সময় নষ্ট করেছ । এখন বুঝতে পারছ আমরা কত ভুল করেছি। ভুল করতে করতে অবুঝ আর সম্পূর্ণ রূপে পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছ । অন্তর্মনে তোমরা অনুভব করতে পার এই নলেজ কত ওয়ান্ডারফুল যা আমাদের কি থেকে কি করে তুলছে, (কড়িহীন থেকে হীরেতুল্য)। পাথর বুদ্ধি থেকে স্পর্শ বুদ্ধি করে তুলছে । সুতরাং খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমাদের অনন্ত জগতের পিতা তিনি । ওঁনার কোনও পিতা নেই । উনিই টিচার, ওঁনার কোনো টিচার নেই । মানুষ জিজ্ঞাসা করবে কোথা থেকে শিখেছেন ! অবাক হয়ে যাবে তাইনা ! অনেকেই মনে করবে ইনি কোনও গুরুর কাছ থেকেই শিখেছেন । সুতরাং গুরুর তো আরও শিষ্য হবে তাইনা ! শুধু একজন শিষ্যই ছিল কি ? গুরুর শিষ্য তো অনেক হয়। দেখো আগা খাঁর কত শিষ্য । গুরুর প্রতি তাদের অন্তরে এতো শ্রদ্ধা থাকে যে, তাদের হীরের বিপরীতে ওজন করে । তোমরা এমন সঙ্করকে কিসের বিপরীতে ওজন করবে । ইনি তো অনন্ত জগতের সঙ্কর । ওঁনার ওজন কত ! এমন কোনো হীরা নেই যার বিপরীতে ওজন করা যাবে ।

এমন সব বিষয় তোমরা বাচ্চাদের বিচার করতে হবে । এ অতি সূক্ষ্ম বিষয় । যদিও এখানে বলতেই থাকে হে ঈশ্বর ! কিন্তু এরা তো জানেই না যে উনিই বাবা, টিচার এবং গুরু। এখানে তো সাধারণ নিয়মানুযায়ী বসে থাকে । সেই কারণেই তিনি গদির উপর এইজন্যই বসেন যাতে সবার মুখ দেখতে পান । বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা তো থাকে, তাইনা । বাচ্চাদের সহযোগ ছাড়া এই স্থাপনা তো হবেই না । অতি সহযোগকারী বাচ্চাদের প্রতি নিশ্চয়ই ভালোবাসা বেশি থাকবে। বেশি উপার্জনকারী বাচ্চারা নিশ্চয়ই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, তার প্রতি ভালোবাসাও অতীব থাকে । বাবা

বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন । আত্মা খুব খুশি হয় । বাবা বলেন প্রতিটি কল্পে বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠি । প্রতিটি কল্পে এই বাচ্চারাই সাহায্যকারী হয়ে ওঠে । কল্প-কল্প ধরে এই ভালোবাসা জোরালো হয় । যেখানেই বসে থাক না কেন, বুদ্ধিতে যেন বাবার স্মরণ চলে ।

উনি অসীম জগতের পিতা, ওঁনার কোনও পিতা নেই, ওঁনার কোনও টিচার নেই । তিনিই স্বয়ম্ভু যাঁকে সবাই স্মরণ করে । সত্য যুগে তো কেউ স্মরণ করবে না । ২১ জন্মের জন্য তরী পাড় হয়ে যাবে, সুতরাং তোমাদের কতখানি খুশি হওয়া উচিত । সারাদিন শুধু বাবার সার্ভিস করব । এমন বাবার পরিচয় দাও । বাবার কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, বাবা আমাদের রাজযোগ শেখান তারপর সবাইকে সাথে করে নিয়ে যান । সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে, এমন চক্র আর কেউ তৈরি করতে পারবে না । এর অর্থ তো কারও জানা নেই । তোমরা এখান বুঝেছ- বাবা আমাদের অসীম জগতের পিতা, অনন্ত রাজ্য দিয়ে থাকেন তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যান । এভাবে তোমরা বোঝালে তারপর আর কেউ সর্বব্যাপী বলতে পারবে না । তিনি পিতা ,টিচার তবে সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারেন । অনন্ত জগতের পিতা তিনি নলেজফুল । সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তিনি জানেন । বাবা বাচ্চাদের বোঝান ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে ভুলে যেও না । এ অতি উচ্চ পঠন-পাঠন । বাবা পরমপিতা, পরম টিচার, এবং পরম গুরু। ঐ সব গুরুদেরও (লৌকিক) তিনি নিয়ে যাবেন । এমন এমন সব চমকপ্রদ বিষয় শোনানো উচিত । তাদের বলো অনন্ত এই খেলা, প্রত্যেক অ্যাক্টর নিজ-নিজ পার্ট পেয়েছে । অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আমরাই অসীম বাদশাহী গ্রহণ করি, আমরাই মালিক, বৈকুন্ঠ হয়ে চলে গেছে, আবারও অবশ্যই হবে কৃষ্ণ নতুন দুনিয়ার মালিক ছিল, এখন পুরানো দুনিয়া তারপর নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়ার মালিক হবে, চিত্রতেও পরিষ্কার দেখানো হয়েছে । তোমরা জান -এখন আমাদের পা নরকের দিকে, মুখ স্বর্গের দিকে । এটাই যেন স্মরণে থাকে । এভাবে স্মরণ করতে-করতে অন্ত মতি তেমনই গতি (সো গতি) প্রাপ্ত হবে । কত ভালো-ভালো বিষয় আছে সেগুলি বারংবার স্মরণ করা উচিত । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছো, তার প্রতি আকর্ষণ সরিয়ে নিতে হবে । এক বাবাকেই দেখতে হবে । বৃত্তিকে শুদ্ধ করতে এই ছিঃ-ছিঃ শরীরের প্রতি যেন বিন্দুমাত্র নজর না যায় ।

২) বাবা যে অনুপম আর সত্য নলেজ শুনিয়ে থাকেন, তা ভালো করে পড়তে আর পড়তে হবে । পড়া কখনোই মিস করা উচিত নয় ।

বরদান:- নিজের মস্তকে সবসময় বাবার আশীর্বাদের হাত অনুভবকারী মাস্টার বিঘ্ন বিনাশক ভব

গনেশকে বিঘ্ন বিনাশক বলা হয়ে থাকে । বিঘ্ন বিনাশক সে-ই হতে পারে যার মধ্যে সর্বশক্তি আছে । সর্বশক্তিকে সময় অনুসারে কার্যে ব্যবহার করতে পারলে বিঘ্ন স্থায়ী হবে না । যে কোনো রূপেই মায়া আসুক, তোমরা নলেজফুল হও। নলেজফুল আত্মা কখনোই মায়ার কাছে পরাজিত হয় না ।

মাথায় যখন বাপদাদার আশীর্বাদের হাত আছে, সুতরাং বিজয় তিলক অঙ্কিত আছে । পরমাত্মার হাত আর পরমাত্মার সঙ্গ বিঘ্ন বিনাশক বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- নিজের মধ্যে গুণ ধারণ করে অন্যদের গুণদান করতে সমর্থরাই গুণমূর্ত হয়ে ওঠে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মায়াজীত হওয়ার জন্য গাফিলতি (অসচেতনতা) করা ছাড়ো, দুঃখ দেওয়া আর দুঃখ নেওয়া -- এটাই হলো অতি বড় গাফিলতি ; বাচ্চারা, যা তোমাদের করা উচিত নয়"

প্রশ্ন :- আমাদের সব বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি এমন এক আশা রয়েছে ?

উত্তর :- বাবার আশা হলো এই যে, আমার সব বাচ্চারা যেন আমার সমান সদা পবিত্র হয়ে যায়। বাবা হলেন সদা সুন্দর (গৌরবর্ণ), তিনি এসেছেন বাচ্চাদের-কে শ্যাম থেকে সুন্দর বানাতে। মায়া কালো বানায় আর বাবা সুন্দর বানায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো সুন্দর (গৌরবর্ণের), তাই কালো পতিত মনুষ্য গিয়ে তাঁদের মহিমা-কীর্তন করে, আর নিজেকে অতি নীচ মনে করে। এখনই বাবার শ্রীমত পাওয়া যায় -- মিষ্টি বাচ্চারা, এখন সুন্দর সতঃপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ কর।

ওম শান্তি। বাবা কি করছেন আর বাচ্চারা কি করছে ? বাবাও জানেন আর বাচ্চারাও জানে যে আমাদের আত্মা যা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাদের সতোপ্রধান বানাতে হবে। যাকে স্বর্ণযুগীয় (গোল্ডেন এজড) বলা হয়। বাবা তো আত্মাদের দেখেন। আত্মাই মনে(থেয়াল) করে যে, আমার আত্মা কালো হয়ে গেছে। আত্মার কারণে শরীরও কালো হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যায়, পূর্বে তো এতটুকুও জ্ঞান ছিল না। তারা দেখতো যে, এঁনারা তো সর্বগুণসম্পন্ন, গৌরবর্ণের(সুন্দর) আর আমরা তো কালো-ভূত(বিকারী)। কিন্তু জ্ঞান ছিল না। এখন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যখন যাবে তখন বুঝতে পারবে যে, পূর্বে আমরা সর্বগুণসম্পন্ন ছিলাম, এখন কালো পতিত হয়ে গেছি। তাঁদের সম্মুখে গিয়ে বলে যে, আমরা কালো, বিকারী, পাপী। যখন বিবাহ করে তখন প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে নিয়ে যায়। দুজনেই প্রথমে নির্বিকারী থাকে পরে বিকারী হয়ে যায়। তাই নির্বিকারী দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে নিজেকে বিকারী পতিত বলে। বিবাহের পূর্বে এমন কথা বলবে না। বিকারে যখন যায় তখন মন্দিরে গিয়ে আবার তাঁদের(লক্ষ্মী-নারায়ণ) মহিমা করে। আজকাল তো লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে, শিব মন্দিরেও বিবাহ সম্পন্ন হয়। অপবিত্র হওয়ার জন্য গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। আর এখন তোমরা সুন্দর হওয়ার জন্য পবিত্রতার গাঁটছড়া বাঁধো (কঙ্কন পড়ো) তাই সুন্দর যিনি বানান সেই শিববাবাকে স্মরণ কর। তোমরা জানো, এই রথের ভ্রুকুটির মধ্যভাগে শিববাবা আছেন, তিনি সদা পবিত্র। তাঁর এটাই আশা যে, বাচ্চারাও যেন পবিত্র, সুন্দর হয়ে যায়। মামেকম স্মরণ করে পবিত্র হয়ে যাও। আত্মাকেই তার পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাও বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে যান। বাচ্চারা, তোমরাও বাবাকে দেখে বোঝ যে, এমনই পবিত্র হতে হবে। তবেই আমরা আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। বাচ্চারা, এই লক্ষ্যবস্তুকে(এইম অবজেক্ট) অতি সচেতনভাবে স্মরণ করতে হবে। এমন নয় যে, ব্যস্, বাবার কাছে এসে গেছি। পুনরায় লৌকিকে গেলে নিজের কাজ-কর্ম ইত্যাদিতেই ব্যস্ত হয়ে যাও তাই বাবা এখানে সম্মুখে বসে বাচ্চাদের বোঝান। ভ্রুকুটির মধ্যভাগে আত্মা থাকে। অকাল (অবিনাশী) আত্মার এ হলো সিংহাসন (তখত), যে আত্মারা আমার বাচ্চা, তারা এই আসনে বিরাজমান। আত্মা স্বয়ং তমোপ্রধান হলে তখন আসনও তমোপ্রধান হয়ে যায়। এ হলো ভালভাবে বোঝার মতো বিষয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো এমন হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো এত সহজ ব্যাপার নয়। এখন তোমরা বোঝো যে, আমরা এখন এমন হচ্ছি। আত্মা পবিত্র হয়েই যাবে। পুনরায় দেবী-দেবতা বলা হবে। আমরা স্বর্গের এমন মালিক হয়ে যাই। কিন্তু মায়া এমন যে- ভুলিয়ে দেয়। অনেকেই এখান থেকে শুনে যখন বাইরে যায়, তখন

আবার ভুলে যায়। তাই বাবা ভালভাবে পরিপক্ব করান -- নিজেকে দেখতে হবে, দেবতাদের যত গুণ রয়েছে, শ্রীমত অনুসারে চলে আমরা কি তা ধারণ করেছি ? চিত্রও সামনে রয়েছে। তোমরা জানো, আমাদের এমন হতে হবে। বাবা-ই বানাবেন। অন্য কেউ-ই মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে পারে না। একমাত্র বাবাই বানাবেন। গাওয়াও হয় - মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে ভগবানের সময় লাগে না । তোমাদের মধ্যেও আবার নশ্বরের ক্রমানুসারেই জেনে থাকে। এইসব কথা ভক্তরা জানে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রীমত না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন শ্রীমত নিচ্ছ। একথা বুদ্ধিতে ভালভাবে রাখো যে আমরা শিববাবার মতানুসারেই বাবা-কে স্মরণ করতে-করতে এমন(দেবতা) হয়ে যাচ্ছি। স্মরণের দ্বারাই পাপ ভস্মীভূত হবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সুন্দর, তাই না। মন্দিরে তো শ্যামবর্ণের বানিয়ে রেখেছে। রঘুনাথ মন্দিরে রামকে কালো বানানো হয়েছে -- কেন ? কেউ জানে না। এ অতি সামান্য বিষয়। রাম হলো ত্রেতাযুগের। সামান্য পার্থক্য তো রয়ে যায়, ২ কলা কমে যায়, তাই না। বাবা বোঝান, শুরুতে ইনি ছিলেন সতোপ্রধান, অতিসুন্দর। প্রজারাও সতোপ্রধান হয়ে যায় কিন্তু শাস্তিভোগ করে হয়। যত বেশী সাজা, ততই পদপ্রাপ্তি কম হয়ে যায়। পরিশ্রম না করলে পাপস্ফলন হয়না, পদও কম হয়ে যায়। বাবা তো পরিষ্কার করে বোঝান। তোমরা এখানে এসে বসেছ গোরা হওয়ার জন্য। কিন্তু মায়া অতি বড় শত্রু, যে কালো করে দিয়েছে। মায়া যখন দেখে যে, এমন সুন্দর বানান যিনি, তিনি এসেছেন তখন মায়াও মোকাবিলা করে। বাবা বলেন, এ তো ড্রামানুসারে, তাকে আধাকল্পের ভূমিকা(পার্ট) পালন করতেই হয়। মায়া প্রতি মুহূর্তে বিপরীতমুখী করে অন্যদিকে নিয়ে যায়। লেখা আছে যে, মায়া আমাদের অত্যন্ত বিরক্ত করে। বাবা বলেন, এটাই যুদ্ধ। তোমরা সুন্দর থেকে কালো আবার কালো থেকে সুন্দর হয়ে যাও, এও এক খেলা। (তিনি) বোঝানও তাদেরকেই যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তাদের পা ভারতে এসেই পড়ে। এমনও নয় যে, সবাই ভারতেই ৮৪ জন্ম নেবে।

বাচ্চারা, এখন এইসময় তোমাদের কাছে অতি মূল্যবান। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত - যে আমাদের এমন হতে হবে। অবশ্যই বাবা বলেছেন যে, শুধু আমাকে স্মরণ কর আর দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা বলেন, এখন আর এমন গাফিলতি কোরো না। বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সঙ্গেই যুক্ত কর। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমরা তোমার নিকটে সমর্পিত হয়ে যাব। জন্ম-জন্মান্তর ধরে প্রতিজ্ঞা করেছ -- তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমার মতানুসারেই চলব, পবিত্র হয়ে দেবতা হব। যদি যুগল তোমাদের সাথ না দেয় তবে তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ কর। যুগল সাথ না দিলে জোড়া তৈরী হবে না। যে যতটা স্মরণ করেছে, দৈবী-গুণ ধারণ করেছে, তাদেরই জোড়া তৈরী হবে। যেমন দেখ, ব্রহ্মা-সরস্বতী ভাল পুরুষার্থ করেছে, তাই এদেরই জোড়া তৈরী হয়। এ অত্যন্ত ভালো সার্ভিস করে, স্মরণের যাত্রায় থাকে, এও তো গুণ, তাই না ! গোপেদের (ব্রাতারা) মধ্যেও অত্যন্ত ভাল-ভাল বাচ্চারা রয়েছে। কেউ তো নিজেই বোঝে যে, মায়ার আকর্ষণ হয়। এই (মায়ার) শিকল ছিন্ন হয়ই না। প্রতি মুহূর্তে নাম-রূপের বাঁধনে আবদ্ধ করে ফেলে। বাবা বলেন, নাম-রূপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না। আমার সঙ্গে আবদ্ধ(যুক্ত) হও, তাই না। যেমন তোমরা নিরাকার, তেমনই আমিও নিরাকার। তোমাদের নিজের সমান তৈরী করি। শিক্ষক তো নিজের সমানই তৈরী করবে, তাই না। সার্জেন, সার্জেনই তৈরী করবে। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা, ওঁনার নামের অনেক মহিমা রয়েছে। আহ্বানও করা হয় -- হে পতিত-পাবন এসো। আহ্বা আহ্বান

করে, শরীর দ্বারা -- বাবা এসো, এসে আমাদের পবিত্র কর। তোমরা জানো যে, তিনি আমাদের কিভাবে পবিত্র বানাচ্ছেন। যেমন হীরে, তারমধ্যে কোনো কোনো হীরেতে কালো দাগ থাকে। এখানে সব আত্মাতেই খাদ(অ্যালয়) পড়ে গেছে। তা বের করে ফেলে সত্যিকারের সোনা হও। আত্মাকে অনেক পবিত্র হতে হবে। তোমাদের লক্ষ্যবস্তু তো পরিস্কার। আর কোনো সতৃসঙ্গে এমন কথা কখনো বলবে না।

বাবা বোঝান, তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো এমন হওয়া। এও জানো, ড্রামানুসারে আমরা আধাকল্প রাবণের সঙ্গে-তেই বিকারী হয়েছি। এখন এমন হতে হবে। তোমাদের কাছে ব্যাজও রয়েছে। এর উপর বোঝানো অতি সহজ। এ হলো ত্রিমূর্তি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কিন্তু ব্রহ্মা তো (স্থাপনা) করে না। তিনি তো (নিজেই) পতিত থেকে পবিত্র হন। মনুষ্যরা তো একথা জানেই না যে, এই পতিতই পুনরায় পবিত্র হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা বোঝ যে, এই পড়াশোনার লক্ষ্য অনেক উচ্চ। বাবা আসেন পড়ানোর জন্য। বাবার মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে, তিনি কারোর কাছে পড়েন না। ড্রামা প্লান অনুসারে, তাঁর মধ্যেই জ্ঞান নিহিত রয়েছে। এমন বলা যাবে না যে, ওঁনার মধ্যে জ্ঞান এলো কিভাবে ? না, তিনি হলেনই নলেজফুল। তিনিই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করেন। মানুষ তো পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গা ইত্যাদিতে স্নান করতেই থাকে। সমুদ্রেও স্নান করে। আবার পূজাও করে। (সাগরকে) সমুদ্র-দেবতা মনে করে। বাস্তবে নদীগুলো তো অবিরাম বয়েই চলেছে, সেগুলো তো ছিলই। এগুলোর কখনো বিনাশ হয় না। পূর্বে শুধু এগুলো (প্রকৃতির) নিয়মানুসারে বইত। বন্যা ইত্যাদির কোন নাম বা চিহ্নই ছিল না। কখনো মানুষ (বন্যায়) ডুবে যেত না। সেখানে তো মানুষই অতি অল্পসংখ্যক ছিল, পরে আবার তা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়েছে। কলিযুগের শেষপর্যন্ত কত মানুষ হয়ে যায়। ওখানে তো আয়ুও অতি দীর্ঘ হয়। সেখানে কত অল্পসংখ্যক মানুষ হবে। পুনরায় ২৫০০ বছরে কত বৃদ্ধি হয়ে যায়। বৃক্ষ(সৃষ্টি-রূপী ঝাড়) কত বিস্তার লাভ করে। সর্বপ্রথমে ভারতে আমাদেরই রাজত্ব ছিল। একথা তোমরা কিভাবে বলবে। তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ রয়েছে যাদের স্মরণে থাকবে যে, আমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি। আমরা স্পিরীচুয়াল (আধ্যাত্মিক) যোদ্ধা, যাদের যোগবল রয়েছে। একথাও ভুলে যায়। আমরা হলাম মায়ার সঙ্গে লড়াই করা যোদ্ধা। এখন এই রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বিজয়ী হবে। এইম অবজেক্ট হলোই এমন(লক্ষ্মী-নারায়ণ) হওয়ার জন্য। এঁনার দ্বারাই বাবা আমাদের এমন দেবতা বানান। তাহলে এখন কি করা উচিত ? বাবাকে স্মরণ করা উচিত । ইনি হলেন দালাল। গাওয়াও (স্মরণ) করা হয়, যখন সদ্ধূরু-কে পেয়েছি দালালের রূপে। বাবা এই শরীর ধারণ করেন তাহলে ইনি তো (আত্মা-পরমাত্মার) মাঝে দালাল হয়ে গেলেন, তাই না। পুনরায় (তিনি) শিববাবার সঙ্গে তোমাদের যোগসূত্র স্থাপন করেন, তাই বাগদান ইত্যাদি বিষয়ের আর উল্লেখ কোরো না। শিববাবা এঁনার দ্বারা আমাদের আত্মাকে পবিত্র বানান। (তিনি) বলেন -- হে বাচ্চারা, আমাকে অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ কর। তোমরা তো এমন কথা বলবে না -- বাবাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ কর। তোমরা বাবার জ্ঞান শোনাবে -- বাবা এভাবে বলেন। একথাও বাবা-ই (তোমাদের) ভালভাবে বোঝান। ভবিষ্যতে অনেকেরই সাক্ষাৎকার হবে তখন হৃদয়ে(মনে) দংশন হবে। বাবা বলেন, এখন অতি অল্প সময় রয়ে গেছে। এই চোখ দিয়েই তোমরা বিনাশ দেখবে। যখন রিহার্সাল হবে তখন তোমরা দেখবে যে, এভাবে বিনাশ হয়। অনেকে এই চোখ দিয়েই দেখবে। অনেকের আবার বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকারও হবে। এইসবই অতি শীঘ্র হতে থাকবে। জ্ঞানমার্গে সবই হলো বাস্তব (রিয়্যাল), ভক্তিতে হলো নকল(ইমিটেশন)। শুধু সাক্ষাৎকারই করেছে, তৈরী হয়েছে কি ? না হয় নি। তোমরা তো

এমন তৈরী হও। যা কিছু সাফাংকার করেছ, তাই আবার এই চোখ দিয়েও দেখবে। বিনাশ দেখাও মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়। এমন প্রশ্নও কোরো না। একজনকে অপরজনের সম্মুখে হত্যা করে। তালি তো দুই হাতেই বাজবে, তাই না। দুই ভাইকে পৃথক করে দেয় -- পরস্পর বসে লড়াই করে। ড্রামা এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এই রহস্যকে তারা জানে না। দুজনকে আলাদা করে দিলে তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। তবেই তো তাদের বারুদ(বোমা) বিক্রি হবে। উপার্জন তো হচ্ছে, তাই না। কিন্তু ভবিষ্যতে এইসব দিয়ে কোন কাজ হবে না। ঘরে বসে বোমা ফেলবে আর সবশেষ, তারজন্য না তো মানুষের প্রয়োজন হবে, না অস্ত্রের প্রয়োজন হবে। তাই বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চপদ পাবে। (বাবা তো) অনেক বোঝান, ভগবান বলেন যে, বাচ্চারা, কাম-কাটারীর(বিকার-রূপী অস্ত্র) প্রয়োগ কোরো না। কাম-বিকারের উপর বিজয়লাভ করে জগতজীৎ হতে হবে। সবশেষে অবশ্যই কারোর না কারোর তীর লাগবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লা-রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এ অতি মূল্যবান সময়, এইসময়েই পুরুষার্থ করে বাবার উপর সম্পূর্ণ সমর্পিত (বলিহার) হতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কোনো প্রকারের গাফিলতি যেন না করা হয়। এক পিতার মতেই চলতে হবে।

২) লক্ষ্যবস্তুকে সামনে রেখে অত্যন্ত সচেতন হয়ে চলতে হবে। আল্লাকে সতঃপ্রধান পবিত্র বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ভিতরে যা কিছু দাগ রয়েছে, সেগুলোকে পরীক্ষা করে বের করে দিতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা খুশীর খোরাক খাওয়া আর খুশী বন্টনকারী সৌভাগ্যশালী (খুশনসীব) ভব

বিস্তার :- এই দুনিয়ায় তোমাদের ব্রাহ্মণদের মতো সৌভাগ্যশালী আর কেউ-ই হতে পারে না, কারণ এই জীবনেই তোমরা সবাই বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনের অধিকারী হয়ে যাও। সদা খুশীর খোরাক খাও আর (সকলকে) খুশী বন্টন কর। এইসময়েই তোমরা চিন্তামুক্ত রাজা(বেফিকর বাদশাহ) হয়ে যাও। এমন নিশ্চিত জীবন সারা কল্পেও আর কোনো যুগে পাবে না। সত্যযুগে নিশ্চিত থাকবে, কিন্তু সেখানে জ্ঞান থাকবে না, এখন তোমাদের জ্ঞানও রয়েছে তাই হৃদয় থেকে এই কথা বেরিয়ে আসে যে, আমার মতন এমন সৌভাগ্যবান আর কেউ-ই নয়।

স্লোগান :- সঙ্গমযুগের স্বরাজ্য অধিকারীই ভবিষ্যতের বিশ্ব-রাজ্যের অধিকারী হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যোগ আর এই জ্ঞানের পাঠেই তোমরা ডবল মুকুট পেয়ে থাকো, অতএব নিজের নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে দৈবী-গুণগুলি ধারণ করো"

প্রশ্ন :- বিশ্ব-রচয়িতা এই বাবা বি.কে. বাচ্চাদের প্রতি কি প্রকারে সেবা করেন ?

উত্তর :- (১) অসীম-জগতের বাবা অসীম-জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ এই সেবা করেন, বাচ্চাদের সুখ-শান্তির লক্ষ্যে। বাবার মতন এমন নিষ্কামী সেবা আর কেউই করতে পারে না।

(২) অসীম জগতের বাবা অন্যের সিংহাসন ভাড়া নিয়ে, বি.কে.-দেরকে বিশ্ব-অধিকারী সিংহাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন, অথচ যিনি নিজে কোনও প্রকারের আসনে বিরাজমান হন না, কিন্তু বাচ্চাদেরকে ময়ূর-সিংহাসনে বসান। এদিকে লোকেরা তো বাবার কত প্রকারের জড় মন্দির তৈরী করে, কিন্তু তাতে তারা বাবার বিষয়ে আর কি বা জানতে পারে! প্রকৃত মজা তো সেই বাচ্চারাই পায় - যারা স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্য পায়।

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের বাবা পরমাত্মা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবা অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করো। ওঁম্ শান্তির প্রকৃত অর্থ তো তোমাদের জানা আছে। বাবা যেমন ওঁম্ শান্তি বলেন - বাচ্চারাও তেমনি ওঁম্ শান্তি বলে। যেহেতু আত্মার স্বধর্মই হলো শান্তি ! তোমরা জানো, এখানে এসেছো শান্তিধাম থেকে। প্রথমে তোমরা যাও সুখধাম, তারপর ৮৪-বার পুনর্জন্ম নিতে নিতে এই দুঃখধামে পৌঁছাও- তা নিশ্চয় স্মরণে আছে। তোমাদের এই ৮৪-জন্ম হয় "জীব-আত্মা" রূপে। বাবা কিন্তু এমন জীব আত্মা হন না। উনি জানান- "অস্থায়ী রূপে আমি (বাবা) এনার (ব্রহ্মার) শরীরকে আধার বানাই। তা না হলে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াবো কিরূপে ? প্রতিমুহূর্তেই বারে বারে এই কথা বলে বাচ্চাদের সতর্ক করবো কিভাবে - "মন্বনাভব"! ফলে তোমরাও তোমাদের (সুখের) রাজ্যকে স্মরণ করতে থাকো। আর সেকেন্ডেই তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো।" অসীম জগতের বাবা যেখানে, সেখানে তো অসীম জগতের খুশীই তো হবে, যেহেতু তা অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার। আবার যেহেতু উনি আত্মাদের বাবা, তাইনসহজ দিশাই দেখাবেন উনি। এবার বাবা বলছেন - "এখন এই দুঃখ-ধামকে তোমরা মন-বুদ্ধি থেকে ঝেড়ে ফেলো। নতুন স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হতে চলেছে যে। সেখানকার মালিক হবার জন্য একমাত্র পরমাত্মাকেই স্মরণ করো, তবেই তোমাদের পাপের কালিমা ভুল হবে। আবারও তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। একেই সহজ যোগ বলা হয়।" লৌকিকে যেমন বাচ্চারা তাদের লৌকিক বাবাকে কত সহজেই স্মরণ করে। ঠিক তেমন ভাবেই অসীম-জগতের এই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করতে হয়। তবেই বাবা দুঃখ-কষ্টের দুনিয়া থেকে উদ্ধার করে সুখধামে পৌঁছে দেন। যেখানে দুঃখের নামগন্ধও নেই। কত সহজ-সরল ভাবে বোঝাচ্ছেন, নিজেদের ধাম শান্তিধামকে স্মরণ করতে। পরমাত্মা বাবার গৃহই তো (আত্মা) বাচ্চাদের গৃহ। সেই শান্তিধাম আর নতুন জগতকেই (সুখধাম) স্মরণ করো- যা আগামীতে তোমার নতুন রাজধানী।

বাচ্চারা, এই বাবা তোমাদের প্রতি কত নিষ্কাম সেবা করেন। তোমাদের কত সুখের ব্যবস্থা করেন, যদিও এখন ওঁনার বাণপ্রস্থ অবস্থা। এর পরে পরমধামে বসে বিশ্রাম নিতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে

তোমরাও কিন্তু পরমধামের বাসিন্দা। যাকে আবার নির্বাণধাম, বাণপ্রস্থ-ধাম ইত্যাদিও বলে। বাবা এখানে আসেন বাচ্চাদেরকে সেবা ও সাহায্য করতে -অর্থাৎ অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে। ব্রহ্মা নিজেও এই বাবার কাছ থেকে সেই একই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে থাকেন। বাবা অর্থাৎ 'শিববাবা' হলেন উচ্চতমেরও উচ্চে- যিনি 'ভগবান'। এই ভগবান শিব-বাবার আবার মন্দিরও আছে। ওঁনার কিন্তু কোনও বাবা এবং টিচার নেই। অথচ সমগ্র সৃষ্টি-জগতের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান কেবলমাত্র ওঁনার কাছেই আছে। কিন্তু উনি তা পেলেন কোথা থেকে ? উনি কি কোনও বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির অধ্যয়ন করেছেন ? - না! এই বাবা স্বয়ং জ্ঞানের-সাগর, সুখ ও শান্তির-সাগর। বাবার মহিমা আর দৈবী-গুণধারী মানুষের মহিমার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। বাচ্চারা, তোমরা সেই দৈবী-গুণগুলি ধারণ করেই দেবতা হও। দেবতা হবার পূর্বে তোমরা থাকো আসুরী গুণধারী। তোমাদের অসুর থেকে দেবতা করে গড়ে তোলা - এটাই তো এই বাবার বিশেষ কর্ম-কর্তব্য। আর তা হবার জন্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো তোমাদের সামনেই থাকে। অতএব এর জন্য তোমাদেরকেই সেইসব শ্রেষ্ঠ কর্মগুলি করতে হবে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি-প্রকৃতি, কিম্বা যে কোনও কিছুই বোঝার জন্য এক সেকেন্ডই যথেষ্ট।

এবার বাবা বলছেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, কর্মফলের কর্ম-কর্তব্যের পাট তো সবাইকে করতেই হয়। এই পাট অনাদি, অবিনাশী। এই সুখ-দুঃখের খেলা খেলতে এমন আরও অনেকবার খেলেছো তোমরা। এই ভাবেই কতবার বিশ্বের মালিকও হয়েছো। সত্যি, এই বাবা তোমাদেরকে কত উন্নত করে গড়ে তোলেন। যিনি পরমাত্মা অর্থাৎ সুপ্রিম-সোল। ওঁনার আকারও তোমাদের আত্মার মতনই অতি ক্ষুদ্র। এমন বাবা আবার জ্ঞানেরও সাগর। বাবা তোমাদেরকে ওঁনার নিজের মতন করেই গড়ে তোলেন। তাই তো তোমরাও প্রেমের-সাগর, সুখের-সাগর হতে পারো। দেবতাদের নিজেদের মধ্যে কি সুন্দর প্রেম-প্রীতির সংস্কার ও সদ্ভাব। কোনও সময়েই-কোনও কারণে ঝগড়াঝাঁটি হয় না। যেহেতু বাবা এসে ওঁনার নিজের মতন করেই গড়ে তোলেন। এমনটা আর কেউই যে পারে না। তোমাদের এই খেলা চলে কেবল এই স্থূল-জগতেই। যার শুরুতে থাকে আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলামী ধর্ম, পরে বৌদ্ধ...ইত্যাদিরা। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাট্যশালায় এভাবেই সবাই আসতে থাকে, যার যার নিজের নিজের ক্রমিক অনুসারে। কিন্তু ৮৪-বার জন্ম পাও কেবল তোমরা বি.কে.-রাই। প্রবাদও আছে - আত্মা আর পরমাত্মা পৃথক থাকে বহুকাল (আবার তাদের মিলন হয় যখন মিলে দালাল[ব্রহ্মা])। তাই বাবা বলছেন - আমার মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নাটকে শুরুর পাটধারী তোমরাই। আমি তো অল্প সময়ের জন্য এখানে এসে ওঁনার শরীরে প্রবেশ করি। এনার এই (বাণপ্রস্থের) শরীর পুরানো জুতার মতন। যেমন পুরুষদের এক স্ত্রী মারা গেলে বলে যে, পুরোনো জুতো চলে গেল, অতএব এবার আমাকে আবার আর একটা নতুন জুতা নিতে হবে। তেমনই ওঁনার বর্তমান এই শরীরটাও যে পুরানো। তবুও উনি যে পুরো ৮৪-জন্ম নিয়েছেন। "ততস্বম্ " (তেমনই কেবল তোমরা বি.কে.-রাই)। অগত্যা আমি এসে এনার এই পুরোনো রথকেই আধার বানাই। পবিত্র দুনিয়ায় কিন্তু আমাকে আসতেই হয় না। যখন তোমরা পতিত হয়ে আমাকে আহ্বান করতে থাকো - "বাবা তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। তখন তোমাদের সেই কাতর ডাকে অবশেষে আমি এসে তোমাদের সেই আশা ফলীভূত করি। আর সেই বিশেষ সময়টা হলো, যখন এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশের সময় অতি নিকটবর্তী হয়, তখনই আমি আসি। কারণ এই ব্রহ্মার দ্বারাই যে সেই স্থাপনা কার্য চলবে। যার প্রকৃত অর্থ হলো (বি.কে.) ব্রাহ্মণদের দ্বারা। তাই তো কল্পবৃক্ষের মাথাতেই

ব্রাহ্মণ, তারপরে ক্ষত্রিয় এমন ভাবেই (বাজোলী) -এই ডিগবাজীর খেলার মতন ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকে। অতএব বাচ্চারা, এখন দেহ-অভিমান ভুলে গিয়ে দেহী-অভিমानी হতে হবে তোমাদের।

বাচ্চারা, পুরো কল্পে তোমাদের ৮৪-বারের জন্মচক্রে আসতে হয়, কিন্তু মাত্র ১-বার এনার (ব্রহ্মার) শরীরকে আধার বানাবার জন্য ভাড়া দিয়ে লোন নিতে হয় আমাকে। কোনও ঘর-বাড়ি ইত্যাদির মালিকও নই আমি। সময়ানুযায়ী এই আধারকেও ছেড়ে দেই আমি, যেহেতু ওনাকে যে তার ভাড়া দিতে হয় আমাকে। বাবা আরও বলছেন-এই ঘর-বাড়ী ব্যবহারের জন্যও ভাড়া মেটাতে হয় ওনাকে। যেহেতু উনি অসীম জগতের বাবা, তাই ভাড়াও তেমনই দেন উনি। উনিও (ব্রহ্মা) তেমনি ময়ূর সিংহাসন পান ! এসব বলার কারণ, তোমাদেরকে তা বোঝাবার জন্য। বাবা তোমাদেরকে এমনই সুন্দর ও সহজ-সরল ভাবে সবকিছুই বোঝান, যাতে বাচ্চারা সহজেই বিশ্ব-সিংহাসনের অধিকারী হতে পারে। বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন - উনি এসব কোনও প্রকারের অধিকারই ভোগ করেন না। উপরন্তু তিনি বাচ্চাদেরকে এমন সিংহাসনে বাসান- যাকে ময়ূর-সিংহাসন বলা হয়। তাই তো এই শিববাবার এমন মহিমাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে সোমনাথের মন্দির। বাবা বলেন-এসবে আমার কোনও রুচি নেই। সেখানে তো শিবের জড়-পুতুল রাখা আছে। আসল মজা তো তোমরা বাচ্চারা পাও, যখন স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাও তোমরা। যদিও আমি নিজে সেই স্বর্গ-রাজ্যে যাই না। এরপর ভক্তিমার্গের শুরু হলে তোমরা কত মন্দির-সৌধ, অট্টালিকা ইত্যাদি কতকিছু বানিয়ে কত খরচও করো। কিন্তু চোরেরা এসে সেসব লুটপাট করে নিয়ে যায়। রাবণের এই রাজ্যে তোমাদের ধন-দৌলত ইত্যাদি সবকিছুই নিঃস্ব হয়ে যায়। কোথায় এখন সেই রত্ন - খোঁদিত ময়ূর সিংহাসন ? বাবা বলেন, তোমরা তো আমার স্মৃতিতে কত অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলে, কিন্তু মহম্মদ গজনী এসে সবকিছুই লুটপাট করে নিয়ে গেছে। ভারতের মতন এত সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ দ্বিতীয়টি আর ছিল না। এত অধিক ও সুন্দর তীর্থস্থান -এমনটি আর অন্য কোনও দেশ করে উঠতে পারেনি। কিন্তু সর্বত্রই সেগুলি এখন হিন্দু ধর্মের তীর্থস্থান হয়েছে। বাস্তবে এই বাবাই তো সবার সদগতিদাতা - তাই তীর্থ তো কেবল ওঁনার স্থানেই হওয়া উচিত। কিন্তু এসব তো তেমনি হবে, যেমনটা আছে সেই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। যা বুঝতে পারলে এসব খুব সহজ মনে হবে। অবশ্য সেই বোধেরও তারতম্য আছে, জ্ঞানের ক্রমিক অনুসারে। এখন তোমাদের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপনের কার্য চলছে।

স্বর্গ-রাজ্যের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণ। যারা উত্তম থেকেও অতি উত্তম-পুরুষ, অর্থাৎ যাদেরকে দেবতা বলা হয়। দেবতা অর্থে যারা দৈবী-গুণগুলির সব বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ। এই উচ্চ দেবতা ধর্মের আত্মারা কিন্তু প্রবৃত্তি-মার্গের। সেই সময়কালের যারা (দেবতারা), অর্থাৎ তোমরা তখনও প্রবৃত্তি-মার্গেরই হও। কারণ, বাবা যে তোমাদেরকে ডবল মুকুটধারী করে গড়ে তোলেন। পরে রাবণ তোমাদের সেই মুকুট ছিনিয়ে নেয়। আর এখন তো তোমাদের কোনও মুকুটই নেই- না আছে পবিত্রতার মুকুট আর না আছে ধন-রত্নের মুকুট। তোমাদের এই দু-ধরণের মুকুটই রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে। বাবা এসে আবার তোমাদেরকে সেই দুই-মুকুটের ব্যবস্থা করেন, স্মরণের যোগ আর এই জ্ঞানের পাঠ দ্বারা। সেই সুপ্ত স্মৃতিতেই তো তোমরা এমন ভাবে বাবাকে বলতে থাকো- "ও গড়-ফাদার একমাত্র তুমিই আমাদের সঠিক দিশার গাইড-নির্দেশক, আমাদেরকে মুক্ত করো। গাইড বাবার বাচ্চা হওয়ার কারণে তোমাদেরকেও পাণ্ডা বলা হয়। আত্মারাই পাণ্ডব, কৌরব আর যাদবের ভূমিকায়। তোমরাই বাবাকে বলো- "আমাদের এই দুঃখ-কষ্টের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে তোমার সাথে নিয়ে চলো। এই

বাবাই সেই সত্যখণ্ডের স্থাপনা করেন, যা স্বর্গ-রাজ্য নামে পরিচিত। আর রাবণ সেই রাজ্যকেই মিথ্যাথণ্ডে পরিবর্তন করে। যেমন, রাবণ-রাজ্যের লোকেরা বলে- "কৃষ্ণ ভগবান উবাচ" আর বাবা বলেন- "শিব ভগবান উবাচ"! সর্বাগ্রে ভারতবাসীরাই এই উল্টো নামের উল্লেখ করে যা পরবর্তীতে সমগ্র দুনিয়াই সেই উল্টো ধারণাকেই প্রচার করে। কিন্তু কৃষ্ণ যে দেহধারী। বিদেহী কেবল এই এক ও একমাত্র শিববাবা। বাচ্চারা, এই বাবার থেকেই তোমাদের সেই শক্তি প্রাপ্ত হয়, যে শক্তিতে তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো। তখন আকাশ থেকে ধরিত্রী সর্বত্রই তোমাদের অধিকারে। তখন অন্য কারও ক্ষমতা থাকে না যে, তোমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারে, কল্প শুরুর এক-চতুর্থাংশ সময়ে। এরপর তাদের বৃদ্ধির ফলে তারা সংখ্যায় যখন কোটি কোটি হয়, তখন তারা সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর নিয়ে এসে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে।

বাবা বাচ্চাদের জন্য কত অপার সুখের ব্যবস্থা করেন। তাই তো ওনাকে বলা দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা। সেই বাবা স্বয়ং এখন তোমাদের সামনে বসে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি-প্রকৃতির দর্শনগুলি বোঝাচ্ছেন তোমাদেরকে। যেমন রাবণ-রাজ্যে কর্ম হয়ে যায় বিকর্ম, তেমনি সত্যযুগের কর্মও হয় অকর্ম। তোমরা এখন যে সদগুরুকে পেয়েছো, ওনাকেই বলা হয় পতিদেরও পতি। কারণ সব পতিরাই যে এই পতিকে স্মরণ করে। তাই তো বাবা বলছেন - "সত্যি, কি ওয়াল্ডারফুল ড্রামা এটা। এই ক্ষুদ্র এক আল্লার মধ্যে কত অবিনাশী পার্ট ভরা থাকে। যা কখনো মুছে যায় না। তাই তো এই ড্রামাকে বলা হয় 'অনাদি-অবিনাশী ড্রামা।' গড় অর্থাৎ ভগবান তো মাত্র একজনই। এর রচনা, কিম্বা সিঁড়ি অথবা চক্র - এগুলি সবই এক ধারায়। লোকেরা এই রচনাকে যেমন জানে না, তেমনি এর রচয়িতাকেও কেউ জানে না। এমন কি ঋষি-মুণীরাও জানান-তারাও তা জানে না। তোমরা বি.কে.-রা অবস্থান করছো বর্তমানের সঙ্গমযুগে। মায়ার সাথে যুদ্ধ কেবল তোমরাই করো। মায়া কিন্তু তোমাদের ছাড়তেই চায় না। অনেক বাচ্চাই বলে - বাবা, মায়া থাপ্পড় মেরেছে। তখন বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমাদের এত কষ্টে অর্জিত পুণ্য এভাবে নষ্ট করে দিলে! যেখানে ভগবান স্বয়ং তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন, সেখানে তো নিয়ম মেনে খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করা উচিত তোমাদের। যেহেতু, এমন উন্নত পাঠ পড়ার সুযোগ আবার পাবে পুরো ৫-হাজার বছর বাদে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই দুঃখ-ধামের বুদ্ধির যোগ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন দুনিয়ার স্থপতি এই বাবাকে স্মরণ করতে করতে সতোপ্রধান হতে হবে।

২) বাবার মতন প্রেমের সাগর, শান্তি আর সুখের সাগর হতে হবে। কর্ম-অকর্ম আর বিকর্মের গতি-প্রকৃতিগুলি জেনে সদা শ্রেষ্ঠ কর্মই করতে হবে।

বরদান :- যেমনই বায়ুমন্ডলই হোক, মন-বুদ্ধিকে সেকেন্ডেই একাগ্র করে সর্বশক্তি সম্পন্ন হও

স্পষ্টীকরণ :- বাপদাদা সব বাচ্চাকেই সর্ব-শক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। স্মরণের যোগে শক্তির অর্থ হলো, মন-বুদ্ধিকে যখন যেখানে যেমন চাইবে সেখানে তেমনই লাগাতে পারবে। বায়ুমন্ডল যেমনই হোক না কেন, তারই মাঝে নিজের মন-বুদ্ধিকে সেকেন্ডেই একাগ্র করে নেবে। পরিস্থিতি যতই অস্থির হোক না কেন, বায়ুমন্ডল যতই তমোগুণী হোক, মায়া যতই তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করুক না কেন, তবুও সেকেন্ডের মধ্যেই একাগ্র হতেই হবে - এমন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকলে তবেই তাকে বলা যাবে সর্বশক্তি সম্পন্ন।

স্লোগান :- বিশ্ব কল্যাণের দ্বায়িত্ব আর পবিত্রতার লাইট-এর মুকুটধারীরাই ডবল মুকুটধারী হয়।

~~~~~

. মাতেশ্বরী-জীর মধুর মহাবাক্য

. "জীবনের আশা পূর্ণ হওয়ার ওয়ান্ডারফুল সময়"

আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদেরই অনেক সময় ধরে এই আশা ছিল যে, জীবনে সদাকালই যেন সুখ-শান্তি থাকে। এই এত জন্মের আশা তা কখনও না কখনও পূর্ণ তো হবেই। এটাই আমাদের অন্তিম জন্ম। সেই অন্তিমেরও অন্তিম- সময় এখন। এমনটা কেউ যেন ভেবো না, আমি তো এখনও যথেষ্টই ছোট। ছোট হও বা বড়, সুখ তো সবারই কাম্যা। কিন্তু কি কারণে দুঃখ-কষ্ট ভুগতে হয়, তারও জ্ঞান থাকা দরকার। আর সেই জ্ঞান তোমরা পেয়েছো যে, ৫-বিকারে ফাঁদে পড়ার কারণেই এই ধরনের কর্ম-বন্ধনে পড়তে হয়। বিকর্ম ভাঙ করতে হলে দরকার পরমাত্মা স্মরণের যোগ-অগ্নি। কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এটাই সহজ উপায়। অতএব প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাসে, চলতে-ফিরতে এই সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। উপায় জানিয়ে সহায়তা করার জন্যই পরমাত্মা স্বয়ং এসেছেন। কিন্তু এর জন্য প্রত্যেক আত্মাকেই এই বিষয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। পরমাত্মা এসে বাবা, টিচার ও গুরু এই তিনরূপে আমাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। অতএব সর্বাগ্রে এমন বাবার আপন হতেই হয়। টিচারের কাছে জ্ঞানের পাঠ পড়তে হয়, যে পাঠের দ্বারা ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের সুখের প্রালব্ধ হয় অর্থাৎ জীবন-মুক্তির পদপ্রাপ্তি হয়, নিজের নিজের পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। আর গুরু রূপে আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে মুক্তি ব্যবস্থা করে দেন। এই রহস্যগুলিকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে তেমন গুরুত্ব সহকারে পুরুষার্থ করতে হয়। বর্তমানের এই সময়টাই হলো, পুরানো হিসাবের খাতা মিটিয়ে নতুন জীবনের খাতা খোলার। এখন যত বেশী পুরুষার্থ করে নিজের আত্মাকে পবিত্র করতে পারবে, রেকর্ডে ততই ভর্তি হবে, যা চলতে থাকবে সম্পূর্ণ কল্প ধরে। পুরো কল্পের জন্য পুণ্য অর্জিত হয় বর্তমানের এই সময়কালেই। তাই তো এই সময়েই আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তোমাদের। বি.কে.দেরই তো দেবতা হতে হবে, তাই চড়তী কলার উল্লতির সোপানে উঠতেই হবে - তবেই তো সেখানে পৌঁছে নিজেদের প্রালব্ধের সুখভোগ করতে পারবে। সেখানে পৌঁছোবার পর অর্থাৎ দেবতারা কিন্তু আর কিছুই বুঝতে পারে না, ফলে আবারও তাদেরকে পতনের মুখে পড়তে হয়। আর তা যদি স্মরণে থাকতো, যে সুখ ভোগের পর আবার সেই পতনের মুখেই পড়তে হবে, তবে সেই চিন্তায় আর সুখকে সুখের মতন করে ভোগ করতে পারতো না। এমন ভাবেই এই ঈশ্বরীয় নিয়ম রচিত হয়েছে। ফলে মনুষ্য সদা চড়তি-কলার সোপানে চড়ার পুরুষার্থ করে, অর্থাৎ সুখের লক্ষ্যে পুণ্য অর্জনের পুরুষার্থ করে। কিন্তু ড্রামাতে যে (সুখ ও দুঃখের) অর্ধেক-

অর্ধেক পাট আছে। যে রহস্য কেবল তোমরা বি.কে.-রা জানো। তাই যখন সুখের সময় আসে, তখন সুখের পুরুষার্থ করে, সুখভোগ করে নেওয়াই উচিত - এটাই পুরুষার্থের বৈশিষ্ট্য। কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালনকারীর উচিত ভূমিকা পালন করার সময় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সেই পার্টের সাথে একাত্ম হয়ে নিজের ভূমিকাকে সফল বানানো। দর্শকেরা যেন তা দেখে বাহ্ বাহ্ করে। সেই কারণেই হিরো-হিরোইনদের পাট কেবল দেব-দেবীরাই সঠিক ধারায় করতে পারে, যাদের স্মরণিকায় এতসব চিত্রাদি বানানো হয় আবার পূজা-অর্চনাও করা হয়। নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে থেকে পদ্মফুলের মতন পবিত্র হওয়া- এটাই দেবতাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভুলে যাওয়ার কারণেই ভারত ভূ-খণ্ডের আজ এই দুর্দশা। কিন্তু আবারও তোমাদেরকে তেমনধারার জীবন গড়ে তুলতে এসেছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা। অতএব এখন তারই হাত ধরতে পারলে তোমাদের জীবন-তরী ভব-সাগর পার হয়ে যাবে। ওঁম্ শান্তি !

### পুরানো হিসেবের সমাপ্তির লক্ষণ

(1984 সালের 2nd. December, ভারতের ভূপালে একটা ফ্যাক্টরি থেকে 40 টন মারাত্মক গ্যাস (মিথাইল আইসসায়ানেট ) লিক করে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল, সেই আকস্মিক ঘটনার পরে বাপদাদা এই মুরলি শুনিয়েছিলেন)

আজ বাপদাদা সাকার তনের আধার নিয়ে সাকার দুনিয়ায়, সাকার রূপধারী বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন । বর্তমান সময়ে দুনিয়ার অস্থিরতার মাঝে অর্থাৎ দুঃখের বাতাবরণে ছেয়ে থাকা দুনিয়ায় বাপদাদা তাঁর অনড় অটল বাচ্চাদের দেখছেন । যারা চঞ্চল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের বাঁচিয়ে স্বতন্ত্র ও বাবার অনুরাগী হয়ে থেকেছে, তিনি সেই কমল পুষ্পসকলকে দেখছেন । ভয়ের বাতাবরণের মাঝে থেকেও যারা শক্তির প্রতিমূর্তি, তিনি সেই ভয়শূন্য বাচ্চাদের দেখছেন । এই বিশ্বের পরিবর্তক বেফিকর (নিশ্চিত) বাদশাহদের দেখছেন । তোমরা এমন নিশ্চিত বাদশাহ যে চতুর্দিকের চিন্তাযুক্ত বায়ুমন্ডলের সামান্যতম অংশমাত্র প্রভাবও তোমাদের উপর পড়তে পারে না । বর্তমান সময়ে বিশ্বের মেজরিটি আত্মাদের মধ্যে ভয় আর চিন্তা এই দুইই বিশেষরূপে ঢুকে গেছে । কিন্তু যতটা তারা উদ্বিগ্ন আছে, চিন্তায় আছে, তোমরা ততটাই শুভচিন্তক হয়েছ । তোমরা চিন্তা পরিবর্তন করে শুভ চিন্তকের পরম ভাবনাস্বরূপ হয়ে গেছ । ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে সুখগীত গাইছ । এতটা পরিবর্তন তোমরা অনুভব করছ, তাই না ! সদা শুভ চিন্তক হয়ে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সাথে মানসিক সেবার মাধ্যমেও সবাইকে অনবরত সুখ শান্তির অঞ্জলি দাও, তাই না ! অকাল মৃত্যু হয়েছে এমন আত্মাদের, অকালমূর্ত হয়ে শান্তি আর শক্তির সহযোগ দাও, কেননা, এই বর্তমান সময় অকালমৃত্যুরই সীজন । ঠিক যেমন হঠাৎ করে প্রবল সামুদ্রিক ঝড়, প্রবল বায়ুতাড়িত ঝঞ্ঝা ধেয়ে আসে, একইভাবে এই অকালমৃত্যুর ঝড় হঠাৎ করেই ক্ষিপ্ৰবেগে একসাথে অনেককে নিয়ে যায় । অকালমৃত্যুর এই ঝড় তো এখন শুরু হয়েছে । বিশেষভাবে ভারতে, সিভিল ওয়ার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এগুলোই প্রতি কল্প পরিবর্তনের নিমিত্ত হয় । বিদেশের পরিবর্তনের রূপরেখা আলাদা রকম । কিন্তু ভারতে এই দুটো ঘটনাই বিশেষ নিমিত্ত হয়, এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই রিহাসাল দেখছ । একই সময়ে উভয়েই একসাথে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করছে ।

তোমরা বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করেছ, কিভাবে এবং কেন একই সময়ে একসাথে এত মৃত্যু হয় ! এর কারণ কি ? এটা তো জান তোমরা আর অনুভবও কর যে সম্পূর্ণতার জন্য সময় সমাসন্ন । সকল আত্মাদের, দ্বাপরযুগ বা কলিযুগ থেকে কৃত বিকর্ম বা পাপের হিসেব যা এখনও বাকি রয়েছে, সেইসব এখন পূর্ণরূপে সমাপ্ত হতে হবে, কারণ সবাইকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । দ্বাপর থেকে কৃত কর্ম বা বিকর্ম এই দুইয়ের ফল যদি এক জন্মে সমাপ্ত না হয়, তবে পরবর্তী জন্মেও চুকিয়ে দেওয়ার বা প্রাপ্তির হিসেব চলতে থাকে । কিন্তু এখন লাস্ট সময় এবং পাপের হিসেব বেশি, সেইজন্য এখন তাড়াতাড়ি জন্ম তাড়াতাড়ি মৃত্যু - এই সাজা দ্বারা অনেক আত্মাদের পুরানো হিসেব শেষ হয়ে যাচ্ছে । সুতরাং বর্তমান সময়ে মৃত্যুও যন্ত্রণাদায়ক এবং মেজরিটির জন্মও অনেক দুঃখ আর কষ্টের সাথে হচ্ছে । না আছে সহজ মৃত্যু, না আছে জন্ম । সুতরাং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আর দুঃখময় জন্ম, এটা তাড়াতাড়ি হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ফেলার সাধন । যেমন পুরানো দুনিয়ায় পিঁপড়ে, ডেঁয়ো পিঁপড়ে, মশা ইত্যাদি মারার জন্য উপাদান (সাধন) ব্যবহৃত হয়, এইভাবেই সেই সব সাধন দ্বারা একইসাথে

পিঁপড়ে বা মশা বা অনেক রকমের কীটানুর একসাথে বিনাশ হয়ে যায়, তাই না ! একইভাবে আজকের সময় মানুষও মশা আর পোকামাকড় সদৃশ অকাল মৃত্যুর কবলে পড়ছে । মানুষ আর পোকামাকড়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই । এইসব হিসেব-নিকেশের কারণ এবং সেগুলো সদাকালের জন্য অবসান ঘটাতে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বা শেষ করতে হবে এমন কারণে একসাথে অকাল মৃত্যুর ঝড় সময় সময়ে আসছে ।

একইভাবে ধর্মরাজপুরীতেও শাস্তির পার্ট অল্টে স্থির করা হয়েছে । কিন্তু সেই শাস্তি আত্মা নিজেই নিজে ভোগ করে এবং হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেয় । এমনকি আত্মাদের অনেক রকম কর্মের হিসেবের মধ্যেও তিন রকম আছে যা বিশেষ -একটা হিসেব আত্মাকে নিজেকে যেটা ভুগতে হবে, যেমন, অসুস্থতা । আত্মা নিজে নিজেই শারীরিক রোগের মাধ্যমে তাদের হিসেব চুকায় । আরেকটা হলো, যেকোন রকম ভূত-প্রবিষ্ট হওয়ার প্রভাব থেকে দুর্বল মস্তিষ্ক হওয়া । এই সমস্ত শাস্তি দ্বারা আত্মা স্বয়ং কর্মের হিসেব ভোগ করে । দ্বিতীয় হিসেব হলো, সম্পর্ক সম্বন্ধ দ্বারা দুঃখ পাওয়া । এটা তো বুঝতে পার কিভাবে হয় ! আর তৃতীয় হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা হিসেব-নিকেশ চুকে যাওয়া । অতএব, তিন রকমের আধারে হিসেব-নিকেশ চুকানো হয় । সুতরাং কিছু কর্মের হিসেব ধর্মরাজপুরীতে সম্বন্ধ আর সম্পর্ক দ্বারা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা চুকানো যাবে না ; সেগুলো এখানে সাকার দুনিয়ায় হবে । সকলের সমস্ত পুরানো হিসেব শেষ হতেই হবে, সেইজন্য এই হিসেব-নিকেশ চুকানোর মেশিনারি এখন তীব্রগতিতে চলছে । বিশ্বে এইসব হওয়ারই আছে । বুঝেছ তোমরা ! এইসব হলো কর্মের গতির হিসেবনিকেশ । এখন নিজেকে নিজে চেক কর- আমি ব্রাহ্মণ আত্মার তীব্রগতির তীব্র পুরুষার্থ দ্বারা সব পুরানো হিসেব-নিকেশ চুকে গেছে নাকি এখনও কিছু বোঝা রয়ে গেছে? পুরানো হিসেব এখনও কিছু বাকি আছে বা সমাপ্ত হয়ে গেছে, এর বিশেষ লক্ষণ জানো তোমরা ? যদি তোমার কোনও স্বভাব-সংস্কার শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন বা শ্রেষ্ঠ কর্ম করার ক্ষেত্রে বিঘ্ন উৎপন্ন করে বা তুমি যতটা চাইছ বা ভাবছ সেই অনুপাতে করতে পারছ না, আর এই বোল বার হয় অথবা মনে সঙ্কল্প আসে যে বুঝতে পারছি না, না চাইতেও কেন এমন হয়ে যায়, যদি তোমার নিজের ইচ্ছা শ্রেষ্ঠ হয়, তোমার সাহস এবং উদ্যম থাকে, আর তবুও তুমি যদি কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত অনুভব কর, যদি বলো যে এই রকম তো করার ছিল না, এই ব্যাপারে তুমি ভাবনি অথচ হয়ে গেল ! একে বলা হয় পুরানো স্বভাব-সংস্কারের পরবশ বা সঙ্গদোষের পরবশ বা কোন বায়ুমন্ডল ও ভাইব্রেশনের পরবশ হওয়া । যখন এই তিন ধরনের যেকোন একটা পরবশ স্থিতিতে তোমরা প্রভাবিত হও, তখন না চাইতেও কিছু হওয়া, কিছু করার জন্য ভাবলেও সেটা না হওয়া বা কোনকিছু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে সাফল্য প্রাপ্তিতে অপারগ হওয়া - এই সব লক্ষণ হলো, বিগত সব পুরানো হিসেবের বোঝার । এই লক্ষণ দ্বারা নিজেকে চেক কর, কোনও রকম বোঝা উড়তি কলার অনুভব থেকে তোমাকে নীচে নামিয়ে আনছে না তো ! হিসেব চুকে যাওয়া অর্থাৎ সকল প্রাপ্তির অনুভবে উড়তি কলা । যদি মাত্র কখনো কখনো প্রাপ্তি ঘটে, তখন এই 'কখনো কখনো মানেই এখনও হিসেব বাকি থেকে গেছে । সুতরাং এই বিধিতে নিজেকে চেক কর । দুঃখময় দুনিয়ায় তো দুঃখজনক ঘটনাবল্ল পাহাড়ের বিস্ফোরণ অবশ্যই হবে । এইরকম সময়ে সেফটির সাধনই হলো, "বাবার ছত্রছায়া" । ছত্রছায়া তো তোমাদের আছেই, তাই না ! আচ্ছা !

তোমরা সবাই মিলন মেলা উদযাপন করতে এসেছ । এই মিলনমেলায় হয়তো কতো যন্ত্রণাময় সীন হবে, কিন্তু যদি তোমরা মেলাতে থাক, তবে এটা খেলা মনে হবে । তোমরা ভীত হবে না । মিলনের

গীত গাইতে থাকবে, খুশিতে নাচবে। অন্যদেরও তোমরা সাহসের সহযোগ দেবে। স্থূল নৃত্য নয়, বরং খুশিতে নাচ। তোমরা সদা মেলা উদযাপন কর, তাই না? তোমরা থাকই মিলন মেলায়। তবুও মধুবনের মেলায় এসেছ, বাপদাদাও এই মেলা উদযাপনকারী বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হন। মধুবনের অলঙ্করণ মধুবনে পৌঁছে গেছে। আচ্ছা!

এইভাবে যারা সদা নিজের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে অন্যদেরও তাদের হিসেব-নিকেশ চুকানোয় সমর্থ বানায়, সেই শক্তিস্বরূপ আত্মাদের, দুঃখ ও যন্ত্রণাময় বায়ুমন্ডলের মাঝেও সদা স্বতন্ত্র এবং বাবার প্রিয় হয়ে থাকা রুহানী কমল পুষ্পদামকে, যারা সকল আত্মার প্রতি শুভ এবং পরম ভাবনা রাখে, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

টিচার্স বোনেদের সাথে :- তোমরা সেবাধারী, টিচার নও। সেবাতে ত্যাগ, তপস্যা সমাহিত। সেবাধারী হওয়া অর্থাৎ খনির অধিকারী হওয়া। সেবা এমন জিনিস যাতে প্রতি সেকেন্ডে তোমরা পরিপূর্ণ থাক। এতটাই পরিপূর্ণ হও যে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে খেতেই থাকবে। পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই- এইরকম সেবাধারী। এমনকি, তোমরা রুহানী সেবাধারী রুহের অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হয়ে আত্মার সেবা কর, একে বলা হয় রুহানী সেবাধারী। এইরকম রুহানী সেবাধারীদের বাপদাদা সদা রুহানী গোলাপের টাইটেল দেন। সুতরাং তোমরা সকলেই সেই রুহানী গোলাপ, যারা কখনো সতেজতা হারিয়ে ফেলে না। সদা নিজের রুহানিয়তের (আত্মিক ভাবের) সৌরভে সবাইকে রিফ্রেশ করে।

সেবাধারী হওয়াও অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। সেবাধারী অর্থাৎ বাবা সমান। যেমন বাবা সেবাধারী সেইরকম তোমরাও নিমিত্ত সেবাধারী। বাবা অসীম জগতের শিক্ষক, তোমরাও নিমিত্ত শিক্ষক। সুতরাং বাবা সমান হওয়ার ভাগ্যপ্রাপ্ত তোমরা। সদা এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দ্বারা অন্যদেরও অবিনাশী ভাগ্যের বরদান দিতে থাক। সারা বিশ্বে এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্য খুব কম আত্মাদেরই আছে। এই বিশেষ ভাগ্য স্মৃতিতে রেখে সমর্থ হয়ে অন্যদেরও সমর্থ বানাতে থাক। উড়াতে থাক। সদা নিজেকে অগ্রচালিত করে অন্যকেও অগ্রচালিত কর। আচ্ছা!

বাছাই করা অব্যক্ত মহাবাক্য - মায়াজিৎ হওয়ার সাথে সাথে প্রকৃতিজিৎ হও

তোমরা বাচ্চারা মায়াজিৎ হচ্ছ, কিন্তু তোমাদের প্রকৃতিজিৎও হতে হবে, কারণ প্রকৃতি এখন অতিমাত্রায় আন্দোলিত হবে। কখনো সমুদ্রের জল নিজের প্রভাব দেখাবে তো কখনো ধরিত্রী নিজের প্রভাব দেখাবে। যদি প্রকৃতিজিৎ হও, তবে প্রকৃতির কোনরকম চাঞ্চল্য তোমাদের নড়াতে পারবে না। সদা সাক্ষী হয়ে সব খেলা দেখতে থাকবে। যতটা তোমরা নিজের ফরিস্তা স্বরূপে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্টেজে থাকবে, ততই নিজে থেকেই তোমরা চঞ্চলতার উর্ধ্বে থাকবে। প্রকৃতিজিৎ হওয়ার আগে কর্মেন্দ্রিয়জিৎ হও তারপরে প্রকৃতিজিৎ তথা কর্মাতীত স্থিতির আসনধারী তথা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হতে পারবে। সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, "জী হজুর", "জী হাজির" বলে কিনা! অর্থাৎ হ্যাঁ আমার প্রভু, আমি সর্বদা তোমার সামনে উপস্থিত আছি- এমন বলে? তোমাদের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী কৌশলে কখনো ভুলপথে চালিত করে না তো!

তোমরা সব বাচ্চার কাছে পবিত্রতার মহান শক্তি আছে, যা নিজেই পবিত্র মন্সা অর্থাৎ শুদ্ধ বৃত্তি দ্বারা প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করতে পার। মন্সা পবিত্রতার শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ - প্রকৃতিরও

পরিবর্তন । সুতরাং স্ব-পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতি এবং ব্যক্তির পরিবর্তন করতে পার । তমোগুণী মানবাত্মার এবং তমোগুণী প্রকৃতির বায়ুমন্ডল, ভাইব্রেশন থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ সাধন ঐশ্বরীয় আচরণ বিধি । ঐশ্বরিক নিয়মনীতির মধ্যে থাকলে তবে পরিশ্রম থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে । পরিশ্রম তখনই করতে হয় যখন তোমরা তোমাদের সঙ্কল্প, বোল বা কর্মের ঐশ্বরীয় আচরণ বিধির সীমারেখার বাইরে পা বাড়ায় ।

তোমরা সদা পূর্বজ হওয়ার পজিশনে থেকে সঙ্কল্প দ্বারা পাঁচ বিকারকে অর্ডার কর যে অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা বিদায় নাও, প্রকৃতিকে বলো, সতঃপ্রধান হয়ে সকলকে সুখ দাও এবং সে তোমার অর্ডার অনুযায়ী

সবকিছু করবে । প্রকৃতি তোমায় ছলনা করতে পারবে না । যতই হোক, সবার আগে স্ব-এর অধিকারী হও, এমনকি তোমার স্বভাব-সংস্কারেরও অধীন হবে না । যখন তোমার সব অধিকার থাকবে, তখন সবকিছু তোমার অর্ডার অনুযায়ী কাজ করবে । যেমন সায়েন্সের শক্তি দ্বারা প্রকৃতি অর্থাৎ তত্ত্বকে আজও নিজেদের কন্ট্রোলে রাখছে, সুতরাং তোমরা সব ঐশ্বরীয় সন্তান, মাস্টার রচয়িতা, মাস্টার আলমাইটি অথরিটির সামনে এই প্রকৃতি আর পরিস্থিতি দাসী হতে পারে না ? যখন সায়েন্সের আনবিক শক্তি মহান কার্য করতে পারে, তবে আত্মিক শক্তি, পরমাত্ম শক্তি কি না করতে পারে, সহজেই প্রকৃতি আর পরিস্থিতির রূপ আর গুণ পরিবর্তন করতে পারে । সকল বিঘ্ন থেকে, সবরকম পরিস্থিতি থেকে অথবা তমোগুণী প্রকৃতির বিপর্যয় থেকে সেকেন্ডে বিজয়ী হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটা ব্যাপারে নিশ্চয় আর নেশায় থাক, "বাহ্ আমি" , আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা" -এই স্মৃতিতে থাকলে, তোমরা সমর্থস্বরূপ হয়ে যাবে ।

যখনই প্রকৃতি দ্বারা কোনো পেপার আসে, কেন এমন হলো ? এটা কি ....এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চঞ্চল হয়ো না । অস্থিরতায় আসা অর্থাৎ ফেল হওয়া । যা কিছুই হোক, ভিতর থেকে এই আওয়াজ বার হওয়া উচিত 'বাহ্ সুইট ড্রামা !' 'হায় কি হলো' দুর্ভাগ্যসূচক সামান্যতম সঙ্কল্পও হবে না । ড্রামার জ্ঞান দ্বারা নিজেকে এমন শক্তিশালী বানাও । মায়াজিৎ এবং প্রকৃতিজিৎ হওয়ার জন্য গুটিয়ে নেওয়ার শক্তিকে ধারণ করো, এর জন্য দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না ! এক মুহূর্তে সাকার হওয়া, আর পরমুহূর্তে আকারী এবং পরবর্তীতে নিরাকারী হওয়ার অভ্যাস কর, প্রকৃতির চঞ্চল অবস্থা দেখে প্রকৃতিপতি হয়ে এবং নিজের ফুল স্টপ প্রয়োগের স্থিতি দ্বারা প্রকৃতির চঞ্চলতা স্টপ কর । তমোগুণী স্টেজ সতোগুণী স্টেজে পরিবর্তন করার অভ্যাস বাড়ায় ।

সঙ্গমযুগেই প্রকৃতি তার সহযোগী হওয়ার পাট আরম্ভ করে দেবে । সবদিক থেকে প্রকৃতিপতি এবং মাস্টার প্রকৃতিপতির সাদর অভ্যর্থনা করবে । সব দিক থেকে সে ধন্যবাদ দেবে এবং নিজেকে অফার করবে অর্থাৎ সবকিছু সম্পাদন করার প্রস্তাব সে নিজেকে দেবে । এই কারণে প্রকৃতির সব তত্ত্বকে দেবতা রূপে দেখানো হয়েছে । দেবতা অর্থাৎ দাতা, যে দেয় । সুতরাং অন্তিমে এই সব প্রকৃতির তত্ত্ব তোমাদের সকলকে সহযোগ দিয়ে দাতা হয়ে যাবে । চতুর্দিকে কোন তত্ত্ব দ্বারা যতই উত্থালপাথাল হোক, কিন্তু সর্বত্র তোমরা সব প্রকৃতির মালিককে প্রকৃতি দাসী হয়ে সেবা করবে । তোমরা শুধু প্রকৃতিজিৎ হয়ে যাও । তারপরে এই প্রকৃতি তার মালিকদের সহযোগের মালা পরাবে । যেখানে তোমরা সব প্রকৃতিজিৎ ব্রাহ্মণের পা পড়বে, যে স্থানে থাকবে সেখানে কোনও ক্ষতি হতে পারে না । তারপরে সবাই তোমাদের দিকে স্থূল-সূক্ষ্ম সাহচর্য নিতে দৌড়ে আসবে । তোমাদের স্থান অ্যাসাইলাম হয়ে যাবে । আর সবার মুখ থেকে "হে প্রভু, তোমার লীলা অপরমপার" - এই বোল বার হবে ।

ধন্য তোমরা, ধন্য তোমরা, তোমরা সবাই পেয়েছ, আমরা জানি না ! আমরা সবকিছু হারিয়েছি ।"  
এই আওয়াজ চারিদিকে গুঞ্জনিত হবে । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- এক বাবাকে আপন সংসার বানিয়ে সদা একের আকর্ষণে থেকে কর্মবন্ধন মুক্ত ভব  
সদা এই অনুভবে থাক, এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই । শুধুমাত্র এক বাবাই আমার সংসার এবং  
কোনো আকর্ষণ নেই, কোনো কর্মবন্ধন নেই । নিজের কোনো দুর্বল সংস্কারেরও বন্ধন না থাকে ।  
যাদের কারও ওপরে আমিত্বের অধিকার থাকে, তাদের ক্রোধ বা অভিমান আসে - এটাও কর্মবন্ধন  
। কিন্তু যখন বাবা-ই আমার সংসার, এই স্মৃতি তোমাদের থাকে, তখন সব 'আমার আমার' এক  
আমার বাবাতে সমাহিত হয়ে যায় এবং কর্মবন্ধন থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ- মহান আল্লা তারাই, যাদের দৃষ্টি এবং বৃত্তি অসীম জগতের ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অপগুণ দূর করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো, যে গুণ কম আছে, তার পোতামেল (চার্ট ) রাখো, গুণের দান করো, তাহলে গুণবান হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- গুণবান হওয়ার জন্য প্রথম - প্রথম কি শ্রীমত পেয়েছো ?

উত্তর :-- মিষ্টি বাচ্চারা - গুণবান হতে হলে ---১) কারোর দেহকে দেখো না । নিজেকে আত্মা মনে করো । এক বাবার থেকেই শোনো, এক বাবাকেই দেখো । মনুষ্য মতকে দেখো না । ২) দেহ - অভিমানের বশে এমন কোনো কাজ যেন না হয়, যাতে বাবার আর ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম হয় । উল্টো আচার আচরণ যাদের, তারা গুণবান হতে পারে না । তাদের কুল কলঙ্কিত বলা হয় ।

ওম শান্তি । (বাপদাদার হাতে জুঁই ফুল ছিলো ) বাবা সাক্ষাৎকার করাতেন, এমন সুগন্ধী ফুল হতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, আমরা অবশ্যই ফুল হয়েছিলাম । গোলাপ ফুল, জুঁই ফুলও হয়েছিলাম, অথবা হীরেও হয়েছিলাম। এখন আবার তা তৈরী হচ্ছে । এই হল সত্য, আগে তো ছিলো সব মিথ্যা । সব মিথ্যাই মিথ্যা, সত্যির কণা মাত্রও নেই । এখন তোমরা সত্য তৈরী হচ্ছে, তাই সত্যতার মধ্যে সব গুণও প্রয়োজন । যার মধ্যে যত গুণ আছে, ততই অন্যদের দান দিয়ে তোমরা তাদের নিজের তুল্য বানাতে পারো, তাই বাবা বাচ্চাদের বলতে থাকেন -- বাচ্চারা, নিজের গুণের পোতামেল (চার্ট ) রাখো । আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ নেই তো ? দৈবী গুণের মধ্যে কোনটার ঘাটতি আছে ? রাতে রোজ নিজের পোতামেল লেখো । দুনিয়ার মানুষদের কথাই আলাদা । তোমরা তো এখন মানুষ নয়, তাই না । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । যদিও মানুষ তো সকলেই মানুষ কিন্তু প্রত্যেকেরই গুণে বা চলনে তফাৎ আছে । মায়ার রাজ্যেও কোনো কোনো মানুষ খুবই গুণবান হয়, তবুও তারা বাবাকে জানে না । তারা খুবই ধর্ম প্রবণ, নরম মনের মানুষ হয় । দুনিয়াতে তো মানুষের গুণের বিভিন্নতা আছে । আর যখন দেবতা হয়, তখন দৈবী গুণ তো সকলের মধ্যেই আছে । বাকি পড়ার কারণে পদ কম হয়ে যায় । এক তো পড়তে হবে আর দ্বিতীয় অপগুণ দূর করতে হবে । বাচ্চারা তো একথা জানেই যে, আমরা সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে পৃথক । এখানে এ যেন একই ব্রাহ্মণ কুল বসে আছে । শূদ্র কুলে আছে মনুষ্য মত । ব্রাহ্মণ কুলে আছে ঈশ্বরীয় মত । সবার প্রথমে তোমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে, তোমরা বলো যে অমুকে তর্ক করে । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা লিখে দাও, আমরা ব্রাহ্মণ বা বি.কে.রা তো ঈশ্বরীয় মতে বুঝেই যাবোঁঁনার থেকে উঁচু তো কেউই নেই । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তাই আমরা বাচ্চারাও তাঁরই মতে চলি । আমরা মনুষ্য মতে চলি না, ঈশ্বরীয় মতে চলে আমরা দেবতা হই । মনুষ্য মত আমরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি । এরপর তোমাদের সঙ্গে আর কেউ তর্ক করবে না । কেউ বলবে, এ কথা কোথা থেকে শুনেছো, কে শিখিয়েছে ? তোমরা বলবে- আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলি । এখানে প্রেরণার কোনো ব্যপার নেই । অসীম জগতের (বেহদের) বাবা ঈশ্বরের কাছেই আমরা সব বুঝেছি । বলো, ভক্তিমার্গে শাস্ত্রের মতে তো আমরা অনেক সময় ধরে চলেছি । এখন আমরা ঈশ্বরীয় মত পেয়েছি । বাচ্চারা, তোমাদের বাবার মহিমাই করতে হবে । সর্বপ্রথম বুদ্ধিতে বসাতে হবে যে, আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলছি । মনুষ্য মতে আমরা চলি না, শুনিও না । ঈশ্বর বলেছেন - কোনো খারাপ কথা শুনবে না, কোনো খারাপ জিনিস দেখবে না । আত্মাকে দেখো, শরীরকে দেখো না । এই শরীর তো

পতিত । একে দেখার কি আছে ? এই চোখে এই শরীর দেখো না । এই শরীর তো পতিতই পতিত । এখানকার এই শরীর তো ঠিক হবে না, আরো পুরানো হয়ে যাবে । দিনে দিনে আত্মা শুদ্ধ হতে থাকে । আত্মাই হলো অবিনাশী, তাই বাবা বলেন কোনো খারাপ জিনিস দেখো না । শরীরকেও দেখা ঠিক নয় । দেহ সহিত দেহের যে যে সম্বন্ধ আছে, সে সব ভুলে যেতে হবে । আত্মাকে দেখো, এক পরমাত্মা বাবার থেকেই শোনো, এতেই যত পরিশ্রম । তোমরা অনুভব করো যে, এ অনেক বড় বিষয় । যে হুঁশিয়ার হবে, তার পদও অনেক উঁচু হবে । এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করো তাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে ।

বাম্বারা, বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য তোমরা অন্ধের লাঠি হও । আত্মাকে দেখা যায় না, জানা যায় । আত্মা কতো ছোটো । এই আকাশ তব্ধে দেখো, মানুষ কতো জায়গা নেয় । মানুষ তো আসতে - যেতেই থাকে । আত্মা কি আসতে - যেতে থাকে ? আত্মার তো কতো ছোটো জায়গা লাগে । এ হলো বিচার করার মতো কথা । আত্মাদের ঝাঁক হয় । শরীরের তুলনায় আত্মা কতো ছোটো, সে কতো অল্প জায়গা নেবে । তোমাদের তো থাকার জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন । এখন বাম্বারা তোমরা বিশাল বুদ্ধির হয়েছো । বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের নতুন কথা শোনান, আর তোমাদের তৈরী করেনও যিনি তিনিও নতুন । মানুষ তো সকলের কাছেই দয়া ভিক্ষা করতে থাকে । নিজের মধ্যে শক্তিই নেই যে নিজেকে দয়া করবে । তোমরা শক্তি পাও । তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছ। আর কাউকেই দয়ালু বলা যাবে না । মানুষকে কখনোই দেবতা বলা যাবে না । দয়ালু হলেন একা বাবাই, যিনি মানুষকে দেবতা বানান, তাই বলা হয়, পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা অপরমপার, এর কোনো পারাবার নেই । এখন তোমরা জানো যে, তার দয়ার কোনো সীমা নেই । বাবা যে নতুন দুনিয়া বানান, সেখানে সবকিছুই নতুন থাকে । মনুষ্য, পশু, পাখী সবই সতঃপ্রধান হয় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা উচ্চ হলে তোমাদের ফার্নিচারও তেমনই হবে, এমন কথিত আছে । বাবাকেও বলা হয় উঁচুর থেকেও উঁচু, যাঁর থেকে বিশ্বের বাদশাহী পাওয়া যায় । বাবা পরিষ্কার ভাবে বলে দেন যে, আমি হাতে করে স্বর্গ নিয়ে আসি । ওরা তো হাত থেকে কেশর ইত্যাদি বের করে, এখানে ত পড়ার কথা । এ হলো প্রকৃত পড়া । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখানে পড়ছি । তোমরা পাঠশালাতে এসেছো, তোমরা এমন পাঠশালা অনেক খোলো, তাহলে তোমাদের কার্যকলাপ দেখা যাবে । কেউ আবার উল্টো আচরণ করে নাম বদনাম করে দেয় । দেহ বোধে যারা আচ্ছন্ন তাদের কার্যকলাপ আলাদা হবে । তোমরা দেখবে যে, এমন কার্যকলাপ থাকলে তখন সবার উপরেই কলঙ্ক লেগে যায় । বুঝতে পারে যে এর আচরণে কোনো তফাৎ হয় নি, তাহলে তো বাবার নিন্দা করানো হলো, তাই না । অবশ্য সময় লাগে । সম্পূর্ণ দোষ তার উপর এসে যায় । ব্যবহার খুব সুন্দর হওয়া চাই । তোমাদের স্বভাব পরিবর্তন হতে কতো সময় লাগে । তোমরা বুঝতে পারো যে, কারও কারও ব্যবহার খুবই ভালো, এক নম্বর । এ চোখে দেখাও যাবে । বাবা এক - একজন বাম্বাকে বসে দেখেন যে, এর মধ্যে কি দুর্বলতা আছে যা দূর করা উচিত । এক - একজনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন । সকলের মধ্যেই তো ঘাটতি আছে । তাই বাবা সবাইকে দেখতে থাকেন । তিনি রেজাল্ট দেখতে থাকেন । বাবার তো বাম্বাদের প্রতি ভালোবাসা আছে, তাই না । তিনি জানেন যে, এর মধ্যে এই কমতি আছে, সেই কারণে এ এতো উচ্চ পদ পেতে পারবে না । যদি দুর্বলতা দূর না হয় তাহলে খুব মুশকিল । দেখেই তা বোঝা যায় । এ তো জানেই যে, এখনো সময় বাকি আছে । এক - একজনকে যাচাই করেন, বাবার নজর এক একটি গুণের উপর পড়বে । তিনি জিপ্তেস করবেন, তোমাদের মধ্যে

কোনো অপগুণ তো নেই ? বাবার সামনে তো সত্যি কথা বলে দেয় । কারও আবার দেহ অভিমান থাকে, তখন তারা বলে না । বাবা তো বলতেই থাকেন -- নিজে থেকে যে করে, সে দেবতা । বললে যে করে, সে মানুষ আর যে বললেও করে না.... । বাবা বলতে থাকেন -- তোমাদের এই জন্মের যে দুর্বলতা আছে তা বাবার সামনে নিজেই বলো । বাবা তো সবাইকেই বলে দেন, দুর্বলতা তো সার্জনকে বলে দেওয়া উচিত । শরীরের রোগ নয়, ভিতরের রোগ বলতে হবে । তোমাদের ভিতরে কি কি আসুরী চিন্তন আছে ? তো এর উপর বাবা তোমাদের বোঝাবেন । যতক্ষণ না অপগুণ দূর হয়, তোমরা এই পরিস্থিতিতে এতো উঁচু পদ পেতে পারবে না, অপগুণ খুবই নিন্দার কারণ । মানুষের ভ্রম উৎপন্ন হয় - ভগবান আমাদের পড়ান ! ভগবান তো নাম - রূপ থেকে পৃথক, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি কিভাবে আমাদের পড়াবেন, এর আচার আচরণ কেমন । বাবা তো এ কথা জানেন যে, তোমাদের গুণ কেমন এক নম্বর হওয়া উচিত । অপগুণ যদি লুকিয়ে রাখে তাহলে কারও এতটা তীর বিদ্ধ হবে না, তাই যতটা সম্ভব, নিজের মধ্যে যা অপগুণ আছে, তা দূর করো । তোমরা নোট করো, আমাদের মধ্যে এই - এই কমতি আছে, তখন অন্তরে বিঁধতে থাকবে । কমতি হয়ে গেলে মনে বিঁধতে থাকে । ব্যবসায়ীরা নিজেদের খাতা রোজ চেক করে - আজ কতো লাভ হলো, তারা রোজের খাতা দেখতে থাকে । এই বাবাও বলেন, রোজ নিজের চালচলন দেখো । না হলে নিজের ক্ষতি করে দেবে । বাবার সম্মান হানি করবে ।

গুরুর নিন্দা যারা করায় তারা টিকতে পারে না । দেহ - অভিমানীরা টিকতে পারবে না । দেহী - অভিমানী খুব ভালোভাবে থাকতে পারবে । দেহী - অভিমানী হওয়ার জন্যই সবাই পুরুষার্থ করে । দিনে - দিনে শুধরে যেতেও থাকে । দেহ - অভিমানে থেকে যে কর্তব্য - কর্ম হয়, তা কাটতে হবে । দেহ - ভাবে থাকলে অবশ্যই পাপ হয়ে যায়, তাই দেহী - অভিমানী হতে থাকে । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, জন্মেই কেউ রাজা হয় না । দেহী - অভিমানী হতে সময় তো লাগে, তাই না । এও তোমরা বুঝতে পারো, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে । বাবার কাছে বাচ্চারা আসে । কেউ ৬ মাস বাদে আসে, কেউ আবার ৮ মাস বাদেও আসে, তো বাবা দেখেন যে, এতটা সময়ে এদের কতটা উন্নতি হয়েছে ? এতোদিনে কি শুধরে গেছে নাকি এখনো কিছু বাকি আছে ? কেউ কেউ আবার চলতে চলতে পড়া ছেড়েও দেয় । বাবা বলেন, এ কি হলো ? ভগবান তোমাদের পড়ান ভগবান - ভগবতী হওয়ার জন্য, এমন পড়া তোমরা ছেড়ে দাও ! আরে ! এই পৃথিবীর গড ফাদার তোমাদের পড়ান, এতে তোমরা অনুপস্থিত থাকবে ! মায়া কতটা প্রবল । এক নম্বর পড়া থেকে তোমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এমন অনেকেই আছে যারা এই পড়ায় চলতে চলতে পরে পদাঘাত করে দেয় । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো, এখন আমাদের মুখ স্বর্গের দিকে আর পা নরকের দিকে । তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । এ হলো পুরানো রাবণের দুনিয়া । আমরা শান্তিধাম হয়ে সুখধামের দিকে যাবো, একথা বাচ্চাদের মনে রাখতে হবে । সময় খুবই কম, কালই দেহত্যাগ হতে পারে । বাবাকে স্মরণে না থাকলে অন্তিম সময়ে... বাবা তো খুবই বোঝান । এ সবই গুপ্ত কথা । এই জ্ঞানও গুপ্ত । তোমরা এও জানো যে, পূর্ব কল্পে যে যতটা পুরুষার্থ করেছিলো, তাই করছে । ড্রামা অনুসারে বাবাও পূর্ব কল্পের মতো বোঝাতে থাকেন, এতে তফাৎ হতে পারে না । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । শাস্তি পাওয়া উচিত নয় । বাবার সামনে বসে শাস্তি পেলে, বাবা কি বলবেন ! তোমরা সাক্ষাৎকারও করেছো, ওইসময় ক্ষমা হয় না । ঐর দ্বারা যখন বাবা পড়ান তখন এনারও সাক্ষাৎকার হবে । এনার দ্বারা ওখানেও বোঝাবেন - তোমরা এই - এই করেছো, তখন অনেক কাল্লাকাটি করবে,

চিৎকার করবে, আফশোসও করবে । সাক্ষাৎকার ছাড়া সাজা দেওয়া সম্ভব নয় । তখন বলবেন - তোমাদের এতো পড়াতাম, তবুও এমন এমন কাজ করেছে । তোমরাও বুঝতে পারবে, রাবণের মতে চলে আমরা কতো পাপ করেছি । আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছি । বাবাকে সর্বব্যাপী বলে এসেছি । এ তো এক নম্বর অপমান । এর হিসেব - নিকেশও অনেক । বাবা অভিযোগ করেন যে, তোমরা কিভাবে নিজেদের চড় মেরেছো । ভারতবাসীরাই কতটা নেমে গেছে । বাবা এসে সব বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা কতো বুঝতে পেরেছো । তাও ড্রামা অনুসারে নম্বর অনুসারেই সবাই বুঝতে পারে । আগেও এই সময় এই ক্লাসের এমনই ফল ছিলো । বাবা তো সঠিকই বলবেন, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা উল্লিতি করতে থাকো । মায়া এমনই যে, দেহী - অভিমানী থাকতেই দেয় না । এটাই হলো সবথেকে বড় বিষয় । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্নেহ, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) দেহ - অভিমান বা দেহবোধে থাকলে অবশ্যই পাপ হয়ে যায়, দেহ - অভিমানী ব্যক্তি টিকতেই পারে না, তাই দেহী - অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । কোনো কর্মই যেন বাবাকে নিন্দা করানোর মতো না হয় ।

২ ) ভিতরের রোগ বাবাকে সত্য করে বলতে হবে, অপগুণ লুকাবে না । নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, আমার মধ্যে কোন্ - কোন্ অপগুণ আছে ? ঈশ্বরীয় পঠন - পাঠনের দ্বারা নিজেকে গুণবান করতে হবে ।

বারদান :-- শক্তিশালী ব্রেকের দ্বারা সেকেণ্ডে নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে স্ব পরিবর্তক ভব

যখন নেগেটিভ বা ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে, তখন তার গতি খুবই তীব্র হয় । এই তীব্র গতির সময় শক্তিশালী ব্রেক লাগিয়ে পরিবর্তন করার অভ্যাসের প্রয়োজন । এমনিতেই মানুষ যখন পাহাড়ি রাস্তায় চলে তখন প্রথমে ব্রেককে চেক করে । তোমরা তোমাদের উচ্চ স্থিতি বানানোর জন্য সঙ্কল্পকে এক সেকেণ্ডে ব্রেক লাগানোর অভ্যাস বাড়াও । যখন নিজের সঙ্কল্প বা সংস্কার এক সেকেণ্ডে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন করে নেবে, তখনই স্ব - পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সম্পন্ন হবে ।

স্লোগান :-- নিজের প্রতি এবং সকল আত্মাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের শক্তিকে কার্যে প্রয়োগকারীই হলো প্রকৃত কর্মযোগী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সর্বাপেক্ষা মুখ্য(মূল) সেবা হলো বাবার স্মরণে থাকা আর অন্যদেরও স্মরণ করানো, তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকেই বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারো"

প্রশ্ন :- এমন কোন্ একটি ছোট অভ্যাসও অনেক বড় অবজ্ঞা করিয়ে দেয় ? তা থেকে বাঁচার যুক্তি বা উপায় কি ?

উত্তর :- যদি কারোর মধ্যে কিছু লুকানোর বা চুরি করার অভ্যাস থাকে তাহলেও অনেক বড় অবজ্ঞা হয়ে যায়। কথিত আছে -- খড়কুটো (তুচ্ছবস্তু) চুরি করে যে আর লক্ষ টাকা চুরি করে যে, দুই-ই চোর। লোভের বশীভূত হয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কাউকে জিজ্ঞাসা না করে লুকিয়ে থেয়ে নেওয়া, চুরি করে নেওয়া -- এ অতি খারাপ অভ্যাস। এই অভ্যাস থেকে বাঁচার জন্য ব্রহ্মাবাবার মতো ট্রাস্টী হয়ে যাও। এমন ধরনের যা কিছু অভ্যাস আছে, তা সত্য-সত্যভাবে শোনাও।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝান। বাচ্চারা জানে যে, আমরা অসীম জগতের পিতার সম্মুখে বসে রয়েছি। আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের। ঈশ্বর নিরাকার। এও জানে, তোমরা আত্ম-অভিমানী হয়ে বসেছ। এখন এরমধ্যে তো কোনো বিজ্ঞানের অহংকার বা হঠযোগ ইত্যাদি করার কথা নেই। এ হলো বুদ্ধির কাজ। এই শরীরের কোন কাজ নেই। হঠযোগে শরীরের কার্য রয়েছে। এখানে (আমরা নিজেদের) বাচ্চা মনে করে বাবার সম্মুখে বসে রয়েছি। আমরা জানি যে, বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এক তো তিনি বলেন যে, মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর, তবেই তোমাদের পাপ-স্ফলন হবে। আর চক্রকে ঘোরাও, অন্যদেরও সেবার মাধ্যমে নিজের সমান তৈরী কর। বাবা এক-একজনকে বসে দেখেন। এরা সকলকে বাবার পরিচয় কি দেয় ? এটাই হলো মূল বিষয়। প্রত্যেক বাচ্চাকে কি বাবার পরিচয় দেওয়া হয়, অন্যদের বোঝায় যে, বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ-স্ফলন হবে। এমন সার্ভিসে কতখানি সময় থাকা হয় ? নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করে যে, সর্বাপেক্ষা অধিক সেবা কে করে ? কেন আমি এদের থেকেও বেশী সেবা করব না। এদের থেকেও অধিকমাত্রায় স্মরণের যাত্রায় দৌড় লাগাতে পারি কি পারি না ? প্রত্যেককে বাবা দেখেন। বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে খবর নেন -- কি কি সেবা করা হয় ? কাউকে বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের কল্যাণ কর কি ? সময় নষ্ট হয়ে যায় না তো ? মূল বিষয়ই হলো এই - এইসময় সবাই হলো অনাথ। অসীম জগতের পিতাকে কেউ জানেই না। বাবার থেকে উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ তো অবশ্যই পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে মুক্তি-জীবনমুক্তিধাম দুই-ই রয়েছে। বাচ্চাদের এও বোঝাতে হবে যে আমরা এখন পড়ছি। পুনরায় স্বর্গ-তে এসে জীবনমুক্তির রাজ্য-ভাগ্য নেব। এছাড়া যেসকল প্রচুরসংখ্যক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী আত্মারা রয়েছে, তারা কেউ-ই তো থাকবে না। ভারতে শুধুমাত্র আমরাই থাকব। বাবা বসে বাচ্চাদের-কে শেখান -- বুদ্ধিতে কি কি থাকা উচিত ! এখানে তোমরা সঙ্গমযুগে বসে রয়েছ তাই ভোজনও অবশ্যই শুদ্ধ পবিত্র হওয়া উচিত। তোমরা জানো যে, ভবিষ্যতে আমরা সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে যাই। এই মহিমা শরীরধারী আত্মাদের, শুধু আত্মার মহিমা-কীর্তন তো হয় না। প্রত্যেক আত্মার নিজ-নিজ ভূমিকা(পার্ট) রয়েছে, যা এখানে এসে (তারা) পালন করে। তোমাদের বুদ্ধিতে এইম-অবজেক্ট রয়েছে, আমাদের ঐন্দাদের মতন হতে হবে। বাবার আশ্রয় হলো -- বাচ্চারা, পবিত্র হও। জিজ্ঞাসা করে যে, কিভাবে পবিত্র

থাকব ? কারণ মায়ার তুফান তো অনেক আসে। বুদ্ধি কোথায়-কোথায় চলে যায়। সেগুলোকে কিভাবে ছাড়ব ? বাচ্চাদের বুদ্ধি তো চলে, তাই না। আর কারও বুদ্ধি এমন চলে না। বাবা, শিক্ষক, গুরু-ও তোমরা পেয়েছ। তোমরা এও জানো -- উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান। তিনিই বাবা, শিক্ষক, জ্ঞানের সাগর। বাবা এসেছেন আত্মাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে অতি অল্পসংখ্যক দেবী-দেবতা থাকে। এইসব কথা তোমরা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে বিনাশের পর আমরাই অতি অল্পসংখ্যক থাকব। আর এতসব ধর্ম, খন্ড ইত্যাদি থাকবে না। আমরাই বিশ্বের মালিক হব। এক রাজ্য আমাদেরই হবে। রাজ্য অত্যন্ত সুখের হবে এছাড়াও তাতে বিভিন্ন পদাধিকারীরা থাকবে। আমাদের পদ কি হবে ? আমরা কতটা আধ্যাত্মিক (স্পিরিচুয়াল) সেবা করি ? বাবাও জিজ্ঞাসা করেন। এমন নয় যে, বাবা অন্তর্যামী। প্রত্যেক বাচ্চারাই স্বয়ং বুঝতে পারে -- আমরা কি করছি ? অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, শ্রীমত অনুসারে প্রথম স্থানাধিকারের মতন সেবা তো এই দাদা-ই করছেন। প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে বাবা বোঝান -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় কর, দেহ-অভিমান পরিত্যাগ কর। কতটা সময় (নিজেকে) আত্মা মনে কর ? এটাই পাকা করতে হবে যে -- আমরা আত্মা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। (স্মরণ) এর দ্বারাই (তোমাদের) তরী পার হয়ে যাবে। স্মরণ করতে-করতেই পুরনো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় চলে যাবে। এছাড়া এখন সময় অতি অল্প। পুনরায় আমরা নিজেদের সুখধামে চলে যাব। মুখ্য আধ্যাত্মিক(রুহানী) সেবা হলো -- সকলকে বাবার পরিচয় দেওয়া, এটাই হলো সর্বাপেক্ষা সহজ বিষয়(কথা)। স্থূল সেবা করতে, ভোজন তৈরী করতে, ভোজন খেতেও পরিশ্রম করতে হয়। (স্মরণ) এতে তো পরিশ্রমের কোন কথা নেই। শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মাই সমস্ত ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষা বাবা একবার-ই এসে দেন যখন বিনাশের সময় হয়। নতুন দুনিয়া হলো দেবী-দেবতাদের। ওখানে অবশ্যই যেতে হবে। বাকি সমগ্র দুনিয়াকে যেতে হবে শান্তিধামে, এই পুরনো দুনিয়া থাকবে না। তোমরা যখন নতুন দুনিয়ায় থাকবে তখন পুরনো দুনিয়া স্মরণে কি থাকবে ? কিছুই (স্মরণে) থাকবে না। তোমরা স্বর্গেই থাকবে, রাজ্য করবে। একথা বুদ্ধিতে থাকলে আনন্দ হয়। স্বর্গের তো অনেক নাম দেওয়া হয়েছে। নরকেরও অনেক নাম দিয়ে রেখেছে -- পাপাত্মাদের দুনিয়া, হেল, দুঃখধাম। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছ যে, অসীম জগতের পিতা একজনই। আমরা হলাম ঔনার হারানিধি (অনেককালের হারিয়ে যাওয়া) বাচ্চা, তাই এমন বাবার সঙ্গে প্রেমও অত্যধিক হওয়া উচিত। বাবারও বাচ্চাদের প্রতি অনেক ভালবাসা রয়েছে, তাই অনেক সেবা করেন, কাঁটার থেকে ফুল বানান। মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে, তাই না। বাবা স্বয়ং হন না, আমাদের তৈরী করতে এসেছেন। তাই ভিতরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। স্বর্গে আমরা কিরকম পদ পাব ? আমরা কিরকম সেবা করি ? ঘরে কাজের লোক থাকলে, তাদেরও (বাবার) পরিচয় দেওয়া উচিত। যারা স্বয়ং তোমাদের সংযোগে আসে, তাদের-কেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। সকলের সেবা করতে হবে, তাই না -- অবলাদের, দরিদ্রদের, ভীল অর্থাৎ শূদ্র নিম্নবর্ণের জাতিদের। দরিদ্র তো অনেক রয়েছে, তারা শুধরে যাবে, কোনো পাপ ইত্যাদি করবে না। তা নাহলে পাপ কর্ম করতেই থাকবে। দেখ কি! যে মিথ্যা, চুরি কত হয়। ভৃত্যরা চুরি করে নেয়। তা নাহলে ঘরে বাচ্চারা রয়েছে, তবুও তালা কেন লাগায়। কিন্তু আজকালকার বাচ্চারাও চোর হয়ে যায়। কিছু না কিছু গোপনে তুলে নেয়। কারোর ক্ষিদে পেলে লোভের কারণে খেয়ে নেয়। লোভীরা অবশ্যই কিছু চুরি করে থাকে। এ হলো শিববাবার ভান্ডারা, এখানে তো এক পয়সা চুরি করাও উচিত নয়। ব্রহ্মা তো ট্রাস্টী। অসীম জগতের ভগবান তোমাদের কাছে এসেছেন। ভগবানের

ঘরে কখনো কি কেউ চুরি করে ? স্বপ্নেও করে না। তোমরা জানো যে, সর্বাপেক্ষা উচ্চ হলেন শিব ভগবান। আমরা ওঁনার সন্তান। তাহলে আমাদেরও তো দৈবী-কর্মই করা উচিত।

যারা চুরি করে, তোমরা জেলে গিয়ে তাদেরও জ্ঞান প্রদান কর। এখানে কি চুরি করবে ? কখনো আম তুলে নিচ্ছে, কোনো জিনিস তুলে থাকছে -- এও তো চুরি, তাই না। কোনো জিনিস জিজ্ঞাসা না করে ওঠানো উচিত নয়, হাতও লাগানো উচিত নয়। শিববাবা আমাদের পিতা, তিনি শোনে, দেখে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো ? যদি কোনো অবগুণ থেকে থাকে তবে তা (বাবাকে) শুনিয়ে দাও। দান করে দাও। দান করে দিয়ে যদি কেউ তা অবজ্ঞা(অমান্য) করে তখন অনেক সাজা খেতে হবে। চুরি করা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। মনে কর, কেউ সাইকেল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। কেউ দোকানে গিয়ে বিস্কুটের কৌটো লুকিয়ে ফেলে বা কোন ছোট-ছোট জিনিস লুকিয়ে ফেলে। দোকানদার অনেক সামলে রাখে। এও তো অনেক বড় গভর্নমেন্ট, পান্ডব গভর্নমেন্ট নিজেদের দৈবী রাজ্য স্থাপন করছে। বাবা বলেন, আমি তো রাজত্ব করি না। তোমরা পান্ডবরাই রাজত্ব কর। লোকেরা তো কৃষ্ণকে পান্ডবপতি বলে থাকে। তাহলে পান্ডবপিতা কে ? তোমরা জানো -- (তিনি) সামনে বসে রয়েছেন। প্রত্যেকেই ভিতরে-ভিতরে বুঝতে পারে --- আমরা বাবার কেমন সেবা করছি। বাবা আমাদের বিশ্বের রাজত্ব দিয়ে স্বয়ং বাণপ্রস্থে চলে যান। কত নিষ্কাম সেবা করেন। সকলেই সুখী আর শান্ত হয়ে যায়। ওরা তো শুধু বলে যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। শান্তির জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা তো অনেক বড় পুরস্কার প্রাপ্ত করি। যারা ভালো সার্ভিস করে, তারা বড় পুরস্কার পায়। সর্বাপেক্ষা উচ্চ সেবা হলো -- বাবার পরিচয় দেওয়া, এ তো যে কেউ করতে পারে। বাচ্চাদের এমন(দেবতা) হতে হবে, তাহলে, সেবাও তো করতে হবে, তাই না। এঁনাকে দেখ, ইনিও গৃহস্থীও (লৌকিক পরিবারে) ছিলেন, তাই না। এঁনার দ্বারা বাবা করিয়েছেন। এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে এঁনাকেও বলেছেন আর তোমাদেরকেও বলছেন যে, এটা কর। আমাকে কিভাবে বলবে ? আমার মধ্যে প্রবেশ করে (আমাকে দিয়ে) করিয়ে নেন। তিনি করন-করাবনহার( সর্বময় কর্মকর্তা), তাই না। বসে বসে বলেন, একে ছাড়ো, এ তো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, চলো বৈকুণ্ঠে। এখন বৈকুণ্ঠের মালিক হতে হবে। ব্যস, বৈরাগ্য চলে এসেছে। সবাই মনে করত -- এঁনার কি হয়েছে। এত ভাল প্রতিষ্ঠিত লাভবান ব্যবসায়ী, ইনি কি করছেন! জানা ছিল কি, না জানা ছিল না যে ইনি গিয়ে কি করবেন। ছেড়ে দেওয়া বড় কথা কি, না বড় কথা নয়। ব্যস, সবকিছু পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। আর সবাইকেও ত্যাগ করিয়েছেন। এমনকি নিজের কন্যাকেও ত্যাগ করিয়েছেন। এখন এই আধ্যাত্মিক সেবা করতে হবে, সবাইকে পবিত্র বানাতে হবে। সকলেই বলত -- আমরা জ্ঞান অমৃত পান করতে যাই। নাম মাতার নেওয়া হতো। 'ওঁম্ রাধের' কাছে জ্ঞান অমৃত পান করতে যাই। কে এই যুক্তি রচনা করেছিলেন ? শিববাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে কত ভাল যুক্তি রচনা করেছিলেন। যে কেউ-ই আসবে, জ্ঞান অমৃত পান করবে। এমন গায়নও রয়েছে যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাবে। বিষ ছেড়ে জ্ঞান অমৃত পান করে পবিত্র দেবতা হতে হবে। শুরুতে এমন কথাই বলা হতো। কেউ যদি আসত তাহলে তাদের বলা হতো, পবিত্র হও। অমৃত পান করতে হলে তো বিষকে ছাড়তে হবে। পবিত্র বৈকুণ্ঠের মালিক হতে হলে তো একজনকেই স্মরণ করতে হবে। তখন অবশ্যই ঝগড়া হবে, তাই না। শুরু থেকে সেই বিবাদ এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। অবলাদের উপর কত অত্যাচার হয়। যত তোমরা অধিকমাত্রায় পরিপক্ব হতে থাকবে তখন বুঝতে পারবে যে, পবিত্রতা তো ভাল। এরজন্যই আহ্বান করা হয় - বাবা, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। প্রথমে তোমাদেরও চরিত্র কেমন

ছিল ? এখন কি হচ্ছে ? পূর্বে তো দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে বলতে যে, আমরা পাপী। এখন তো এমন বলবে না, কারণ তোমরা জানো, আমরা এমন তৈরী হচ্ছি।

বাচ্চাদের, নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত -- আমরা কতখানি সেবা করি ? যেমন ভান্ডারী তোমাদের কত সেবা করে! সে কত পুণ্য অর্জন করে। অনেকের সেবা করে, তাই সে সকলের আশীর্ব্বাদ লাভ করে। অনেক মহিমা লেখা হয়। ভান্ডারী তো বিশ্বয়কর কাজ করে, সে সকলের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করে। এ হলো স্থূল সেবা। সূক্ষ্মও করা উচিত। বাচ্চারা বলে -- বাবা, এই ৫ ভূত অত্যন্ত কড়া, যা স্মরণে থাকতে দেয় না। বাবা বলেন, শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন তৈরী কর। একমাত্র শিববাবা ব্যতীত আর কেউ নেই। তিনিই সহায়তা করেন। গায়নও রয়েছে, তাই না, শরণ নিয়েছি আমি তোমার....। সত্যযুগে কি এমন করে বলবে, না বলবে না। এখন তোমরা শরণাপন্ন হয়েছ। কাউকে যখন ভূতে ধরে, তখন সে অনেক কষ্ট পায়। সেই অশুদ্ধ আত্মা তখন আসে। তোমাদের তো কতগুলো ভূতে (বিকার) ধরেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ....এইসমস্ত ভূতেরা তোমাদের নিপীড়ন(দুঃখ) করে। সেই অশুদ্ধ আত্মা তো কাউকে -কাউকে বিরক্ত করে। তোমরা জানো --- এই ৫ ভূত তো ২৫০০ বছর ধরে চলে আসছে। তোমরা কত বিরক্ত হয়ে গেছ। এই ৫ ভূতেরা তোমাদের কাঙ্গাল বানিয়ে দিয়েছে। দেহ-অভিমানের ভূত হলো প্রথম স্থানাধিকারী। কামবিকার-রূপী ভূতও বড়। এরা তোমাদের কত বিরক্ত করেছে, এও বাবা-ই বলেছেন। প্রতি কল্পে এইসব ভূত তোমাদের ধরে। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা, সকলকেই ভূতে ধরেছে। তাই একে ভূতদের দুনিয়া বলবে। রাবণ-রাজ্য মানে আসুরী রাজ্য। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভূত থাকে না। একটা ভূতও অনেক বিরক্ত করে। এই (বিকার-রূপী) ভূতকে কেউ-ই জানে না। ৫ বিকার-রূপী রাবণের ভূত রয়েছে, যার থেকে বাবা এসে মুক্ত করেন। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ সচেতন( সেন্সীবেল) রয়েছে, যাদের বুদ্ধিতে বসে যায়। এই জন্মে তো এমন কোন কর্ম করব না। চুরি করলে, দেহ-অভিমান এলে তখন রেজাল্ট কেমন হবে ? পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। কিছু না কিছু তুলে নেয় (চুরি করে)। তাই কথিত রয়েছে -- খড়কুটো চুরি করে যে আর লক্ষ টাকা চুরি যে, দুজনেই চোর। যজ্ঞতে এমন কর্ম তো কখনই করা উচিত নয়। অভ্যাস হয়ে গেলে তখন পুনরায় কখনো তা ছাড়তে চায় না। কত মাথা কুটে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্থূল-রূপের সেবার সাথে -সাথে সূক্ষ্ম এবং মূল সেবাও করতে হবে। সকলকে বাবার পরিচয় দেওয়া, আত্মাদের কল্যাণ করা, স্মরণের যাত্রায় থাকা -এইসব হলো সত্যিকারের সেবা। এই সেবাতেই ব্যস্ত থাকতে হবে, নিজের সময় নষ্ট করবে না।

২) সচেতন হয়ে ৫ বিকার-রূপী ভূতের উপর বিজয়লাভ করতে হবে। চুরি করা বা মিথ্যা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। দানে অর্পণ করে দেওয়া কোন বস্তুকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

বরদান :- কর্মযোগী হয়ে প্রতিটি সঙ্কল্প, বাণী আর কর্মকে শ্রেষ্ঠ করা নিরন্তর যোগী ভব

বিস্তার :- কর্মযোগী আত্মার প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত, যুক্তি-যুক্ত হবে। যদি কোন কর্ম যুক্তি-যুক্ত না হয় তবে বুঝে নেবে যে, তা যোগযুক্ত নয়। কর্ম যদি সাধারণ বা ব্যর্থ হয়ে যায় তবে তাকে নিরন্তর যোগী বলা যাবে না। কর্মযোগী অর্থাৎ প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি বাণী সদা শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কর্মের চিহ্ন (নিশানী) হলো -- স্বয়ং সন্তুষ্ট আর অন্যেরাও সন্তুষ্ট। এমন আত্মাই নিরন্তর যোগী হয়।

স্লোগান :- স্ব-প্রিয়, লোক-প্রিয় এবং প্রভু-প্রিয় আত্মাই বরদানীমূর্তি-স্বরূপ হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন আর এক মুঠো চানা অর্থাৎ বিনাশী বস্তুর পিছনে নিজের সময় নষ্ট কোরো না, এখন বাবার সহযোগী হয়ে বাবার সুনাম বৃদ্ধি করো" ( বিশেষতঃ কুমারীদের জন্য)

প্রশ্ন:- এই জ্ঞান মার্গে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ, তার প্রমাণ কি ?

উত্তর : - যে বাচ্চাদের শান্তিধাম ও সুখধাম সর্বদা স্মরণে থাকে। স্মরণের সময় বুদ্ধি কখনও এদিক ওদিক যায় না, বুদ্ধিতে ব্যর্থ চিন্তন চলে না, বুদ্ধি একাগ্র থাকে, তারা ঘুমের ঘোরে থাকে না, খুশীর পারদ সর্বদা তুঙ্গে থাকে তাদের জন্যে প্রমাণিত হয় যে তারা এগিয়ে চলেছে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই সময়ে এইখানে বসে আছে। এমন মনে হবে যেন শিবালয়ে বসে আছে। শিববাবাও স্মরণে আছেন। স্বর্গও স্মরণে আছে। স্মরণের দ্বারা-ই সুখ প্রাপ্ত হয়। এই কথাও যদি স্মরণে থাকে , আমরা শিবালয়ে বসে আছি তাতেও খুশি অনুভব হবে। শিবালয় যেতে তো হবে সবাইকে শেষ সময়ে। শান্তিধাম গিয়ে কেউ বসবে না। বাস্তবে শান্তিধাম কেও শিবালয় বলা হবে, সুখধাম কেও শিবালয় বলা হবে। দুয়েরই স্থাপনা করেন। বাচ্চারা তোমাদের দুই ধাম-কেই স্মরণ করতে হবে। এক শিবালয় হল শান্তির জন্য, অন্যটি হল সুখের জন্যে। এইটি হল দুঃখ ধাম। এখন তোমরা সঙ্গমে বসে আছে। শান্তিধাম ও সুখধাম ছাড়া অন্য কিছুই স্মরণ করা উচিত নয়। যেখানেই বসে থাকো, ব্যবসা ইত্যাদিতে বসে থাকো তবুও বুদ্ধিতে দুটি শিবালয় যেন স্মরণে থাকে। দুঃখ ধামের কথা ভুলে যেতে হবে। বাচ্চারা জানে এই বেশ্যালয়, দুঃখধাম এবারে শেষ হয়ে যাবে।

বাচ্চারা এখানে তোমাদের ঘুমের ঘোরে বসা উচিত নয়। অনেকের বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকে। মায়ার বিঘ্ন আসতে থাকে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ঋণে ঋণে বলেন - মন্মথানুভব। বিভিন্নভাবে যুক্তি বলে দেন। এখানে বসে আছো, বুদ্ধিতে স্মরণ করো যে আমরা প্রথমে শান্তিধাম, শিবালয় যাব তারপরে সুখধামে আসব। এমন ভাবে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হবে। তোমরা যত স্মরণ কর ততই এগিয়ে যাও। এখানে অন্য কিছু চিন্তন নিয়ে বসা উচিত নয়। এইভাবে তোমরা অন্যদের ঋণে কর। লাভ করার পরিবর্তে আরও ঋণে কর। আগে যখন বসতে তখন সামনে একজনকে চেক করার জন্যে বসানো হত - কে ঘুমের ঘোরে বসে আছে, কার চোখ বন্ধ আছে, তাই সজাগ হয়ে থাকত। বাবাও দেখতেন এদের বুদ্ধিযোগ কোথাও বাইরে ঘুরছে নাকি ঘুমের ঘোরে বসে আছে ? এমন অনেকে আসে যারা কিছু বোঝে না। ব্রাহ্মণীরা নিয়ে আসে। শিববাবার সামনে ভালো ভালো বাচ্চাদের থাকা উচিত, যারা গাফিলতি করবে না, কারণ শিববাবা কোনও অর্ডিনারী বা সাধারণ টিচার নন। বাবা বসে শেখান। এখানে খুব সাবধান হয়ে বসা উচিত। বাবা ১৫ মিনিট শান্তিতে বসান। তোমরা তো এক ঘন্টা দু'ঘন্টা বসো। সবাই তো মহারথী নয়। যারা কাঁচা, তাদের সাবধান করতে হবে। সাবধান করলে সজাগ হয়ে যাবে। যারা স্মরণে থাকে না, ব্যর্থ চিন্তন করে, তারা বরং বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কারণ বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ঘোরে। মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক সবাই বসে আছে।

বাবা আজ বিচার সাগর মন্ডন করে এসেছেন - মিউজিয়ামে অথবা প্রদর্শনীতে তোমরা বাচ্চারা যারা শিবালয়, বেশ্যালয় এবং পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ তিনটি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দাও, এই বিষয়টি খুব

ভালো বোঝানোর জন্য। তোমাদের এই বিষয়টি বিশাল ভাবে তৈরি করা উচিত। এরজন্য সবচেয়ে ভালো বড় হলঘর হওয়া উচিত, যাতে কথা গুলো মানুষের বুদ্ধিতে ঢোকে। বাচ্চাদের বিচার করা উচিত যে এই বিষয়ে আমরা কিভাবে আরও ইম্প্রুভমেন্ট আনব। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ খুব ভালো তৈরি করা উচিত। যার দ্বারা মানুষ খুব ক্লিয়ার বুঝতে পারবে। তপস্যায় তোমরা ৫-৬ জনকে বসাও, কিন্তু নয়, ১০-১৫ জনকে তপস্যায় বসানো উচিত। বিশাল চিত্র তৈরি করে ক্লিয়ার শব্দে লেখা উচিত। তোমরা এত বোঝাও তবুও তারা কি আর বোঝে। তোমরা পরিশ্রম কর বোঝানোর জন্যে, তারা পাথর বুদ্ধি কিনা। তাই যত ভালো করে বোঝাতে পারো, বোঝানো উচিত। যারা সার্ভিসে থাকে তাদের সার্ভিস বৃদ্ধির চিন্তন করা উচিত। প্রজেক্টর, প্রদর্শনীতে এতখানি মজা নেই, যত খানি মিউজিয়ামে আছে। প্রজেক্টর দিয়ে তো কিছুই বুঝতে পারে না। সবচেয়ে ভালো হল মিউজিয়াম, সে যতই ছোট হোক। একটি রুমে এই শিবালয়, বৈশ্যালয় এবং পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের সীল থাকবে। বোঝানোর জন্যে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন আছে।

বেহদের পিতা অর্থাৎ অসীম জগতের পিতা, টিচার এসেছেন তিনি কি অপেক্ষা করবেন নাকি যে বাচ্চারা এম.এ , বি.এ পাস হয়ে যাক। বাবা কি আর বসে থাকবেন। একটু সময় পরে চলে যাবেন। এত কম সময় আছে তবুও মানুষ জাগে না। ভালো ভালো কন্যারা বলবে এই ৪০০-৫০০ টাকার জন্য কে নিজের সময় নষ্ট করবে। তাহলে শিবালয়ে আমরা কি পদের অধিকারী হব! বাবা দেখেন কুমারী কন্যারা তো ফ্রী আছে। যতই বেশি মাইনে হোক, সে তো হল এক মুঠো চানার সমান, সবই শেষ হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। বাবা এসেছেন মুঠো ভরা চানা থেকে মুক্ত করতে কিন্তু কেউ ছাড়তে চায় না। ঐখানে আছে মুঠো ভর্তি চানা, এইখানে আছে বিশ্বের বাদশাহী। সেসব পাই পয়সার চানা তার জন্যে কত পরিশ্রম করে। কুমারী কন্যারা তো ফ্রী আছে। ওই পড়াশোনা তো পাই পয়সার। ওইসব ছেড়ে এই পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলে বুদ্ধিও বিশাল হবে। ছোট ছোট কন্যারা বসে গুরুজনদের জ্ঞান প্রদান করবে, বাবা এসেছেন - শিবালয় স্থাপন করতে। এই কথা তো জানো যে এখানকার সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। এই চানাও ভাগ্যে থাকবে না। কারো মুঠোয় পাঁচটি চানা অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ টাকা থাকবে, সেসব শেষ হয়ে যাবে। এখন সময় খুব কম আছে। দিন-প্রতিদিন অবস্থা খারাপ হতে থাকবে। অকস্মাৎ বিপদ এসে পড়বে। মৃত্যুও হবে হঠাৎ করে, মুঠোয় চানা থাকা সত্ত্বেও প্রাণ বেরিয়ে যায়। অতএব মানুষকে এমন বানর স্বরূপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। শুধুমাত্র মিউজিয়াম দেখে খুশী হবে না, বরং কামাল করে দেখাতে হবে। মানুষকে সঠিক করতে হবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন। বাকি তো চানা অর্থাৎ বিনাশী সম্পদ কারো ভাগ্যে থাকবে না। সব শেষ হয়ে যাবে, তার চেয়ে বরং বাবার কাছে বাদশাহী প্রাপ্ত করা ভালো। কোনও কষ্ট নেই। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। চানা ভরা মুঠো খালি করে হীরে-জহরাত দিয়ে মুঠো ভর্তি করে ফিরে যেতে হবে।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, এই মুঠো ভর্তি চানার জন্যে তোমরা নিজেদের সময় কেন নষ্ট করছ ? হ্যাঁ, কেউ যদি বয়স্ক মানুষ থাকে বা অনেক সন্তান থাকলে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। কুমারী কন্যাদের জন্যে তো খুব সহজ, যে আসুক তাকেই বোঝাও যে বাবা আমাদের এই বাদশাহী দিচ্ছেন। অতএব বাদশাহী নেওয়া উচিত তাইনা। এখন তোমাদের মুঠো হীরে দিয়ে ভরছে। বাকি অন্য সব কিছু তো বিনাশ হয়ে যাবে। বাবা বোঝান তোমরা ৬৩ জন্ম পাপ কর্ম করেছে। দ্বিতীয় পাপ হল

পিতা ও দেবতাদের গ্লানি করা। বিকারীও হয়েছ এবং কটু কথাও বলেছ। বাবার কত অপমান করেছ। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এমন নয়, বাবা আমরা স্মরণ করতে পারব না। বলা, বাবা আমরা নিজেদের আত্মা রূপে স্মরণ করতে পারি না। নিজেকে ভুলে যাই। দেহ-অভিমাণে আসা অর্থাৎ নিজেকে ভুলে যাওয়া। নিজেকে আত্মা রূপে স্মরণ করতে না পারলে বাবাকে স্মরণ করবে কিভাবে। এই লক্ষ্য খুব উঁচুতে। খুব সহজও বটে। তবে হ্যাঁ , মায়ার বিরোধিতা চলতেই থাকে।

মানুষ যদিও গীতা ইত্যাদি পড়ে কিন্তু তার অর্থ বোঝে না। ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হল গীতা। প্রত্যেকটি ধর্মের নিজস্ব একটি শাস্ত্র আছে। যারা ধর্ম স্থাপন করে তাদের সদগুরু বলা যাবে না। এই কথাটি বিশাল ভুল। সদগুরু তো কেবল একজনই আছে, বাকি গুরু তো সবাইকেই বলা যেতে পারে। কেউ কার্পেন্টারি কাজ শিখিয়েছে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ শিখিয়েছে তাদেরও গুরু বলা হবে। যিনি শিক্ষা দেন তিনিই হলেন গুরু, সদগুরু যদিও একজন। এখন তোমরা সদগুরু পেয়েছ তিনি হলেন সত্য পিতা তার সঙ্গে সত্য টিচারও হলেন তিনি তাই বাচ্চাদের বেশী গাফিলতি করা উচিত নয়। এখানে ভালো ভাবে রিফ্রেশ হয়ে যায় তারপরে ঘরে ফিরে এখানকার সব কথা ভুলে যায়। গর্ভ রূপী জেলে অনেক দন্ড ভোগ করে। সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে হয় গর্ভ মহল। এমন কোনও বিকর্ম হয় না যে দন্ড ভোগ করতে হবে। এখানে তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ আমরা বাবার সামনে ঈশ্বরীয় পড়া করছি। বাইরে নিজের বাড়িতে এমন তো বলবে না। ওখানে বুঝবে ভাই পড়াচ্ছে। এখানে তো বাচ্চারা ডাইরেক্ট বাবার কাছে এসেছে। বাবা বাচ্চাদের ভালো ভাবে বোঝান। বাবার বোঝানোর কায়দা এবং বাচ্চাদের বোঝানোর কায়দা আলাদা হয়ে যায়। বাবা বসে বাচ্চাদের সাবধান করেন। বাচ্চা বাচ্চা সম্বোধন করে বোঝান। তোমরা শিবালয় এবং বেশ্যালয়ের অর্থ বুঝেছ, এই হল বেহদের কথা। এই কথাটি ক্রিয়ার করে দেখাও যাতে মানুষের একটু আনন্দ হয়। ওখানে হাসি মজা করে বোঝাও, একটু সিরিয়াস হয়ে বোঝাও তাহলে ভালোভাবে বুঝবে। নিজের উপরে দয়া করো, তোমরা কি এই বেশ্যালয়ে থাকবে ! বাবার চিন্তন চলে - যে কিভাবে বোঝানো যায়। বাচ্চারা অনেক পরিশ্রম করে তবুও ডিক্সি মে ঠিকরি অর্থাৎ কোনও কাজ হয় নি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলে যায়, গ্রামে বোঝানো উচিত। কিন্তু নিজে বোঝে না। ধনী ব্যক্তি তো বুঝবেও না। একেবারেই মনোযোগ দেবে না। তারা সব শেষে আসবে। তখন তো খুব দেরি হয়ে যাবে। তাদের ধন সম্পদ কাজে লাগবে না, যোগেও বসতে পারবে না। যদিও , একটু শুনলেও প্রজা পদ প্রাপ্ত করবে। গরিব মানুষ উঁচু পদের অধিকারী হবে। কন্যারা তোমাদের কাছে কি আছে। কন্যাদের গরিব বলা হয় কারণ বাবার বর্সা অর্থাৎ অবিনাশী অধিকার তো বাচ্চারা ই প্রাপ্ত করে। কিন্তু হ্যাঁ, যদি কন্যা দান করা হয়, তখন বিকার গ্রস্ত হয়। তারা বলবে বিবাহ কর তাহলে অর্থ দান করা হবে। পবিত্র থাকলে এক টাকাও দেবে না। মনোবৃত্তি দেখো কেমন। তোমরা কাউকে ভয় পাবে না। খোলাখুলি ভাবে বোঝাও। স্ফূর্ত হওয়া উচিত। তোমরা তো প্রকৃত সত্য কথা বলছ। এই হল সঙ্গম যুগ। উল্টো দিকে হল এক মুঠো চানা অর্থাৎ বিনাশী সম্পদ, এই দিকে আছে মুঠো ভর্তি হীরে অর্থাৎ অবিনাশী প্রাপ্তি। এখন তোমরা বানর স্বরূপ থেকে মন্দির স্বরূপে পরিণত হচ্ছ। পুরুষার্থ করে হীরে তুল্য জন্ম গ্রহণ করা উচিত তাইনা। মুখশ্রী বীর বাহাদুর সিংহী সম হওয়া উচিত। কারোর চেহারা এমন যেন নিরীহ ছাগল। একটু আওয়াজ হলেই ভয় পেয়ে যাবে। অতএব বাবা সব বাচ্চাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। কন্যাদের তো কোনও জালে আটকা পড়া উচিত নয়। যত বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে ততই বিকারের জন্যে প্রতারণিত হবে। ভালোভাবে জ্ঞান ধারণ করলে বিশ্বের মহারানী হবে।

বাবা বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দিতে এসেছি। কিন্তু তা অনেকের ভাগ্যে নেই। বাবা হলেন গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। কন্যারা হল গরিব। মা-বাবা বিয়ে দিতে না পারলে দান করে। তাই তাদের নেশায় থাকা উচিত। যাতে আমরা ভালো রীতি পড়া করে উঁচু পদের অধিকার প্রাপ্ত করি। যারা ভালো স্টুডেন্ট হয়, তারা পড়াশোনায় মনোযোগ দেয় - আমরা পাস উইথ অনার হই। তার জন্যে তাদের স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়। যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে, তাও ২১ জন্মের জন্যে। এখানে আছে অল্পকালের সুখ। আজ পদ মর্যাদা আছে, কাল মৃত্যু হলেই সব শেষ। যোগী এবং ভোগী তে তফাৎ আছে তাইনা। তাই বাবা বলেন গরিবদের দিকে বেশি অ্যাটেনশন দাও। ধনী মানুষ জ্ঞান ধারণ করেবেনা। শুধু বলবে খুব ভালো। এই সংগঠন খুব ভালো, অনেকের কল্যাণ হবে। নিজের কোনও কল্যাণ করবে না। খুব ভালো বলে বাইরে যাবে, আর শেষ। মায়া লাঠি নিয়ে বসে আছে, ইচ্ছে টাই শেষ করে দেবে। এক চড়ে বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। বাবা বোঝান - ভারতের কি অবস্থা হয়েছে। বাচ্চারা ড্রামা তো খুব ভালো ভাবে বুঝেছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১ ) এক মুঠো চানা অর্থাৎ বিনাশী বস্তুর প্রতি মোহ ত্যাগ করে বাবার কাছে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্তির জন্যে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কোনও কথায় ভয় পাবে না, নির্ভয়ে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজের সময় প্রকৃত অর্থে উপার্জন করে সফল করতে হবে।

২ ) এই দুঃখ ধাম ভুলে শিবালয় অর্থাৎ শান্তিধাম, সুখধাম স্মরণ করতে হবে। মায়ার বিঘ্ন গুলি জেনে সাবধানে থাকতে হবে।

বরদান :- সন্তুষ্টতার তিনটি সার্টিফিকেট নিয়ে নিজের যোগী জীবনের প্রভাব ফেলে সহজযোগী ভব

ব্যাখা: সন্তুষ্টতা যোগী জীবনের বিশেষ লক্ষ্য, যে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে এবং সর্বকে সন্তুষ্ট করে তার যোগী জীবনের প্রভাব স্বতঃই অন্যদের উপরে পড়ে। যেমন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রভাব বায়ুমন্ডলে পড়ে, তেমন সহজ যোগী জীবনেরও প্রভাব পড়ে। যোগী জীবনের তিনটি সার্টিফিকেট হল এক - নিজের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্বিতীয় - বাবার সন্তুষ্ট এবং তৃতীয় - লৌকিক ও অলৌকিক পরিবার সন্তুষ্ট।

স্লোগান - স্ব রাজ্যের তিলক , বিশ্ব কল্যাণের মুকুট এবং স্থিতির আসনে বিরাজিত আত্মা-ই হল রাজ যোগী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেবতা হওয়ার পূর্বে তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে, ব্রহ্মা মুখ সন্তানই হলো সত্যিকারের ব্রাহ্মণ যারা রাজযোগের পঠন-পাঠন দ্বারা দেবতায় পরিণত হচ্ছে"

প্রশ্ন :- অন্য সব সংসঙ্গের থেকে তোমাদের এই সংসঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি অনন্য কেন ?

উত্তর :- অন্যান্য সংসঙ্গে কোনোই এইম অবজেক্ট (লক্ষ্যবস্তু) থাকে না, আরোই ধন-দৌলত ইত্যাদি সব কিছু হারিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। এই সংসঙ্গে তোমরা লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াও না। এটি সংসঙ্গের সাথে সাথে স্কুলও বটে। স্কুলে পড়াশুনা হয়, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় না। পড়াশুনা অর্থাৎ উপার্জন। যতো তোমরা পড়াশুনা করে ধারণ করো আর করাও ততোই উপার্জন হয়। এই সংসঙ্গে আসার অর্থই হলো লাভ আর লাভ।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আত্মা রূপী বাচ্চারাই এই কান দ্বারা শোনে। অসীম জগতের পিতা বাচ্চাদের বলেন- নিজেকে আত্মা মনে করো। এটি বারংবার শোনার ফলে বুদ্ধির বিপথগামিতা বন্ধ হয়ে স্থির হয়ে যাবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বসে যাবে বা স্থিত হবে। বাচ্চারা মনে করে এখানে আমরা দেবতা হতে এসেছি। আমরা এই বাচ্চারা হলাম অ্যাডপ্টেড (আশ্রিত)। আমরা ব্রাহ্মণরা পড়াশুনা করি। কি পড়ি ? ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হই। যেরকম কোনো বাচ্চা কলেজে গেলে মনে করে যে আমি পড়াশুনা করে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি হবো। বসা মাত্রই বুঝে যায়। তোমরাও ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হলে মনে করো আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। কথিত আছে - মানুষ থেকে দেবতা ...কিন্তু কে হবে? সব হিন্দু তো দেবতা হয় না। বাস্তবে হিন্দু তো কোনো ধর্মই নয়। আদি সনাতন কোনো হিন্দু ধর্ম হলো না। যে কাউকেই জিজ্ঞেস করো হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছে? এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। এই নাম অজ্ঞানতার বশে রেখে দিয়েছে। হিন্দুস্থানে যারা থাকে নিজেদের তারা হিন্দু বলে। বাস্তবে এর নাম হলো ভারত, না কি হিন্দুস্থান। ভারত ভূমি বলা হয়, না কি হিন্দুস্থান ভূমি। হলোই ভারত। তো ওদের এটাও জানা নেই যে এটা কোন ভূমি। অপবিত্র হওয়ার জন্য তো নিজেদের দেবতা মনে করতে পারে না। দেবী-দেবতা পবিত্র ছিল। এখন আর সেই ধর্ম (দেবী-দেবতা ধর্ম) নেই। আর সব ধর্ম চলে এসেছে- বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্ম, ইব্রাহিম এর ইসলাম, ক্রাইস্টের ক্রিস্চান। যাই হোক, হিন্দু ধর্মের তো কেউই নেই। এই হিন্দুস্থান নাম তো ফরেনার্স রেখেছে। পতিত হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা ধর্মের মনে করা হয় না। বাবা বুঝিয়েছেন আদি সনাতন হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, বহু প্রাচীন। শুরুর ধর্ম কোনটি ? দেবী- দেবতা। হিন্দু বলা হবে না। এখন তোমরা ব্রহ্মার অ্যাডাপ্টেড (আশ্রিত) বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পঠন-পাঠন করছো। এরকম নয় যে হিন্দু থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পঠন-পাঠন করছো। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হও। এটা ভালো ভাবে ধারণা করে রাখো। এখন তো দেখা অনেক ধর্ম আছে। অ্যাড (যোগ) হয়েই চলেছে। যখনই কোথাও ভাষণ ইত্যাদি করবে তো এটাই বোঝানো ভালো। এখন হলো কলিযুগ, সব ধর্ম এখন হলো তমোপ্রধান। চিত্রের উপর তোমরা বোঝালে তো আবার সেই ঔদ্ধত্য চূর্ণ হবে- আমি হলাম অমুক, এই হই...। বুঝবে, আমরা তো হলাম তমোপ্রধান। সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিয়ে দেওয়া হয়, আবার দেখাতে হবে এই পুরোনো দুনিয়া পরিবর্তন হবে। দিন-প্রতিদিন চিত্রও ক্রমশ শোভনীয় হতে থাকছে। যেরকম স্কুলের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে নক্সা থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে সেরকমই এই নক্সা থাকা চাই।

নম্বর ওয়ান ম্যাপ হলো এটা, উপরে ত্রিমূর্তিও আছে, দুটি গোলাও আছে- সত্যযুগ আর কলিযুগ। এখন আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আছি। এই পুরোনো দুনিয়া লোপ পাবে। এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা হলে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। হিন্দু ধর্ম তো হয়ই না। যেরকম সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম, এই থাকার জায়গাকে ঈশ্বর মনে করে, সে রকম হিন্দুস্থানে যারা থাকে তারা হিন্দু ধর্ম মনে করে নিয়েছে। তোমাদের থেকে ওদের এই পার্থক্য আছে। দেবী-দেবতা নাম তো হলো অনেক উচ্চ। বলা হয় এ তো যেন দেবতা। কারোর মধ্যে ভালো গুণ থাকলে এরকম বলা হয়-এর মধ্যে দেবতার গুণ আছে।

তোমরা মনে করো এই রাধা-কৃষ্ণই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়, ওনাকে বিষ্ণু বলা হয়ে থাকে। চিত্র সবার আছে কিন্তু কেউ জানে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, বাবাকেই সকলে স্মরণ করে। এরকম কোনো মানুষ নেই যার মুখে বা কথায় ভগবান নেই। এখন ভগবানকে বলা হয় নিরাকার। নিরাকারের অর্থও বোঝে না। এখন তোমরা সব কিছু জেনে যাও। পাথর বুদ্ধি থেকে দিব্য-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যাও। এই নলেজ ভারতবাসীদের জন্য, না কি অন্য ধর্মের লোকেদের জন্য। যাইহোক, এটা বোঝা যায় যে এতো বিস্তার কি ভাবে হয় এবং অন্যান্য ভূমির অস্তিত্ব কি ভাবে আসে। সেখানে তো ভারত ভূমি ছাড়া অন্য কোনো ভূমি থাকবে না। এখন সেই এক ধর্ম নেই, যদিও আর সব ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। তাই বলবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল না কি হিন্দু ধর্ম। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, দেবতা হওয়ার জন্য প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। শূদ্র বর্ণ আর ব্রাহ্মণ বর্ণ বলা হয়ে থাকে। শূদ্র ডিনায়েস্টি বলা হয় না। রাজারা-রানীরা আছে। প্রথমে দেবী-দেবতা মহারাজা-মহারানী ছিল। এখানে হিন্দু মহারাজা-মহারানী। ভারত তো একই আবার সেটা পৃথক পৃথক কিভাবে হলো ? ওদের নাম- চিহ্নই লুপ্ত করে দিয়েছে, শুধু মাত্র চিত্র আছে। নম্বর ওয়ান হলো সূর্যবংশী। রামকে সূর্যবংশী বলা হবে না। এখন তোমরা এসেছো সূর্যবংশী হওয়ার জন্য, না কি চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য। এটি রাজযোগ। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা এরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। হৃদয়ে খুশী থাকে-বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, মহারাজা-মহারানী করার জন্য। এ হলো সত্যনারায়ণের সত্যিকারের কথা। পূর্বে তোমরা জন্ম-জন্মান্তর সত্য-নারায়ণের কথা শুনেছো। কিন্তু সেটার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। ভক্তি মার্গে কখনো মানুষ থেকে দেবতা হতে পারে না। মুক্তি-জীবনমুক্তি পেতে পারে না। সমস্ত মানুষেরই অবশ্যই মুক্তি-জীবন মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এখন সকলে বন্ধনে আছে। উপর থেকে আজও কোনো আত্মা এলে তো জীবনমুক্তিতে আসবে, না কি জীবন বন্ধতে। অর্ধেক সময় জীবন মুক্তি, অর্ধেক সময় জীবন বন্ধতে যাবে। এই খেলা পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে আছে। এই অসীম জগতের খেলায় আমরা সকলেই হলাম অ্যাক্টর্স বা অভিনেতা, এখানে আসি ভূমিকা পালন করতে। আমরা আত্মারা এখানকার অধিবাসী নই। কি ভাবে আসি- এই সব কথা বোঝান হয়। কোন আত্মারা এখানেই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুদ্ধিতে আছে। অসীম জগতের পিতা উপরে বসে কি করেন, কিছু জানে না, সেইজন্য ওদের কে বলা হয়ে থাকে তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমরাও তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলে। এখন বাবা তোমাদের রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুঝিয়েছেন। তোমরা গরীব, সাধারণ সব কিছু জানো। তোমরা হলে স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন। পবিত্র কে স্বচ্ছ বলা হয়। তুচ্ছ বুদ্ধি অপবিত্র হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা এখন দেখো কি হচ্ছে। স্কুলেও পড়াশুনার জন্য উঁচু পদ প্রাপ্ত হতে পারে। তোমাদের পঠন-পাঠন হলো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, যার দ্বারা তোমরা রাজ্য পদ প্রাপ্ত করো। তারা তো দান-পুণ্য করার জন্য রাজার কাছে জন্ম নেয়,

আবার রাজা হয়। কিন্তু তোমরা এই পঠন-পাঠন দ্বারা রাজা হও। বাবা-ই বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। বাবা ব্যাভীত কেউই রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা-ই তোমাদের রাজযোগের পঠন-পাঠন করান। তোমরা আবার দ্বিতীয় জনকে বোঝাও। বাবা রাজযোগ শেখান যাতে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করে নিরাকার পিতাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে আর চক্র সম্বন্ধে অবগত হওয়ায় সত্যযুগে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এটি বোঝানো তো খুব সহজ। এখন দেবতা ধর্মের তো কেউই নেই। সবাই অন্যান্য ধর্মে কনবর্ট (রূপান্তরিত) হয়ে গেছে। তোমরা কাউকে বোঝালে সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দাও। বাবা বোঝান অন্যান্য ধর্মে কতো চলে গেছে। বৌদ্ধী, মুসলমান ইত্যাদি প্রচুর হয়ে গেছে। তলোয়ারের জোরেও মুসলমান হয়ে গেছে। বৌদ্ধীও অনেকে হয়েছে। একবার স্পিচ করতেই হাজার বৌদ্ধীতে পরিণত হয়েছে। ক্রিস্চানও ঐরকম এসে স্পীচ দেয়। সব থেকে বেশী আদমশুমারী এই সময় ওদেরই। বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হতে থাকে, তখন বাবা বলেন, তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। স্বদর্শন চক্র বিষ্ণুর দেখানো হয়। কিন্তু মানুষ এটা জানে না স্বদর্শন চক্র কেন বিষ্ণুর দেখানো হয়? স্বদর্শন চক্রধারী কৃষ্ণ বা নারায়ণ কে বলা হয়। এটাও বোঝানো দরকার যে এই দুজনের কানেকশন কি? এই তিন হলো একই। বাস্তবে এই স্বদর্শন চক্র তো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্য। জ্ঞানের দ্বারা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে ওঠ। যদিও স্বদর্শন চক্র কোনো মারা-কাটার জন্য নয়। এ হলো জ্ঞানের কথা। যতো তোমাদের এই জ্ঞানের চক্র আবর্তিত হবে, ততোই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। এছাড়া মাথা কাটার কোনো ব্যাপার নয়। চক্র কোনো হিংসার জন্য না। এই চক্র তো তোমাদের অহিংসক করে তোলে। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে। বাবা ব্যাভীত আর কেউ বোঝাতে পারে না।

তোমাদের মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের অফুরন্ত খুশী থাকে। এখন তোমরা বোঝো আমরা হলাম আত্মা। পূর্বে তোমরা যে আত্মা ছিলে সেটা ভুলে গেছো, তাই পরমধাম গৃহও ভুলে গেছো। আত্মাকে তো আত্মাই বলা হয়। পরমাত্মাকে তো নুড়ি-পাথরে বলে দিয়েছে। আত্মাদের পিতাকে কতো গ্লানি করা হয়েছে। বাবা আবার এসে আত্মাদের জ্ঞান দেন। আত্মাদের জন্য কখনো বলা হয় না নুড়ি-পাথরে, কণায় কণায় আছে। জানোয়ারের কথাই তো আলাদা। পঠন-পাঠন ইত্যাদি মানুষেরই হয়। এখন তোমরা বুঝতে পারো, এতো জন্ম আমরা এই-এই হয়েছি। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। কখনোই ৮৪ লক্ষ হয় না। মানুষ কতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে আছে, সেইজন্য বলা হয়-জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত...। অর্ধ-কল্প দ্বাপর-কলিযুগের অন্ধকার, অর্ধ-কল্প সত্যযুগ-ত্রৈতার প্রকাশ বা আলো। দিন আর রাত, প্রকাশ আর অন্ধকারের এই জ্ঞান। স্কুলে যা পড়ো, তাকে দিশাহীন চলা, বলা যায় না। সৎসঙ্গে মানুষ কতো দিশাহীন চলে। প্রাপ্তি কিছুই হয় না, আরোই লোকসান, সেইজন্য ওকে উদ্দেশ্যহীন চলন বলা হয়। দিশাহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ধন দৌলত ইত্যাদি সব হারিয়ে কাঙাল হয়ে পড়ে। এখন এই পড়াশুনাতে যে যেমন-যেমন ভালো করে ধারণ করবে আর করাবে, লাভ আর লাভ হবে। ব্রাহ্মণ হয়ে গেলে লাভ আর লাভ। তোমরা জানো আমরা এই ব্রাহ্মণরাই স্বর্গবাসী হই। স্বর্গবাসী তো সবাই হবে। কিন্তু তোমরা ওখানে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছো।

এখন তোমাদের সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা। তোমরা নিজেরা বলো- বাবা, আমাদের বাণপ্রস্থ বা পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাও, সেটি হলো আত্মাদের দুনিয়া। নিরাকারী দুনিয়া কতো ছোটো। এখানে তো ঘুরে বেড়ানোর জন্য কতো বড় জমি আছে। ওখানে এই কথা নেই, শরীর নেই, পাট বা কার্যকারীতা

নেই। স্টারের মতো আলো দাঁড়িয়ে আছে। এটা তো প্রকৃতির বিস্ময়। সূর্য, চাঁদ, তারারা কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আলোও ব্রহ্ম তত্ত্বে নিজেদের আধারে ন্যাচারাল (স্বাভাবিক ভাবে) দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আলোদের পিতা ঔনার আলো রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১ ) জ্ঞানের মন্বন করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে পাপ সমূহ খন্ডন করতে হবে। ডবল অহিংসক হতে হবে।

২ ) নিজের বুদ্ধিকে স্বচ্ছ পবিত্র তৈরী করে রাজযোগের পাঠ পড়তে আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে। হৃদয়ে সর্বদা এই খুশী থাকুক যে আমরা সত্য নারায়ণের সত্যিকারের কথা শুনে মানুষ থেকে দেবতা হই।

বরদান : - প্রত্যক্ষ ফল দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করতে সক্ষম নিঃস্বার্থ সেবাধারী ভব

সত্যযুগে সঙ্গমের কর্মের ফল পাওয়া যাবে কিন্তু এখানে বাবার হয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ ফল, উত্তরাধীকারের রূপে প্রাপ্ত হয়। সেবার- আরও সেবা করার সাথে সাথে খুশীর প্রাপ্তি হয়। যে স্মরণে থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে তার সেবার প্রত্যক্ষ ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। প্রত্যক্ষ ফলই হলো তাজা ফল যা এভার হেল্দি করে তোলে। যোগ-যুক্ত, যথার্থ সেবার ফল হলো খুশী, অতীন্দ্রিয় সুখ আর ডবল লাইটের অনুভূতি।

শ্লোগান :- বিশেষ আলো হলো সে-ই যে নিজের আচার আচরণ দ্বারা আত্মিক রয়্যালিটির ঝলক আর আধ্যাত্মিক নেশার দীপ্তি (ফলক) অনুভব করায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে তোমরা পরিবর্তন হওয়ার জন্য এসেছ, তোমাদেরকে আসুরি গুণ পরিত্যাগ করে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে, এটা হলো দেবতা হওয়ার শিক্ষা"

প্রশ্ন :- কোন শিক্ষা তোমরা কেবল বাবার কাছ থেকেই গ্রহণ করো, যেটা অন্য কেউ দিতে পারবে না ?

উত্তর :- মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার শিক্ষা, অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়ে নূতন দুনিয়ায় যাওয়ার শিক্ষা কেবল বাবা ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না। বাবা-ই সহজ জ্ঞান এবং রাজযোগের শিক্ষা দ্বারা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপন করেন।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে দুইজন পিতা রয়েছেন। একজন লৌকিক (হদের) পিতা এবং অন্যজন অসীম জগতের (বেহদের) পিতা। ইনিও পিতা, আবার তিনিও পিতা। অসীম জগতের বাবা এসে শিক্ষা দেন। বাচ্চারা জানে যে আমরা নূতন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগের জন্য পড়াশুনা করছি। এইরকম শিক্ষা তো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। তোমরা বাচ্চারা অনেক সংসঙ্গ করেছ। তোমরাও আগে ভক্ত ছিলে। নিশ্চয়ই অনেক গুরু করেছ, শাস্ত্র পড়েছ। কিন্তু বাবা এসেই এখন তোমাদেরকে জাগিয়েছেন। বাবা বলছেন, এখন এই পুরাতন দুনিয়ার পরিবর্তন হবে। এখন আমি তোমাদেরকে নূতন দুনিয়ার জন্য শিক্ষা দিচ্ছি। আমি হলাম তোমাদের টিচার। কোনো গুরুকে কখনো টিচার বলা যাবে না। স্কুলেও টিচার শিক্ষা দেয়, যার দ্বারা উঁচু পদপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু ওই টিচাররা তো কেবল এই দুনিয়ার জন্যই শিক্ষা দেয়। তোমরা এখন জেনেছ যে আমরা যেসব পড়া পড়ছি, সেগুলো সব নূতন দুনিয়ার জন্য। সেই দুনিয়াকে গোন্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ড বলা হয়। এটা তো তোমরা জানো যে এখন আসুরি গুণ পরিত্যাগ করে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। এখানে তোমরা পরিবর্তন হওয়ার জন্যই এসেছ। সম্ভবিত্বের গুণগান করা হয়। দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে - 'তুমি এত সুন্দর, আর আমি কত মন্দ'। তোমাদের সামনে এখন এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য বস্তু) রয়েছে। বাবা ভবিষ্যতের জন্য নূতন দুনিয়াও স্থাপন করছেন এবং সেইসঙ্গে তোমাদেরকে শিক্ষাও দিচ্ছেন। ওখানে তো কোনো বিকার থাকবে না। তোমরাই রাবণের ওপরে বিজয়ী হও। রাবণ-রাজ্যে তো সকলেই বিকারী। যেমন রাজা-রানী, তার প্রজাও সেইরকম। এখন তো পঞ্চায়েতের রাজত্ব চলছে। এর আগে রাজা-রানীর রাজত্ব ছিল। কিন্তু ওরাও বিকারী ছিল। ওইসব পতিত রাজাদের কাছে মন্দিরও ছিল। ওরাও নির্বিকারী দেবী-দেবতাদের পূজা করত। ওরা জানত যে অতীতে এইসব দেবী-দেবতারা ছিল এবং এখন আর তাদের সেই রাজত্ব নেই। বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরাই দিব্য শরীরধারী ছিলে। তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুটোই পবিত্র ছিল। এখন পুনরায় বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছেন। সেইজন্মেই তোমরা এখানে এসেছ।

বাবা বাচ্চাদের প্রতি নির্দেশিকা জারি করেছেন - কাম বিকার হল মহাশত্রু। এটাই তোমাদেরকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। এখন তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থ থেকেই পবিত্র হতে হবে। এমন নয় যে দেবী-দেবতাদের নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা থাকবে না, কিন্তু ওখানে কোনো বিকারী দৃষ্টিও থাকবে না। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে। তাই বাবাও বলছেন, ঘর গৃহস্থ থেকেই কমল ফুলের মতো পবিত্র জীবনযাপন করো। অতীতে তোমাদের যেমন পবিত্র জুটি ছিল, ভবিষ্যতেও সেইরকম হতে

হবে। প্রত্যেক আত্মা-ই বিভিন্ন নাম এবং রূপ ধারণ করে ভূমিকা পালন করে এসেছে। এখন এটা তোমাদের অস্তিত্ব জন্ম। পবিত্রতার বিষয়েই অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। বুঝতে পারে না যে কিভাবে কেবল সাথী হয়ে থাকা যায়। কেবল সাথী হয়ে থাকার অর্থই বা কি? বিদেশে যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন একজন সাথী রাখার জন্য বিয়ে করে যে তার দেখাশুনা করবে। এইরকম অনেকেই আছে যারা ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে পছন্দ করে। সন্ন্যাসীদের কথা তো আলাদা, কিন্তু গৃহীদের মধ্যেও এমন অনেকেই আছে যারা বিয়ে করা পছন্দ করে না। বিয়ে করা, তারপর সন্তানদের লালন পালন করা - এইরকম জাল বিস্তার কেন করব যাতে নিজেই ফেঁসে যাব ? এখানেও এইরকম অনেকেই আসে যাদের ব্রহ্মচারী অবস্থায় ৪০ বছর হয়ে গেছে। এরপরে কি আর বিয়ে করবে? স্বাধীন ভাবে থাকতে পছন্দ করে। বাবা ওদেরকে দেখে খুশি হন। এরা তো বন্ধনমুক্তই আছে। বন্ধন বলতে কেবল শারীরিক বন্ধন রয়েছে। সেক্ষেত্রে দেহ সহ সবকিছু ভুলে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যিশুখ্রিস্ট বা অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করতে হবে না। নিরাকার শিববাবা কোনো দেহধারী নন। ওঁনার নামই হল শিব। শিবের মন্দিরও আছে। আত্মাই ৮৪ জন্মের পার্ট প্রাপ্ত করেছে। এটা হল অবিনাশী ড্রামা। এতে কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়।

তোমরা জেনেছ যে আগে আমাদের ধর্ম-কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু এখন সেটা পতিত হয়ে গেছে। এমন নয় যে দেবতা ধর্মটাই বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখনো গাওয়া হয় যে দেবতার সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণ দু'জনেই পবিত্র ছিল। সেটা ছিল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। এখন অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ রয়েছে। ৮৪ জন্ম ধরে বিভিন্ন নাম রূপ ধারণ করেছে। বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের জন্মকেই জান না। আমি তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছি। তাহলে তো প্রথম জন্ম থেকেই বোঝাতে হবে। আগে তোমরাই পবিত্র ছিলে। এখন বিকারী হয়ে গেছ বলে দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকো। খ্রিস্টানরা যীশুখ্রিস্টের সামনে, বৌদ্ধরা বুদ্ধের সামনে এবং শিখরা গুরু নানকের দরবারে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকে। এটা থেকেই বোঝা যায় যে কে কোন্ ধর্মের। তোমাদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে এরা হল হিন্দু। কেউই জানে না যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কোথায় গেল। প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতে তাদের অনেক ছবি রয়েছে। মানুষের অনেক মতামতও আছে। শিবেরও অনেক নাম রেখে দিয়েছে। আসলে তো তাঁর একটাই নাম - শিব। এমন তো নয় যে তিনি পুনর্জন্ম নিয়েছেন বলে তাঁর নাম পালেট গেছে। না, মানুষের অনেক মতামত হওয়ায় অনেক নাম রেখে দিয়েছে। শ্রীনাথ দ্বারেও লক্ষ্মী-নারায়ণ রয়েছে এবং জগন্নাথের মন্দিরেও সেই একই মূর্তি রয়েছে। কিন্তু আলাদা নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা যখন সূর্যবংশী ছিলে তখন এইরকম পূজাপাঠ করতে না। তোমরা তখন সমগ্র বিশ্বের ওপরে রাজত্ব করতে, অনেক সুখী ছিলে। শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা শ্রেষ্ঠ রাজত্বের স্থাপন করেছিলে। ওই দুনিয়াকে সুখধাম বলা হত। অন্য কেউ এইরকম বলতে পারবে না যে আমাকে বাবা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার শিক্ষা দেন। দেবী-দেবতার নিদর্শনও আছে। নিশ্চয়ই ওদের রাজত্ব ছিল। ওখানে কোনো কেল্লা বা দুর্গ থাকবে না। কেল্লা বানানো হয় নিরাপত্তার জন্য। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব কোনো কেল্লা থাকবে না। কারণ ওখানে আক্রমণ করার মতো কেউ থাকবে না। এখন তোমরা জানো যে আমরা সেই দেবী-দেবতা ধর্মেই ট্রান্সফার হচ্ছি। তার জন্য তোমরা রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করছ। রাজত্ব পেতে হবে। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদেরকে রাজাদের রাজা বানাচ্ছি। এখন আর কোনো রাজা-রানী নেই। কত লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে। এটা হল কলিযুগ, লৌহযুগের সভ্যতা। তোমরা স্বর্ণযুগে ছিলে। এখন আবার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এসে পৌঁছেছে। বাবা তোমাদেরকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। তিনি সকলের কল্যাণ করেন। তোমরা জানো যে আমাদেরও কল্যাণ হয়, আমরা সবার প্রথমে

সত্যযুগে আসি। বাকি ধর্মগুলো শান্তিধামে চলে যায়। বাবা বলেন, সবাইকে পবিত্র হতে হবে। তোমরা হলে পবিত্র দেশের নিবাসী, যাকে নির্বাণধাম বলা হয়। বাণীর থেকেও ওপরে অবস্থিত ওই দুনিয়ায় কেবল অশরীরী আত্মারাই থাকে। বাবা এখন তোমাদেরকে বাণীর উর্ধ্বে নিয়ে যাচ্ছেন। কেউই এইরকম বলতে পারবে না যে আমি তোমাদেরকে শান্তিধাম বা নির্বাণধামে নিয়ে যাই। ওরা তো বলে যে আমি গিয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এটা হল তমোপ্রধান দুনিয়া, এই দুনিয়াতে তোমরা কোনো স্বাদ পাবে না, তাই নূতন দুনিয়ার স্থাপন এবং পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ করার জন্য ভগবানকে এখানে আসতে হয়। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। কিন্তু তিনি এসে কোন্ কর্তব্য করেন? কেউ কি বলতে পারবে? যেহেতু জয়ন্তী পালন করা হয়, সুতরাং তিনি অবশ্যই আসেন। রথের ওপর বিরাজমান হন। দুনিয়াতে তো ঘোড়ার গাড়ির রথ দেখানো হয়। বাবা এই রথে বসে বোঝাচ্ছেন যে তিনি আসলে কোন্ রথের ওপর বসেন। বাচ্চাদেরকেই শোনাই। এরপর এই জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে। এনার ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্মে বাবাকে আসতে হয়। ইনি কোনো জ্ঞান দিতে পারবেন না। জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি হলো রাত্রি। ক্রমশ নীচে নামতে থাকে। ভক্তির অনেক রকমের প্রদর্শন রয়েছে। কুস্ত মেলা থেকে শুরু করে কত রকমের মেলা হয়। কিন্তু এইরকম তো কেউই বলে না যে এখন তোমাদেরকে পবিত্র হয়ে নূতন দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবা এসেই বলছেন যে এটা হল সঙ্গমযুগ। আগের কল্পে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়েছিলে, এখন পুনরায় সেই শিক্ষাই গ্রহণ করছ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার গায়নও আছে। নিশ্চয়ই বাবা-ই ঐরকম বানাবেন। তোমরা জানো যে আমরা অপবিত্র গৃহস্থ ধর্মের ছিলাম, এখন বাবা এসে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের পথিক বানাচ্ছেন। তোমরা খুব উঁচু পদ লাভ করো। সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা তোমাদেরকে কতই না শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। বাবার দেওয়া মত হল শ্রী শ্রী অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা এখন শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। কেউই এই শ্রী শ্রী কথার অর্থ বোঝে না। এই টাইটেল তো কেবল শিববাবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু অনেকে তো নিজেকেই শ্রী শ্রী বলে দেয়। মালা জপ করা হয়। ১০৮ রত্নের মালা হয়। কিন্তু ওরা তো ১৬ হাজার ১০৮ এর মালা বানিয়ে দিয়েছে। অষ্টরত্ন তো এর মধ্যেই রয়েছে। চারটে যুগল দানা এবং শিববাবা। আটটা রত্ন এবং নবম হলো আমরা। ওদেরকে রত্ন বলা হয়। ওদেরকে বাবা ঐরকম বানায়। বাবার দ্বারা-ই তোমরা পরশ বুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছ। রেঙ্গুনে একটা জলাশয় আছে। কথিত আছে যে ওতে স্নান করলে পরী হয়ে যাবে। বাস্তবে এটাই হলো সেই জ্ঞানস্নান যার দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে যাও। ঐগুলো তো সব ভক্তিমার্গের কাহিনী। এটা তো হতেই পারে না যে জলে স্নান করলেই পরী হয়ে যাবে। এইগুলো সব ভক্তিমার্গ। কতরকমের কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। কিছুই বোঝে না। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে এই দিলওয়াড়া কিংবা গুরুশিখর আসলে তোমাদেরই স্মৃতিচিহ্ন। বাবা অনেক উঁচুতে থাকেন। তোমরা জানো যে বাবা এবং আমরা আত্মারা যেখানে থাকি, সেটা হলো মূলবতন। সুক্ষবতন তো কেবল সাক্ষাৎকারের জন্য, ওটা কোনো দুনিয়া নয়। সুক্ষবতন কিংবা মূলবতনের ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে ওয়ার্ল্ডের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কেবল একটাই ওয়ার্ল্ড রয়েছে। কেবল এই ওয়ার্ল্ডের জন্যই বলা যাবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। মানুষ বিশ্বশান্তি চায়। ওরা এটা জানে না যে আত্মার স্ব-ধর্মই হলো শান্তি। জঙ্গলে গিয়ে তো কখনো শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তোমরা বাচ্চারা সুখ প্রাপ্ত করো, আর বাকি সবাই শান্তি প্রাপ্ত করে। যারা আসবে, তারা সকলেই আগে শান্তিধামে যাবে, তারপর সুখধামে আসবে। কেউ কেউ অবোধের মতো বলে যে আমি জ্ঞান শুনতে চাইনা, কারণ আমি যদি পরের দিকে আসি তাহলে অনেকটা সময় মুক্তিধামে থাকতে পারব। মুক্তিধামে অনেকটা সময় থাকতে পারলেই ভালো। এখানে হয়তো সর্বাধিক দু-একটা জন্ম নিতে হবে। কিন্তু এটা কি কোনো ব্যাপার হলো? যেমন মশা জন্ম নেওয়ার কিছু

সময় পরেই মরে যায়, সেইরকম একটা জন্মের জন্য এখানে এসে কি কোনো সুখ পাওয়া যাবে ? ওরা তো কোনো কর্মের নয়। ওদের তো যেন কোনো ভূমিকাই নেই। তোমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। তোমাদের মতো সুখ তো কেউ চোখেও দেখবে না। তাই তোমাদেরকে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। অনেকে করছেও। আগের কল্পেও তোমরা পুরুষার্থ করেছিলে। নিজের পুরুষার্থ অনুসারে ফল পেয়েছিলে। পুরুষার্থ না করলে তো কোনো ফল পাবে না। পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হবে। বাবা বলছেন, এভাবেই এই নাটক বানানো আছে। তোমরাও পুরুষার্থ করতে শুরু করবে। এমনি এমনি কিছুই হবে না। তোমাদেরকে অবশ্যই পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ ছাড়া কিছুই হবে না। কাশি হলে কি আপনা আপনি ভালো হয়ে যায়? ওষুধ খাওয়ার পুরুষার্থ তো করতেই হয়। অনেকে তো ড্রামার ওপর সবকিছু ছেড়ে দেয়। যা ড্রামাতে আছে সেটাই হবে। বুদ্ধিতে এইরকম উল্টোপাল্টা জ্ঞান বসানো উচিত নয়। এটাও হলো মায়ারী বিদ্যা। অনেক বাচ্চা পড়াশুনাও ছেড়ে দেয়। এটাকে বলা হয় মায়ার কাছের পরাজয়। এটা তো যুদ্ধ। মায়ার খুব শক্তিশালী। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১ ) শ্রেষ্ঠ রাজত্ব স্থাপন করার জন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলে বাবার সহযোগী হতে হবে। দেবতার। যেমন নির্বিকারী, সেইরকম ঘর-গৃহস্থ থেকে নির্বিকারী হতে হবে। পবিত্র প্রবৃত্তি স্থাপন করতে হবে।

২ ) ড্রামার পয়েন্টকে উল্টোপাল্টা ভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ড্রামার ওপরে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে গেলে চলবে না। পড়াশুনাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। পুরুষার্থের দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি তৈরি করতে হবে।

বরদান :- স্নেহের শক্তি দ্বারা মায়ারী শক্তিকে বিনষ্ট করতে সক্ষম সম্পূর্ণ জ্ঞানী ভব

স্নেহতে লীন হয়ে যাওয়াই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞান। স্নেহই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের বরদান। সঙ্গমযুগে স্বয়ং স্নেহের সাগর পাত্র ভর্তি করে স্নেহের হীরে-মানিক দিচ্ছেন। সুতরাং এখন স্নেহ সম্পন্ন হও। স্নেহের শক্তিতেই পাহাড় প্রমাণ পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়ে জল হয়ে যাবে। মায়ার যতই ভয়ঙ্কর কিংবা রাজকীয় রূপ ধারণ করে বিরোধিতা করুক না কেন, সেকেন্ডের মধ্যে স্নেহের সাগরে মিশে যাও। তাহলেই স্নেহের শক্তি দ্বারা সেই মায়ারী শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

স্লোগান :- যে তন-মন-ধন এবং মন-বচন-কর্ম দ্বারা বাবার কর্তব্যে সদা সহযোগী, সে-ই প্রকৃত যোগী।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এবারে এই ছিঃ ছিঃ কলুষিত দুনিয়ায় আগুন লাগবে, তাই দেহ সহ যা কিছু তোমরা আমার -আমার বল - সেসব ভুলতে হবে, সেসবের প্রতি মোহ রাখবে না"

প্রশ্ন :- বাবা তোমাদের এই দুঃখধামের প্রতি ঘৃণা ধরিয়ে দেন, কেন ?

উত্তর :- কারণ তোমাদের শান্তিধাম - সুখধাম যেতে হবে। এই নোংরা অপরিষ্কার দুনিয়ায় আর থাকার নয়। তোমরা জানো আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাবে, তাই এই শরীর গুলিকে কেন দেখবে ! কারো নাম-রূপের দিকেও যেন বুদ্ধি না যায়। কু চিন্তন করলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । শিববাবা নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে, আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা-ই শোনে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। নিশ্চয় করে তারপরে এই কথা বোঝাতে হবে যে অসীম জগতের পিতা এসেছেন, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তিনি সুখের সম্বন্ধে নিয়ে যান। সম্বন্ধ সুখকে, বন্ধন দুঃখকে বলা হয়। এখন এখানকার কোনও নাম - রূপ ইত্যাদির প্রতি মোহ রেখো না। নিজের প্রকৃত গৃহ পরমধামে ফেরার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। অসীম জগতের বাবা এসে গেছেন, সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাই কারো প্রতি মোহ রাখবে না। এইসব হল এখানকার ছিঃ ছিঃ বন্ধন। তোমরা ভাবো আমরা এখন পবিত্র হয়েছি তো আমাদের শরীরটাকে কেউ যেন স্পর্শ না করে অপবিত্র ভাবনা নিয়ে । সেসব চিন্তাও দূর হয়ে গেছে । পবিত্র না হয়ে ঘরে ফিরতে পারবে না । দন্ড ভোগ করতে হবে, না শোধরালে। এই সময় সব আত্মাই হল ভুল, বৈঠক। শরীরের সাথে ছিঃ ছিঃ কর্ম করে। ছিঃ ছিঃ দেহধারীদের প্রতি মোহ রয়েছে। বাবা এসে বলেন - এই সব কুচিন্তন সব ত্যাগ করো। আত্মাকে শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরতে হবে। এই দুনিয়া হল অত্যন্ত ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, এখানে তো আর আমাদের থাকবার নয়। কাউকে দেখার তোমাদের ইচ্ছেও হয় না। এখন তো বাবা এসেছেন স্বর্গে নিয়ে যেতে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। কোনো দেহধারীর প্রতি মোহ রেখো না। আকর্ষণ যেন একেবারেই না থাকে। স্ত্রী-পুরুষের খুব প্রেম থাকে। একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এখন তো নিজেকে আত্মা ভাই - ভাই নিশ্চয় করতে হবে। কুচিন্তন করা উচিত নয়। বাবা বোঝান - এখন এই হল বেশ্যালয়। বিকারের জন্যেই তোমরা আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ ভোগ করেছ। বাবা ঘৃণা ধরিয়ে দেন। এখন তোমরা স্টিমারে বসে আছো যাওয়ার জন্য। আত্মা বুঝেছে এখন আমরা যাচ্ছি বাবার কাছে। এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হয়। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, নরক বেশ্যালয়ে আমাদের থাকবার নয়। তাই বিশ্বের জন্যে কুচিন্তা করা খুব খারাপ । পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের ফুলের মতো খুব সুন্দর দুনিয়ায়, সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি তোমাদের এই বেশ্যালয় থেকে বের করে শিবালয়ে নিয়ে যাব, তাই এখন বুদ্ধির যোগ থাকা উচিত নতুন দুনিয়ার প্রতি । কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, এই অসীম (বেহদের ) সৃষ্টি কিভাবে আবর্তিত হয়, সে কথা তো বুদ্ধিতে আছে। সৃষ্টি চক্রের কথা জানলে অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। যদি দেহধারীর সঙ্গে বুদ্ধি যোগ যুক্ত করবে তো পদ ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। কোনও দেহের সম্পর্ক যেন স্মরণে না আসে। এই হল দুঃখের দুনিয়া, এখানে সবাই দুঃখ-ই দেবে।

বাবা ডাটি দুনিয়া থেকে সবাইকে নিয়ে যান, তাই এখন নিজ নিকেতন বা পরমধামের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাতে হবে। মানুষ ভক্তি করে - মুক্তিতে যাওয়ার জন্য। তোমরাও বল - আমরা আত্মা আমাদের এখানে থাকার নয়। আমরা এই ছিঃ ছিঃ শরীর ত্যাগ করে নিজের ঘর পরমধাম ফিরে যাব, এই দেহ টি তো পুরানো জুতো। বাবাকে স্মরণ করতে করতে এই শরীর থেকে মুক্ত হব। শেষ সময়ে বাবা ছাড়া আর অন্য কিছুই যেন স্মরণে না থাকে। এই শরীরও এইখানে ত্যাগ করতে হবে। শরীর ত্যাগ করলেই সবকিছু চলে যাবে। দেহ সহ যা আছে, তোমরা যা কিছু আমার-আমার বোলো, সেসব ভুলে যেতে হবে। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে আগুন লাগবে, তাই এই দুনিয়ার প্রতি মোহ রাখবে না। বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছি। তোমরা সেখানে গিয়ে থাকবে। এখন তোমাদের মুখ স্বর্গের দিকে আছে। বাবাকে, ঘর বা পরমধামকে, স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। দুঃখধামের প্রতি অরুচি হয়। এই দেহের প্রতিও অরুচি হয়। বিবাহ ইত্যাদি করার বা কি প্রয়োজন। বিবাহের পরে মোহ হয়ে যায় শরীরের সাথে। বাবা বলেন এই পুরানো জুতো গুলির প্রতি আকর্ষণ রেখো না। এ হল বেশ্যালয়। সবাই পতিত। এই হল রাবণ রাজ্য। এখানে কারো প্রতি মোহ রাখবে না, একমাত্র বাবা ছাড়া। বাবাকে স্মরণ না করলে জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হবে না। তারপরে দন্ড ভোগ করাও খুব কষ্টকর। পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এই কলিযুগী বন্ধন ত্যাগ করাটাই ভালো, তাইনা। বাবা সবার জন্য অসীম জগতের সব বিষয় বোঝাচ্ছেন। যখন রজোপ্রধান সন্ন্যাসী ছিলে তখন দুনিয়া এত নোংরা ছিল না। জঙ্গলে বাস করত। সবাই খুব আকৃষ্ট হত। মানুষ সেই খানে তাদের খাবার পৌঁছে দিত। নির্ভয়ে বাস করত। তোমাদেরও নির্ভয় হতে হবে, এর জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। বাবার কাছে এলে বাচ্চাদের খুশী অনুভব হয়। আমরা অসীম জগতের বাবার কাছে সুখধামের অবিনাশী অধিকার প্রাপ্ত করি। এখানে তো অনেক দুঃখ আছে। কত রকমের কঠিন সাংঘাতিক অসুখ ইত্যাদি হয়। বাবা তো গ্যারান্টি দিয়ে বলেন - তোমাদের সেখানে নিয়ে যাই, যেখানে দুঃখ, অসুখ ইত্যাদির নাম চিহ্ন নেই। অর্ধকল্পের জন্যে তোমাদের হেলদি বা সুস্থ করি। এখানে কারো সঙ্গে মোহ রাখলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে।

তোমরা বোঝাতে পারো, তারা বলে ৩ মিনিটের সাইলেন্স। বোলো, শুধু সাইলেন্স দিয়ে কি হবে। এইখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। সাইলেন্সের বর প্রদান করেন বাবা। তাঁকে স্মরণ না করলে শান্তি প্রাপ্ত হবে কিভাবে? তাঁকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার রূপী অবিনাশী স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। টিচাররা, তোমাদের এ বিষয়ে অনেক পাঠ পড়াতে হবে। একেবারে সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত, কেউ কিছু বলতে পারবে না। বাবার আপন হয়েছ তো উদরপূর্তির জন্যে খাবার তো পাবেই, শরীর নির্বাহের জন্যও অনেক কিছু পাবে। যেমন বেদান্তি কন্যা, পরীক্ষা দিল, তাতে একটি পয়েন্ট ছিল - গীতার ভগবান কে? সে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের নাম লিখে দিল তো তাকে ফেল করে দেওয়া হল। আর যারা কৃষ্ণের নাম লিখল, তারা পাস করল। কন্যাটি সত্য কথা বলল তারা না জানার দরুন ফেল করিয়ে দিল। তারপরে তাদের সাথে তর্কের দ্বারা প্রমাণ করে বলতে হল আমি সত্য লিখেছি। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণ দেহধারী তো হতে পারে না। কিন্তু কন্যাটির ইচ্ছে ছিল এই আধ্যাত্মিক সার্ভিস করার তাই সে পড়া ছেড়ে দিল।

তোমরা জানো এখন বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজের শরীর ত্যাগ করে সাইলেন্সের দুনিয়ায় যেতে হবে। স্মরণ করলে হেল্‌থ - ওয়েলথ দুই-ই প্রাপ্ত হয়। ভারতে পীস-প্রপার্টি শান্তি-সমৃদ্ধি (পীস-প্রপার্টি) ছিল, তাই না। এমন কথা তোমরা কুমারীরা বসে বোঝাও তো কেউ তোমাদের নাম নেবে না। যদি কেউ সামনে এসে তর্কও করে, তোমরা যুক্তি সহকারে তার প্রত্যুত্তর দাও। বড় অফিসারদের কাছে যাও। তারা কি করবে ? এমন নয় যে তোমরা না খেয়ে মরবে। কলা দিয়ে, দই দিয়ে রুটি খেতে পারো। মানুষ পেটের জন্যে কত পাপ করে। বাবা এসে সবাইকে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা বানান। এর জন্য পাপ করার, মিথ্যা বলার কোনও দরকার নেই। তোমরা তো ৩/৪ ভাগ সুখ প্রাপ্ত কর, ১/৪ ভাগ দুঃখ ভোগ কর। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। আর কোনও উপায় নেই। ভক্তিমার্গে অনেক ধাক্কা খেয়েছ। শিবের পূজা তো ঘরেও করতে পার কিন্তু তবুও বাইরে মন্দিরে নিশ্চয়ই যাও। এখানে তো তোমরা ভগবান পিতাকে পেয়েছ। তোমাদের কোনও চিত্র রাখার প্রয়োজন নেই। বাবাকে তোমরা জানো। তিনি হলেন আমাদের অবিনাশী জগতের পিতা, বাচ্চাদের স্বর্গের বাদশাহীর অবিনাশী অধিকার দিচ্ছেন। তোমরা বাবার কাছে সেই অধিকার নিতে এসেছ। এখানে কোনও শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করার ব্যাপার নেই। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা, আমরা ব্যাস্ এলাম বলে। তোমরা পরমধাম ত্যাগ করেছ, কত সময় হয়েছে ? সুখধাম ছেড়ে এসেছ ৬৩ জন্ম হয়েছে। এখন বাবা বলেন শান্তিধাম, সুখধাম চলো। এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করো আর কোনও কঠিন কাজ নেই। শিববাবার কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করার দরকার নেই। ব্রহ্মা বাবা সে সব পড়েছেন। তোমাদের তো এখন শিববাবা পড়াচ্ছেন। ইনিও অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাও পড়াতে পারেন। কিন্তু তোমরা সর্বদা নিশ্চয় রাখবে শিববাবার প্রতি। তাঁকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। মধ্যখানে ইনিও (ব্রহ্মাবাবাও) রয়েছেন।

এখন বাবা বলেন সময় খুব কম, আর বেশি নেই। এমন চিন্তন করবে না যা ভাগ্যে আছে তাই হবে, তাই প্রাপ্ত হবে। স্কুলে পড়াশোনা করার জন্যে পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হয় কিনা। এমন বলো নাকি যা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে ! এখানে না পড়লে সেখানে জন্ম-জন্মান্তর চাকরি ইত্যাদি করতে থাকবে। রাজস্ব প্রাপ্ত হবে না। তারপরে শেষে গিয়ে হয়ত বা রাজমুকুট প্রাপ্ত করবে, তাও ত্রেতা যুগে। মুখ্য কথা হল - পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র বানানো। সত্য নারায়ণের সত্য কাহিনী শোনানো খুব সহজ। দুই জন পিতা, দেহের (হৃদয়ের) পিতার কাছে পার্থিব সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়, অসীম জগতের (বেহৃদয়ের) পিতার কাছে অসীমের অধিকার। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো তাহলে দেবতায় পরিণত হবে। কিন্তু তাতেও উঁচু পদের অধিকারী হতে হবে। পদ লাভের জন্য কতো মারামারি করে। শেষ কালে বস্তুও তাদের এই কাজে সাহায্য করবে। এই এত ধর্ম কি আর তখন ছিল। আবারও থাকবে না। তোমরা তো রাজস্ব করবে, তাই নিজেদের উপরে দয়া তো করো - মিনিমাম উঁচু পদের অধিকারী তো হতে হবে। কন্যারা আট আনা দিয়ে বলে - আমাদের নামে একটি ইঁট লাগিয়ে দিও। সুদামার দৃষ্টান্ত শুনেছ কিনা। এক মুঠো চালের বদলে প্রাসাদ লাভ হয়েছিল। গরিবের কাছে আট আনা-ই আছে তো সে তো সেটাই দেবে, তাই না। তারা বলে, বাবা আমরা গরিব। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রকৃত অর্থে উপার্জন কর। এখানে সবার উপার্জন হল মিথ্যা। দান - পুণ্য ইত্যাদি যা করে, সব পাপাত্মাদেরকে করে। তাতে পুণ্যের বদলে পাপ হয়ে যায়। যে দান করে তারই পাপ হয়ে যায়। এমন কর্ম করে সবাই পাপ আত্মা হয়ে যায়। পুণ্য আত্মা থাকে সত্যযুগে। ঐ দুনিয়া হল পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। সেই দুনিয়া তো বাবা-ই তৈরি করবেন। পাপ

আত্মায় তো রাবণ পরিণত করে, আত্মা মলিন হয়ে পড়ে। এখন বাবা বলেন কুকর্ম কোরো না। নতুন দুনিয়ায় মলিনতা থাকে না। নামটাই হল স্বর্গ, তাহলে আর কি, স্বর্গ বললেই মুখে জল এসে যায়। দেবতারা সেই দুনিয়ায় ছিলেন, তাই তো তার স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। আত্মা হল অবিনাশী। অ্যাক্টরের সংখ্যা হল বিপুল। কোথাও তো বসে থাকে তারা, যেখান থেকে পার্ট প্লে করতে আসেন। এখন কলিযুগে কত অসংখ্য মানুষ আছে। এখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য নেই। কাউকে বোঝানো তো খুব সহজ। বর্তমানে পুনরায় এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে, বাকি সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা যখন স্বর্গে ছিলে, তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। চিত্রে রামের হাতে তীর ধনুক দেওয়া হয়েছে। সেখানে তীর ধনুকের তো কথাই নেই। এই কথাও তোমরা বুঝেছে। যে যা সার্ভিস করেছে কল্প পূর্বে, সেইটি এখনও করে। যে অনেক সার্ভিস করে, সে বাবার প্রিয় হয়। লৌকিক পিতার যে সন্তান ভালো ভাবে পঠন-পাঠন করে, পিতার স্নেহ তার প্রতি বেশি থাকে। যে ঝগড়াঝাটি করে থাকে তার প্রতি অত স্নেহ কি থাকবে ! সার্ভিসেবল বাচ্চারা বেশি প্রিয় হয়।

একটি গল্প আছে - দুইটি বেড়াল লড়াই করে। মাখন কৃষ্ণ খেয়ে নেয়। সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী রূপী মাখন তোমরা প্রাপ্ত কর। অতএব এখন আর গাফিলতি করবে না। ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ কলুষিত হবে না। এসবের পিছনে গিয়ে নিজের রাজত্ব হারিয়ে ফেলো না। বাবার ডাইরেকশন প্রাপ্ত করছ, স্মরণ না করলে পাপের বোঝা বাড়তে থাকবে, তারপরে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। তখন চিৎকার করে কাঁদবে। তোমরা ২১ জন্মের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। এতে ফেল হলে খুব কাঁদবে। বাবা বলেন - না পিতৃগৃহ, না শ্বশুর গৃহের কথা স্মরণ করবে। ভবিষ্যতের নতুন গৃহের কথা-ই স্মরণ করতে হবে।

বাবা বোঝান কাউকে দেখে লাটু হয়ে যেও না। ফুল হতে হবে। দেবতারা ছিলেন ফুল, কলিযুগে তোমরা কাঁটা ছিলে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে খুব সুন্দর ফুলে পরিণত হচ্ছে। কাউকে দুঃখ দেবে না। এখানে এমন স্বরূপে পরিণত হবে তবে সত্যযুগে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১ ) শেষ সময়ে একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে তার জন্যে এই দুনিয়ায় কারো প্রতি মোহ রাখবে না। ছিঃ ছিঃ শরীর গুলি ভালোবাসবে না। কলিযুগী বন্ধন মেটাতে হবে।

২ ) বিশাল বুদ্ধি হয়ে নির্ভয় হতে হবে। পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্যে কোনও পাপ এখন আর করবে না। পেটের জন্য মিথ্যে বলবে না। এক মুঠো চাল সফল করে প্রকৃত সত্য উপার্জন জমা করতে হবে, নিজের উপর দয়া করতে হবে।

বরদান :- সদা স্নেহী হয়ে উড়তি কলার বরদান প্রাপ্তকারী নিশ্চিত বিজয়ী, নিশ্চিত ভব

ব্যাখ্যা: স্নেহী বাচ্চাদের বাপদাদার দ্বারা উড়তি কলার বরদান প্রাপ্ত হয়। উড়তি কলার দ্বারা সেকেন্ডে বাপদাদার কাছে পৌঁছে যাও, তাহলে মায়া যে রূপেই আসুক না কেন স্পর্শ করতে পারবে না। পরমাত্মার ছত্রছায়ার ভিতরে মায়ার ছায়া পড়তে পারবে না। স্নেহ, পরিশ্রমকে মনোরঞ্জে পরিবর্তন করে। স্নেহ প্রতিটি কর্মে নিশ্চিত বিজয় অনুভব করায়, স্নেহী বাচ্চারা সব সময় নিশ্চিন্ত থাকে।

স্লোগান - নাথিং নিউ এর স্মৃতি দ্বারা সদা অচল থাকো তাহলে খুশীতে নাচ করতে থাকবে ।

**"বিশেষ আত্মাদের কর্তব্য"**

আজ দিলারাম বাবা তাঁর চিত্তানন্দ বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সারা বিশ্বে তোমরা বাচ্চারাই সদা আনন্দচিত্ত। বাকি আর সবাই কখনো না কখনো কোনো না কোনো ব্যাপারে মনোদুঃখে দুঃখী। এইরকম হৃদয়-বেদনা হরণকারী দুঃখ-হতা সুখদাতা বাবার সুখস্বরূপ বাচ্চা তোমরা। আর অন্যদের হৃদয় থেকে মর্মান্তিক যন্ত্রণার 'হায় হায়' শব্দ নির্গত হয়। সেক্ষেত্রে, তোমরা চিত্তানন্দ বাচ্চাদের হৃদয় থেকে 'বাহ বাহ' আওয়াজ ধ্বনিত হয়। যেমন স্থূল শরীরের আওয়াজ বিভিন্ন রকমের হয়, একইভাবে আজকের মানব আত্মাদের মনের যন্ত্রণাও অনেক রকম হয়। কখনো দেহের কর্মভোগের যন্ত্রণা, কখনো সম্বন্ধ-সম্পর্কে দুঃখী হওয়ার যন্ত্রণা, কখনো অনেক ধনাগমে বা ধন হ্রাস হয়ে যাওয়া, উভয় ক্ষেত্রেই চিন্তার মানসিক যন্ত্রণা, আবার কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে প্রাপ্ত দুঃখের মর্মসীড়া। এইভাবে এক যন্ত্রণা থেকে অনেক যন্ত্রণা জন্মাতে থাকে। সারা বিশ্বই দুঃখ কষ্টে চিৎকার করছে। এমন সময়ে তোমরা সব সুখদায়ী, সুখস্বরূপ বাচ্চার কর্তব্য কি? জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ-কষ্টের ঋণ থেকে সবাইকে রেহাই দাও। এই পুরানো ঋণ দুঃখ-কষ্টের ব্যাধি হয়ে গেছে। এইরকম সময়ে তোমাদের সকলের কর্তব্য দাতা হয়ে যে আত্মার যে রকম ঋণের ব্যাধি আছে, সেই আত্মাকে যা তার খামতি সেটা প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ কর। যেমন শারীরিক কর্মভোগে দুঃখ-বেদনায় থাকা আত্মা কর্মযোগী হয়ে কর্মযোগ দ্বারা কর্মভোগ সমাপ্ত করতে পারে, এইরকম কর্মযোগী হওয়ার জন্য তাদেরকে শক্তির প্রাপ্তির মহাদান দাও। তাদেরকে এটা বরদান হিসেবে দাও কারণ তারা ঋণগ্রস্ত অর্থাৎ শক্তিহীন, শূন্য। এইরকম আত্মাদের তোমার কর্মযোগের শক্তির ভাগ দাও। তোমাদের জমাখাতা থেকে কিছু না কিছু দিয়ে তাদের হিসেবের খাতায় জমা কর, তবেই তারা ঋণের ব্যাধি থেকে নিস্তার পাবে। এত সময় ধরে বাবার ডিরেক্ট উত্তরাধিকারী হয়ে সর্বশক্তির উত্তরাধিকার হিসেবে যা জমা করেছে, সেই জমাখাতা থেকে উদার চিত্তে দান কর, তবেই তোমরা তাদের মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারবে। অন্তিম সময় যেমন কাছে চলে আসছে, সেই অনুপাতে সকল আত্মার ভক্তির শক্তিও সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দ্বাপরযুগে অন্ততপক্ষে রজঃগুণী আত্মাদের মধ্যে তবুও দান-পুণ্য, ভক্তির শক্তি ছিল, যা তাদের জমাখাতায় সঞ্চিত ছিল। সেইজন্য তাদের আত্মাদের জীবন ধারণের জন্য কিছু না কিছু শক্তির সাধন ছিল, কিন্তু এখন তমোগুণী আত্মারা, এই অল্প সময়ের সাময়িক সুখের আত্মার জীবন ধারণের জন্য সাময়িক সুখের সাধন থেকে তমোগুণী আত্মারা শূন্য হয়ে গেছে অর্থাৎ ভক্তির ফলও খেয়ে ফেলায় তারা খালি হয়ে গেছে। ভক্তি এখন শুধুই নামে মাত্র। ফলদায়ক ভক্তি নেই। ভক্তি-বৃক্ষ এখন পূর্ণরূপে বিস্তার লাভ করেছে। বৃক্ষের রঙ-বেরঙের সৌন্দর্য অবশ্যই আছে, কিন্তু শক্তিহীন হওয়ার কারণে ফল লাভ হয় না। যেভাবে স্থূল বৃক্ষ যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, পুরোপুরি জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছায়, তখন আর ফলদায়ক হতে পারে না, কিন্তু ছায়া দিতে পারে। ঠিক একইভাবে, ভক্তি-বৃক্ষ তাদের চিত্ত খুশি করার ছায়া অবশ্যই দিচ্ছে। আমরা গুরু করেছি, মুক্তি পেয়ে যাব। তীর্থযাত্রা দান-পুণ্য করেছি, প্রাপ্তিলাভ হবে- অন্তরকে খুশি করার সান্ত্বনার এই ছায়া এখন থেকে গেছে। "যদি এখন না হয়, তবে কোনো না কোনো সময় পেয়েই যাব", বেচারী ভোলা ভক্তরা এই ছায়ায় আরাম করছে, কিন্তু তাদের কোন ফল নেই, সেইজন্য আত্মার জীবন ধারণের হিসেবের খাতা সকলেরই শূন্য। সুতরাং এইরকম সময়ে তোমরা সব ভরপুর আত্মার কর্তব্য হলো তোমাদের নিজেদের জমাখাতার অংশ থেকে এমন আত্মাদের সাহস আর উৎসাহ দাও। তুমি কি জমা করেছে নাকি নিজের জন্য শুধু

অর্জন করেছে আর খেয়েছে ? যদি শুধু অর্জন করেছে আর খেয়েছে তো সেটা রাজযোগী হওয়া বলা হবে না । স্বরাজ্য অধিকারী হওয়া বলা হবে না । রাজার ভান্ডার সদা পরিপূর্ণ থাকে । প্রজা প্রতিপালনের দায়িত্ব রাজার ওপরে ন্যস্ত । স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ সর্ব খাজানা (ভান্ডার) পরিপূর্ণ । যদি ভান্ডার পরিপূর্ণ না হয় তবে এখনও প্রজা যোগী, রাজযোগী নও । প্রজা শুধু উপার্জন করে আর খায় । বিত্তবান (সাহকার) প্রজারা যা পুঞ্জীভূত করে, তার থেকে অল্প বিস্তর রেখে দেয়, কিন্তু রাজা ভান্ডারের মালিক । সুতরাং রাজযোগী অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, যার কোনও ভান্ডারের জমার খাতা শূন্য হয় না । অতএব, নিজেকে চেক কর, ধনভান্ডার পরিপূর্ণ কিনা ! দাতার বাচ্চারা সবাইকে দিতে চাওয়ার অনুভব কর নাকি নিজেকে নিয়েই মেতে আছে ? স্ব-পালনেই সময় কেটে যায় নাকি অন্যদের ভরণপোষণের জন্য সময় আর ভান্ডার পরিপূর্ণ আছে । এখানে সঙ্গমযুগ থেকে যাদের আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন কর্মের সংস্কার আছে, তারাই ভবিষ্যৎ প্রজাপালক বিশ্ব রাজন হতে পারে । রাজা বা প্রজা হওয়ার স্ট্যাম্প এখানেই প্রযুক্ত হয় । স্টেটাস সেখানে লাভ হয় । যদি এখানের স্ট্যাম্প প্রযুক্ত না হয় তবে সেখানে স্ট্যাটাস নেই । সঙ্গমযুগ স্ট্যাম্প অফিস । বাবা এবং ব্রাহ্মণ পরিবার দ্বারা স্ট্যাম্প গৃহীত হয় অর্থাৎ লাভ হয় । সুতরাং, যল্ল সহকারে নিজেকে পরীক্ষা কর । তোমার স্টক চেক কর । এমন না হয় সেই সময়ে একটা অপ্রাপ্তি তোমার সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারণা না করে । যখন স্কুল স্টক জমা করে সমস্ত রেশন সংগৃহীত হয় আর তারপরেও যদি ছোট একটা ম্যাচ বক্স (দেশলাই বাক্স) বাকি থেকে যায় তো মুদিখানার সামগ্রী দিয়ে কি করবে ? তোমাদের অগণিত প্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও একটা অপ্রাপ্তি প্রবঞ্চনা করতে পারে । একইভাবে, একটা জিনিসের অভাব সম্পন্নতার স্ট্যাম্প মুদ্রণের অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে তোমাদের ভুলপথে চালিত করবে । এটা ভেবোনা, স্মরণের শক্তি তো আমার আছে, সুতরাং যদি একটা গুণের অভাব হয়, সেটা কোন ব্যাপার নয় । স্মরণের শক্তি মহান, নাস্ত্রার ওয়ান সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু কোনও একটা গুণের অভাবেও কখনো কোন সময়তে ফুল পাসের পরিবর্তে তোমাদের ফেল করিয়ে দেবে । এটা ছোট ব্যাপার নয় । প্রত্যেকটা গুণের মহত্ব আর সম্বন্ধও এক গভীর হিসেব, বাবা অন্য কোন সময়ে এই বিষয়ে তোমাদের শোনাবেন ।

তোমরা সব বিশেষ আত্মার কর্তব্য কি, বাবা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । বুঝেছ তোমরা ? এই সময় তোমরা রাজধানী দিল্লি থেকে এখানে এসেছ, তাই না ! সেইজন্য রাজ্য অধিকারীদের সম্বন্ধে বাবা তোমাদের বলেছেন । রাজধানীতে মহল তোমাদের এমনিই লাভ হবে না ! শক্তি দানের মাধ্যমে পুষ্টিসাধন করে তোমাদের প্রজা তৈরি করতে হবে । যারা দিল্লি থেকে আগত তারা অবশ্যই প্রবল উদ্যমে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই না ! তোমরা রাজধানীতে থাকতে চাও, দূরে তো যেতে চাও না, নয় কি ?

গুজরাট থেকে আগতরা এখনও সাথে আছে । সঙ্গমে মধুবনের সাথে তোমরা আছে, সুতরাং রাজ্যেও একসাথে হবে, তাই না ! সাথে থাকার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে তো? তৃতীয় হলো ইন্দোর । ইন-ডোর অর্থাৎ ঘরবাসী । সুতরাং ইন্দোর জোন থেকে আগতরা রাজ্যের ঘরে থাকবে, তাই না ?

এমনকি এখনও তোমরা বাবার হৃদয়-ঘরে থাক । সুতরাং তোমাদের তিনের কাছাকাছি হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু মিল আছে । সদা এইভাবেই এই ভাগ্যের রেখা তৈরি করতে থাক আর এটা প্রসারিত করতে থাক । আত্মা -

যারা এইরকম সদা সম্পন্ন-ভাবের কর্তব্য সম্পাদন করে, যারা নিজেদের দাতা-ভাবের শ্রেষ্ঠ সংস্কার দ্বারা সকলের কষ্ট মোচন করে, যারা সদা স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে, যারা সকল ঐশ্বর্যে ভান্ডার পরিপূর্ণ করে, মাস্টার দাতা বরদাতা এমন রাজযোগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার-

১ ) সবাই নিজেকে সাক্ষীভাবের সীটে স্থিত আত্মা অনুভব কর ? সাক্ষীভাবের এই স্থিতি সবচেয়ে মনোরম আর শ্রেষ্ঠ সীট । এই সীটে বসে সবকিছু করতে দেখতে খুব আনন্দ হয় । যেমন সীট ভালো হলে বসতে আনন্দ পাওয়া যায়, নয় কি ? সীট ভালো না হলে বসে আনন্দ নেই । এই সাক্ষীভাবের সীট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সীট । এই সীটে সদা থাক তোমরা ? দুনিয়াতেও আজকাল সীটের পিছনে তারা দৌড়াদৌড়ি করছে । তোমরা তো কত ভালো সীট লাভ করেছ । কেউ তোমাদের এই সীট থেকে সরাতে পারবে না । তাদের কত ভয়, আজ সীট আছে কিন্তু কাল না-ও থাকতে পারে । তোমাদের সীট অবিনাশী, নির্ভয়ে বসতে পার । তাহলে, তোমরা সাক্ষীভাবের সীটে সদা থাক ? যারা আপসেট তারা সেট হতে পারে না । সদা এই সীটে সেট থাক । এটা এমনই আরামদায়ক সীট যার ওপরে বসে যা দেখতে চাও, যা অনুভব করতে চাও তা করতে পার ।

২ ) নিজেদের এই সৃষ্টিতে কোটির মধ্যে কিছুসংখ্যক আর কিছু সংখ্যকের মধ্যে এইরকম বিশেষ আত্মা মনে কর ? বলা হয় যে কোটির মধ্যে কতিপয় মাত্র বাবার হয়, সেই কতিপয়ের মধ্যে আমি আছি ! এই খুশি সদা থাকে ? বিশ্বের অনেক আত্মা বাবাকে পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করছে, সেখানে তোমরা পেয়ে গেছ । বাবার হওয়া অর্থাৎ বাবাকে পাওয়া । দুনিয়া তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তোমরা তাঁর হয়ে গেছ । ভক্তিমার্গ আর জ্ঞানমার্গের মধ্যে অনেক তারতম্য আছে । জ্ঞান হলো পঠন-পাঠন, ভক্তি পঠন-পাঠন নয় ; এটা সাময়িক সময়ের জন্য আধ্যাত্মিক মনোরঞ্জন । কিন্তু সদাকালের প্রাপ্তির সাধন হলো জ্ঞান । সুতরাং সদা এই স্মৃতিতে থেকে অন্যদেরও সমর্থ বানাও । যা তোমাদের খেয়ালে বা স্বপ্নেও ছিল না, তা তোমরা প্র্যাকটিক্যালি প্রাপ্ত করেছ । বাবা প্রতিটা কোণ থেকে তাঁর বাচ্চাদের গ্রহণ করে নিজের বানিয়েছেন । অতএব, এই খুশিতে থাক ।

৩ ) সবাই নিজেকে একই বাবার, একই মত অনুসরণকারী একরস স্থিতিতে অর্থাৎ একের গভীরে নিমজ্জিত স্থিতিতে নিরন্তর স্থিত থাকার অনুভব কর ? যখন তোমাদের এক বাবা আছেন, দ্বিতীয় কেউই নেই তখন তোমাদের স্থিতি সহজেই একরস স্থিতি (নিমজ্জমান স্থিতি) হয়ে যায় । এইরকম অনুভব হয় ? যখন দ্বিতীয় কেউই নেই তখন তোমাদের বুদ্ধি কোথায় যাবে ? আর কোথাও যাওয়ার মার্জিনই নেই । শুধুই আছেন এক যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম । যেখানে দু'চারটে ব্যাপার আছে সেখানে সেই সম্পর্কে তোমাদের জন্য ভাবার কিছু মার্জিন আছে । যখন একটাই রাস্তা আছে, তখন কোথায় যাবে তোমরা ? সুতরাং, এখানে, মার্গ দেখানোর সহজ বিধি - এক বাবার হওয়া, এক মতে থাকা, অবিচল স্থিতি এবং একই পরিবার । সুতরাং এক স্মরণে রাখ, তবেই ওয়ান নম্বর হয়ে যাবে । একের হিসেব জানতে হবে, শুধু এটুকুই । যেখানেই থাক, কিন্তু একের স্মরণ থাকলে, তোমরা সদা তাঁর সাথে আছ, দূরে নয় । যেখানে বাবার সাহচর্য আছে সেখানে মায়া সাথে থাকবে, এমন হতেই পারে না । মায়া তখনই আসে যখন তোমরা বাবার থেকে সরে যাও । এমনিতে মায়া আসে না । সরেও যেও না, মায়াও আসবে না ! শুধু একেরই মহত্ব ।

অধর কুমারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার

সদা প্রবৃত্তিতে থেকে অলৌকিক প্রবৃত্তিতে থাক তোমরা ? সবাই তোমরা গার্হস্থ্য জীবনের উর্ধ্বে থেকে, সদা ট্রাস্টি রূপে নিজেদের অনুভব কর ? ট্রাস্টি অর্থাৎ সদা সুখী আর গৃহস্থ অর্থাৎ সদা দুঃখী, তুমি কে ? সদা সুখী । এখন দুঃখের দুনিয়া তোমরা ছেড়ে দিয়েছ, এর থেকে বার হয়ে গেছ । এখন সঙ্গমযুগী সুখময় দুনিয়াতে আছ । তোমরা অলৌকিক প্রবৃত্তির, লৌকিক প্রবৃত্তির নও । নিজেদের মধ্যেও অলৌকিক বৃত্তি, অলৌকিক দৃষ্টি যেন থাকে !

ট্রাস্টি হওয়ার লক্ষণ সদা স্বতন্ত্র অথচ বাবার অনুরাগী । যদি স্বতন্ত্রতা আর অনুরাগ না থাকে, তবে তোমরা ট্রাস্টিও নও । গার্হস্থ্য জীবন অর্থাৎ বন্ধনযুক্ত জীবন । ট্রাস্টি জীবন নির্বন্ধন জীবন । ট্রাস্টি হওয়াতে সব বন্ধন সহজেই সমাপ্ত হয়ে যায় । বন্ধনমুক্ত হলে সদা সুখী । তাদের কাছে দুঃখের তরঙ্গ আসতেও পারে না । যদি সঙ্কল্পেও থাকে যে আমার ঘর, আমার পরিবার, এটা আমার কাজ, তবে এই স্মৃতিও মায়াকে আহ্বান করে । সুতরাং আমার এই শব্দ পরিবর্তন করে তোমার করে দাও । যখন বলো, তোমার , তখন দুঃখের অবসান ঘটে । আমার বলা অর্থাৎ বিভ্রান্ত হওয়া, তোমার বলা অর্থাৎ সুখানুভবে থাকা । এখন যদি সুখানুভবে না থাক তো কবে থাকবে ! সঙ্গমযুগই আনন্দের যুগ, সেইজন্য সদা উৎফুল্ল থাক । স্বপ্ন আর সঙ্কল্পেও ব্যর্থ হতে দিও না । অর্ধেক কল্প সবকিছু নষ্ট করেছে, নষ্ট করার সময় পার হয়ে গেছে । এখন অর্জনের সময় । যত সমর্থ হবে সেই অনুযায়ী ততই অর্জন করে জমা করতে পারবে । এত জমা কর যা ২১ জন্ম ধরে আরামে খেতে সমর্থ হবে । স্টক যেন এতটাই হয় যাতে অন্যদেরও দিতে পার, কারণ তোমরা দাতার বাচ্চা । যত জমা হবে খুশি অবশ্যই ততটাই হবে ।

সদা এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই - এই একাগ্রতায় মগ্ন থাক । যেখানে একাগ্রতা সেখানে বিদ্ব থাকতে পারে না । যখন দিন হয় তখন রাত থাকে না, রাতের কালে দিন থাকে না । সুতরাং বিদ্ব আর অনুরাগের ক্ষেত্রেও একই রকম । একাগ্রতা এমন শক্তিশালী যা বিদ্বকে ভস্ম করে দেয় । তোমরা এমনই বিদ্বমুক্ত একাগ্র আত্মা হয়েছ ? যত বড়ই বিদ্ব হোক, এমনকি মায়া যদি বিদ্বরূপে আসেও, যারা একাগ্র তারা সেই বিদ্ব এমনভাবে পরাস্ত করে যেন মাখন থেকে চুল টেনে বার করছে । একাগ্রতাই তোমাদের সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করায় । যেখানে বাবা আছেন, সেখানে অবশ্যই প্রাপ্তি আছে । বাবার ধনভান্ডার বাচ্চাদের ।

মাতাদের সাথে:- তোমরা শক্তিসেনা, তাই না ! মাতারা জগৎ মাতা হয়ে গেছে । এখন আর সীমিত পরিসরের মাতা নয় । সদা নিজেদের জগৎ মাতা মনে কর । সীমিত পরিধির গার্হস্থ্য বন্ধনে তোমরা আটকে পড় না । অসীম জগতের সেবায় সদা খুশি থাক তোমরা । কত শ্রেষ্ঠ পদ বাবা তোমাদের দিয়েছেন । দাসী হওয়া থেকে জতাঁর মাথার মুকুট বানিয়ে দিয়েছেন । বাহু আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ! শুধু এই গীত গাইতে থাক । শুধুমাত্র এই একটা কাজ বাবা তোমাদের দিয়েছেন, কারণ মাতারা দিশাহীন হয়ে দীর্ঘকাল এদিকে-ওদিকে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেছে ।

সুতরাং মাতাদের ক্লান্তি দেখে, বাবা তাদের সেই ক্লান্তি থেকে রেহাই দিতে এসেছেন । ৬৩ জন্মের ক্লান্তি এক জন্মে সমাপ্ত করে দিয়েছেন ? এক সেকেণ্ডে সমাপ্ত করে দিয়েছেন । তোমরা বাবার হয়েছ, সুতরাং ক্লান্তির অবসান । মাতা-রা দোলায় দুলতে এবং দোলাতে পছন্দ করে । সেইজন্য বাবা মাতাদের খুশির, অতীন্দ্রিয় সুখের দোলা দিয়েছেন । সেই দোলাতেই দুলতে থাক । তোমরা সদা সুখী এবং সদা

স্বামী থাকায় সৌভাগ্যবতী হয়ে গেছ । অমর বাবার অমর বাচ্চা হয়ে গেছ । বাপদাদাও বাচ্চাদের  
দেখে উৎফুল্ল হন । আচ্ছা ।

বরদানঃ- সম্পন্নতার দ্বারা সদা সন্তুষ্টতার অনুভব করে সম্পত্তিবান ভব  
স্বরাজ্যের সম্পত্তি হলো জ্ঞান, গুণ এবং শক্তি । যারা এই সকল সম্পত্তিতে সম্পন্ন স্বরাজ্য অধিকারী,  
তারা সদা সন্তুষ্ট । তাদের কোন অপ্রাপ্তির লেশমাত্র নেই । সীমিত পরিসরের সমস্ত ইচ্ছা থেকে অবিদ্যা  
- একেই বলা হয় সম্পত্তিবান । তারা সদা দাতা হবে, কখনও ভিক্ষুক হবে না । তারা অখন্ড সুখ-  
শান্তিময় স্বরাজ্যের অধিকারী হয় । যেকোন রকম বিপরীত পরিস্থিতি তাদের অখন্ড শান্তি খন্ডিত  
করতে পারে না ।

স্লোগানঃ- যারা জ্ঞান নেত্র দ্বারা ত্রিকাল এবং ত্রিলোক (মূল, সূক্ষ্ম, স্থূল) দেখে, তারা মাস্টার  
নলেজফুল ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হও যে, আমি আত্মা, আত্মা মনে করে প্রতিটা কাজ শুরু করো তাহলে বাবা স্মরণে আসবে, তখন পাপ হবে না"

প্রশ্ন :-- কর্মাভীত স্থিতিকে প্রাপ্ত করার জন্য কোন্ পরিশ্রম প্রত্যেককেই করতে হবে ? কর্মাভীত স্থিতির নৈকট্যের নিদর্শন কি ?

উত্তর :-- কর্মাভীত হওয়ার জন্য স্মরণের শক্তির দ্বারা নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে বশে করার পরিশ্রম করো । এই অভ্যাস করো যে, আমি নিরাকার আত্মা, নিরাকার বাবার সন্তান । সব কর্মেন্দ্রিয় নিরাকারী হয়ে যাবে - এই হলো জ্বরদস্ত পরিশ্রম । কর্মাভীত অবস্থার যত নিকটে আসতে থাকবে, ততই অঙ্গ - অঙ্গ শীতল, সুগন্ধিত হতে থাকবে । তার থেকে বিকারী দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে । অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হতে থাকবে ।

ওম শান্তি । শিব ভগবান উবাচঃ । এ তো বাচ্চারা বলবে না যে কার প্রতি । বাচ্চারা তো জানেই - শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তাহলে অবশ্যই তিনি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । বাচ্চারা জানে যে, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । "বাবা" শব্দ থেকে বুঝতে পারে যে, পরমাত্মাকেই বাবা বলা হয় । সমস্ত মনুষ্য মাত্রই শিববাবাকেই বাবা বলে । বাবা পরমধামে থাকেন । সবার প্রথমে এই কথা পাকা করতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে আর এই কথা পাক্সা নিশ্চিত করতে হবে । বাবা যা শোনান, তা আত্মাই ধারণ করে । যে জ্ঞান পরমাত্মার মধ্যে আছে, তা আত্মার মধ্যেও আসা চাই । যা আবার মুখ দিয়ে বর্ণনা করতে হয় । যা কিছু ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ানো হয়, তা আত্মাই পড়ে । আত্মা যদি নির্গত হয়ে যায়, তাহলে এই পড়া ইত্যাদি কিছুই মনে থাকে না । আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়, তারপর অন্য শরীরে অবস্থান করে । তাই প্রথমে নিজেকে নিশ্চিতভাবে আত্মা মনে করতে হবে । এখন দেহ - ভাব ত্যাগ করতে হবে । আত্মা শোনে, আত্মাই ধারণ করে । আত্মা যদি শরীরে না থাকে তাহলে শরীর নড়তেও পারে না । বাচ্চারা, এখন তোমাদের একথা পাক্সা নিশ্চিত করতে হবে যে - পরমাত্মা, আমরা আত্মাদের জ্ঞান দান করছেন । আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা শুনি আর পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা শোনাচ্ছেন - এ কথাই প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় । দেহ স্মরণে এসে যায় । এও তোমরা জানো যে, ভালো বা খারাপ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে । মদ্যপান করা, খারাপ কথা বলা -- এও আত্মাই করে শরীরের দ্বারা । আত্মাই এই শরীরের দ্বারা ভূমিকা পালন করে করে । সবার প্রথমে আত্মা - অভিমানী অবশ্যই হতে হবে । বাবা আত্মাদেরই পড়ান । আত্মাই এরপর এই জ্ঞান সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । পরমাত্মা যেমন ওখানে জ্ঞানী অবস্থায় থাকেন, তেমনই তোমরা আত্মারাও আবার এই জ্ঞান সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই জ্ঞানের সঙ্গেই নিয়ে যাই । তারপর আত্মারা, তোমাদের আবার অভিনয়ে আসতে হবে, তোমাদের পাঠ হলো নতুন দুনিয়ায় প্রালব্ধ ভোগ করা । জ্ঞান সব ভুলে যায় । এ সমস্তই খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । প্রথম - প্রথম এ কথা খুব ভালোভাবে পাকা করতে হবে যে, আমি আত্মা, অনেকেই আছে যারা এই কথা ভুলে যায় । নিজেকে খুবই পরিশ্রম করতে হবে । বিশ্বের মালিক হতে হলে পরিশ্রম ছাড়া হবেই না । প্রতি মুহূর্তে এই পয়েন্টসই ভুলে যায় কেননা, এ হলো নতুন জ্ঞান । যখন নিজেকে আত্মা ভুলে গিয়ে দেহ - ভাবে আসে, তখন কিছু না কিছু পাপ হয়েই যায় । দেহী - অভিমানী হলে কখনোই পাপ হবে না ।

তখন পাপ মুক্ত হবে । এরপর অর্ধেক কল্প কোনো পাপ হবে না । তাই এ কথা নিশ্চিত রাখতে হবে যে, দেহ নয়, আমি আত্মাই পড়ি । পূর্বে এই দেহের মানুষের মত পাওয়া যেতো এখন বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন । এ হলো নতুন দুনিয়ার সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান । তোমরা সকলেই নতুন হয়ে যাবে, এতে দ্বিধার কোনো কথা নেই । অনেকবার তোমরা পুরানো থেকে নতুন আর নতুন থেকে পুরানো হয়ে এসেছো, তাই খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে ।

আমরা আত্মারা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা এই কাজ করি । অফিস ইত্যাদিতেও নিজেকে আত্মা মনে করে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যদি কাজ করো তাহলে শিক্ষক বাবাকে অবশ্যই স্মরণে আসবে । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । যদিও তোমরা আগেও বলতে যে, আমরা ভগবানকে স্মরণ করি কিন্তু নিজেদের সাকার মনে করে নিরাকারকে স্মরণ করতে । নিজেকে নিরাকার মনে করে কখনোই নিরাকারকে স্মরণ করতে না । এখন তোমাদের নিজেদের নিরাকার আত্মা মনে করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এ খুবই বিচার সাগর মন্বন করার মতো কথা । যদিও কেউ কেউ লেখে যে - আমি দুই ঘন্টা স্মরণে থাকি । কেউ আবার বলে - আমি সর্বদা শিববাবাকে স্মরণ করি কিনতু সর্বদা কেউই স্মরণ করতে পারে না । যদি স্মরণ করে তাহলে প্রথম থেকেই কর্মাতীত অবস্থায় এসে যাবে । এই কর্মাতীত অবস্থা তো খুবই পরিশ্রমের ফলে হয় । এতে সব বিকারী কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যায় । সত্যযুগে সব কর্মেন্দ্রিয় নির্বিকারী হয়ে যায় । অঙ্গ - অঙ্গ সুগন্ধিত হয়ে যায় । এখন হলো বাসি ছি - ছি অঙ্গ । সত্যযুগের মহিমা তো খুবই সুন্দর । তাকে বলা হয় হেভেন, নতুন দুনিয়া, বৈকুন্ঠ । সেখানকার চিত্র, তাজ ইত্যাদি এখানে কেউই বানাতে পারবে না । যদিও তোমরা তা দেখেও আসো কিন্তু এখানে তা কেউই বানাতে পারবে না । সেখানে তো প্রাকৃতিক শোভা থাকে, তাই বাম্বারা, তোমাদের স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে । এই স্মরণের যাত্রা অনেক করতে হবে । এতেই অনেক পরিশ্রম । এই স্মরণ করতে করতে যখন কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে, তখন সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে । অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ সুগন্ধিত হয়ে যাবে, কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না । এখন তো সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়তেই দুর্গন্ধ । এই শরীর কোনো কাজের নয় । তোমাদের আত্মা এখন পবিত্র হচ্ছে । শরীর তো পবিত্র হতে পারবে না । শরীর তখনই পবিত্র হবে, যখন তোমরা নতুন শরীর পাবে । অঙ্গ - অঙ্গ সুগন্ধিত - এমন মহিমা দেবতাদের । বাম্বারা, তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত । বাবা এসেছেন, তাই তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকা উচিত ।

বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । গীতার শব্দ কতো পরিষ্কার । বাবা এও বলেছেন - আমার যারা ভক্ত, যারা গীতা পাঠক হবে, তারা অবশ্যই কৃষ্ণের পূজারী হবে । তাইতো বাবা বলেন, দেবতাদের পূজারীদেরও তোমরা শোনাও । মানুষ শিবের পূজা করে, তারপর বলে দেয়, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । গ্লানি করেও তারা রোজ মন্দিরে যায় । শিবের মন্দিরে অনেক - অনেক মানুষ যায় । তারা অনেক উঁচু সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে যায় কারণ শিবের মন্দির উপরে বানানো হয় । শিববাবাও এসে সিঁড়ি বানান, তাই না । তাঁর নামও উঁচু আর তাঁর ধামও উঁচু । মানুষ কতো উপরে যায় । বদ্রীনাথ, অমরনাথ, ওখানেও শিবের মন্দির আছে । যিনি উপরে নিয়ে যান, তো তাঁর মন্দিরও অনেক উপরেই বানানো হয় । এখানে গুরু শিখরের মন্দিরও অনেক উপরে পাহাড়ের উপর বানানো হয়েছে । উচ্চ বাবা তোমাদের বসে পড়ান । এই দুনিয়াতে আর কেউই জানে না যে, শিববাবা এসে পড়ান । ওরা তো সর্বব্যাপী বলে দেয় । এখন তোমাদের সামনে এইম অবজেক্টও আছে । বাবা ছাড়া আর কেই বা বলবেন - এ তোমাদের এইম অবজেক্ট

। বাচ্চারা, এ কথা বাবাই তোমাদের বলেন । তোমরা সত্য নারায়ণের কথাই শোনো । অতীতে যা ঘটে গেছে, ওরা তো সেই কথাই বলে যে, আগে কি কি ঘটেছিলো । যাকে কাহিনী বলা হয় । এই উঁচুর থেকে উঁচু বাবা বড় - বড় কাহিনী শোনান । এই কাহিনী তোমাদের অনেক উঁচুতে তুলে দেবে । এইকথা সর্বদা তোমাদের মনে রাখা উচিত আর অনেককে শোনানো উচিত । এই কাহিনী শোনানোর জন্যই তোমরা প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম তৈরী করো । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই ভারতই ছিলো যেখানে দেবতারা রাজত্ব করতো । এই হলো প্রকৃত কাহিনী, যা অন্য কেউই বলতে পারে না । এই হলো আসল কাহিনী যা বৃষ্ণপতি বাবা বসে বোঝান, যার দ্বারা তোমরা দেবতা হও । এখানে পবিত্রতাই হলো মুখ্য । পবিত্র না হলে ধারণা হবে না । বাঘিনীর দুধের জন্য সোনার বাসনই প্রয়োজন, তখনই ধারণা হতে পারবে । এই কান তো হলো বাসনের মতো । এ সোনার বাসন হওয়া চাই । এখন এ হলো পাথরের । সোনার হতে পারলেই ধারণা হতে পারবে । খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আর ধারণ করতে হবে । এই কাহিনী তো খুবই সহজ, যা গীতায় লেখা আছে । ওরা তো কাহিনী শুনিয়ে রোজগার করে । যারা শ্রোতা, তাদের থেকে ওদের রোজগার হয় । এখানেও তোমাদের রোজগার আছে । দুই রোজগারই চলতে থাকে । দুইই ব্যবসা । তিনি পড়ান । তিনি বলেন "মনমনাভব", "পবিত্র হও"। এমন আর কেউই বলে না, না তারা মনমনাভব থাকে । কোনো মানুষই এখানে পবিত্র থাকতে পারে না কারণ ব্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম । কলিযুগের অন্তিম সময় পর্যন্ত রাবণ রাজ্য চলবে, এই সময়ই পবিত্র হতে হবে । পবিত্র তো দেবতাদের বলা হয়, না কি মানুষকে । সন্ন্যাসীরাও মানুষ, তাদের হলো নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম । বাবা বলেন যে, আমাদের যদি তোমরা স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । ভারতে প্রবৃত্তি মার্গের রাজ্যই চলে এসেছে । নিবৃত্তি মার্গের লোকেদের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । এখানে তো স্ত্রী - পুরুষ উভয়কেই পবিত্র হতে হবে । গাড়ির দুটি চাকাই যদি চলে তাহলে ঠিক, নাহলে ঝগড়া লেগে যায় । এই পবিত্রতা নিয়েই ঝগড়া চলতে থাকে । আর কোনো সংসঙ্গে পবিত্রতা নিয়ে ঝগড়া হয়, এমন কখনো শোনা যায় নি । এই একবারই যখন বাবা আসেন, তখন ঝগড়া লাগে । সাধু - সন্ত আদি কখনো কি বলেন যে, অবলাদের উপর অত্যাচার হবে ! এখানে বাচ্চারা ডাকতে থাকে যে, বাবা আমাদের বাঁচাও । বাবাও জিজ্ঞেস করেন, তোমরা বিবস্ত্র হও না তো ? কেননা কাম তো মহাশত্রু । একদম নীচে নেমে যায় । এই কাম বিকারই সবাইকে কানাকড়িও নয় এমন মূল্যহীন করে দিয়েছে । বাবা বলেন যে, ৬৩ জন্ম তোমরা বেশ্যালয়ে থাকো, এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে শিবালয়ে যেতে হবে । এই এক জন্ম তোমরা পবিত্র হও । শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা শিবালয় স্বর্গে যেতে পারবে । তাও কাম বিকার কতো জোরদার । এ কতো সমস্যায় ফেলে, এর আকর্ষণ কতো বেশী । এই আকর্ষণকে দূর করতে হবে । কেননা ঘরে ফিরে যেতে হলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । টিচার বসে থাকবে কি ? এই ঈশ্বরীয় পঠন - পাঠন তো অল্প সময়ের জন্য চলবে । বাবা বলে দেন, এই হলো আমাদের রথ । রথের আয়ু বলবেন । বাবা বলেন যে, আমি তো সর্বদা অমর, আমার নামই হলো অমরনাথ । আমি পুনর্জন্ম নিই না, তাই আমাকে অমরনাথ বলা হয় । আমি তোমাদের অর্ধেক কল্পের জন্য অমর বানিয়ে দিই । এরপর তোমরা পুনর্জন্ম নাও । তাই বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপরে যেতে হবে । মুখ এইদিকে আর পা ওইদিকে করতে হবে । তাহলে আবার ওইদিকে মুখ কেন ঘোরাও । তখন বলে, বাবা ভুল হয়ে গেছে, মুক্ত এইদিকে হয়ে গেছে । তখন বিপরীত হয়ে যায় ।

তোমরা বাবাকে ভুলে দেহ - ভাবে চলে আসো, ফলে বিপরীত হয়ে যাও । বাবা তোমাদের সবকিছুই বলে দেন । বাবার কাছে কিছুই চাইবে না যে - শক্তি দাও ইত্যাদি ইত্যাদি । বাবা তো

তোমাদের পথ বলে দেন যে, যোগবলের দ্বারা তোমাদের এমন হতে হবে । তোমরা যোগবলের দ্বারা এতটাই বিত্তবান হয়ে যাও যে, তোমাদের ২১ জন্ম কখনোই কারোর থেকে চাওয়ার প্রয়োজন হয় না । তোমরা বাবার থেকে এতটাই গ্রহণ করো । তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা তো অথৈ কামাই করান, তিনি বলেন, তোমরা যা চাও, তাই নিয়ে নাও । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো সর্বোচ্চ । তাই যা চাও তোমরা, তাই পেতে পারো । সম্পূর্ণ পাঠ না করলে কিন্তু প্রজাতে চলে আসবে । প্রজাও অবশ্যই হতে হবে । ভবিষ্যতে তোমাদের মিউজিয়াম অনেক হয়ে যাবে, তোমরা অনেক হল পাবে, কলেজ পাবে, যেখানে তোমরা সার্ভিস করবে । এই যে বিয়ের জন্য হল বানানো হয়, এও তোমরা অবশ্যই পাবে । তোমরা বোঝাবে - শিব ভগবান উবাচঃ, আমি তোমাদের এমন পবিত্র বানাই -- এই কথা শুনে ট্রাস্টি হল দিয়ে দেবে । তোমরা বলো, ভগবান উবাচঃ -- কাম হলো মহাশত্রু, যাতে তোমরা দুঃখ পেয়ে এসেছো । এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে । তোমরা হল পেতেই থাকবে, তখন বলবে - অনেক দেবী হয়ে গেলো । বাবা বলেন, আমি কি এমনিতে কিছু নেবো, এর পরিবর্তে আমাকেও তোমাদের ভরপুর করে দিতে হবে । বাচ্চাদের এক একটা পয়সায় পুকুর তৈরী হয় । বাকি তো সকলেরই মাটিতে মিশে যাবে । বাবা হলেন সবথেকে বড় বন্দকের কারবারী । তিনি সোনার ব্যবসায়ী, ধোপা আবার কারিগরও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) বাবা যে সত্যিকারের কাহিনী শোনান, তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে এবং ধারণ করতে হবে, বাবার থেকে কিছুই চাইবে না । ২১ জন্মের জন্য নিজের উপার্জন জমা করতে হবে ।

২ ) এখন ফিরে যেতে হবে তাই যোগবলের দ্বারা শরীরের আকর্ষণ সমাপ্ত করতে হবে । কর্মেন্দ্রিয়কে শীতল করতে হবে । এই দেহের ভাব ত্যাগ করার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- স্বমানের আসনে স্থিত হয়ে সমস্ত পরিস্থিতিকে পার করে সদা বিজয়ী ভব

সদা নিজের স্বমানের আসনে স্থিত থাকো যে, আমি বিজয়ী রত্ন, মাস্টার সর্বশক্তিমান - তাহলে আসন যেমন হবে, লক্ষণ তেমনই আসবে । যে কোনো পরিস্থিতি সামনে এলেই এক সেকেণ্ডে নিজের এই আসনে স্থিত হয়ে যাও । যারা আসনে স্থিত থাকে তাদের নির্দেশই পালন করা হয় । এই আসনে থাকলে বিজয়ী হয়ে যাবে । সঙ্গম যুগ হলোই বিজয়ী হওয়ার যুগ, এই যুগের জন্য বরদান আছে, তাই বরদানী হয়ে বিজয়ী হও ।

স্লোগান :-- সর্ব আসক্তিতে বিজয়ী ব্যক্তিই হলো শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশায় থাকো, আমাদের হলো লক্ষ-কোটি গুণ সৌভাগ্য যে, আমরা পতিত-পাবন বাবার সন্তান হয়েছি, ওঁনার থেকে আমরা অসীম জগতের উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করি"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের কোনো ধর্মের প্রতিই ঘৃণা বা বিদ্বেষ হতে পারে না- কেন?

উত্তর :- কারণ তোমরা যে বীজ আর বৃক্ষকে জানো। তোমাদের জানা আছে এটি হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী অসীম জগতের বৃক্ষ, এতে প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট বা ভূমিকা আছে। নাটকে কখনোই অ্যাক্টররা (অভিনেতারা) একে অপরকে ঘৃণা করে না। তোমরা জানো যে আমরা এই নাটকে হিরো-হিরোইনের পার্ট করেছি। আমরা যে সুখ দেখি, সেটা আর কেউ দেখতে পারে না। তোমাদের অসীম খুশী থাকে যে সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করার মতো আমরাই আছি।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি বলা মাত্রই বাচ্চাদের যা কিছু নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধিতে এসে যায়। কোন নলেজ বাবার বুদ্ধিতেও আছে ? এটি হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, যাকে কল্প বৃক্ষও বলা হয়, তার উৎপত্তি, পালন আবার বিনাশ কি ভাবে হয়, সমস্ত বুদ্ধিতে আসা চাই। যেমন সেই বৃক্ষ হলো জড়, এটি হলো চৈতন্য বৃক্ষ। বীজও চৈতন্য। তাঁর মহিমাও সুখ্যাত, তিনি হলেন সত্য, চৈতন্য অর্থাৎ বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। কেউই তাঁর অক্যুপেশন (কর্ম-কর্তব্য) কি, তা জানে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অক্যুপেশনও তো জানা চাই। ব্রহ্মাকে কেউ স্মরণ করে না, জানেই না। আজমীরে ব্রহ্মার মন্দির আছে। ত্রিমূর্তি চিত্র ছাপানো হয়, ওতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর আছে। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে- এই সময় ব্রহ্মাকে দেবতা বলা যায় না। যখন সম্পূর্ণ হবেন তখন দেবতা বলা যায়। সম্পূর্ণ হয়ে চলে যান সূক্ষ্ম লোকে ।

বাবা বলেন তোমাদের বাবার নাম কি ? কাকে জিজ্ঞাসা করেন ? আত্মাকে। আত্মা বলে আমার বাবা। যাদের জানা নেই যে কে বলেছে, সে তো জিজ্ঞাসা করতে পারে না। এখন তো বাচ্চারা বুঝে গেছে- প্রথম থেকেই সকলেরই দুইজন পিতা আছে। জ্ঞান তো একজন বাবা-ই দেন। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বুঝতে পারো এইটি হলো শিববাবার রথ। বাবা এই রথের দ্বারা আমাদের জ্ঞান শোনান। এক তো এ হলো শারীরিক ব্রহ্মা বাবার রথ। দ্বিতীয়তঃ আবার আত্মাদের বাবার অর্থাৎ শিববাবারও রথ। সেই আত্মাদের পিতার মহিমার সুখ্যাতি আছে সুখের সাগর, শান্তির সাগর ... । প্রথমে তো এটা বুদ্ধিতে থাকবে ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা যার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয়। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হই। নিরাকারকে ডাকা হয় পতিত-পাবন এসো। আত্মাই ডাকে। যখন পবিত্র আত্মা থাকে তখন ডাকে না। পতিত হলে তবে ডাকে। এখন তোমরা অর্থাৎ আত্মারা জানো সেই পতিত-পাবন বাবা এই দেহে এসেছেন। এটা ভুলো না যে আমরা ওঁনার হয়েছি। এটা শুধু সৌভাগ্য নয়, লক্ষ কোটি গুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে এই পিতাকে ভুলব কেন। এই সময় বাবা এসেছেন- এটি নতুন কথা। প্রতি বছর শিবজয়ন্তীও পালন করা হয়। তাই অবশ্যই তিনি একবারই আসেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে ছিল। এই সময় নেই। তাই বুঝতে হবে ওনারা হয়তো পুনর্জন্ম নিয়েছেন। ১৬ কলা থেকে ১২-১৪ কলায় এসে পড়েছে। এটা তোমরা ব্যাভীত আর কেউ জানে না। সত্যযুগ বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। সেখানে সব কিছু নতুন আর নতুন। দেবতা ধর্ম নামও মহিমাম্বিত হয়। সেই দেবতারাই যখন বাম-মার্গে বা বিপথে যায় তো আবার তাদের

নতুনও বলার নয়, আর দেবতাও বলা যায় না। কেউই এরকম বলবে না যে আমি তাদের রাজবংশোদ্ভূত। যদি নিজেকে সেই রাজবংশোদ্ভূতই মনে করো তো তাদেরই মহিমা আর নিজের নিন্দা কেন করো ? যখন মহিমা করো তো অবশ্যই তাদের পবিত্র আর নিজেকে অপবিত্র পতিত মনে করো। পবিত্র থেকে পতিত হয়, পুনর্জন্ম নেয়। প্রথম দিকে যারা পবিত্র ছিলো তারাই আবার পতিত হয়েছে। তোমরা স্কুলে পড়ো, সেখানে নম্বর অনুযায়ী ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড ক্লাস তো হয়েই থাকে।

এখন বাচ্চারা বুঝতে পারে বাবা আমাদের পড়ান, সেই কারণেই না তিনি আসেন। তা না হলে এখানে আসার দরকার কি। এখানে কোনো গুরু, মহাত্মা, মহাপুরুষ ইত্যাদি কিছু নেই। এখানে তো সাধারণ মনুষ্য দেহ, তাও অনেক পুরানো বা বৃদ্ধ। অনেক জন্মের শেষে আমি প্রবেশ করি। এনার অর্থাৎ এই ব্রহ্মাবাবার তো আর কোনই মহিমা নেই, শুধু মাত্র ওনার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন এনার নাম মহিমাম্বিত হয়। তা না হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথা থেকে এল। মানুষ তো অবশ্যই হতবাক হয়। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, তবে তোমরা আর সকলকে বোঝাতে পারো। ব্রহ্মার পিতা কে ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর- ওনাদের রচয়িতা হলেন এই শিববাবা। তাই তো তোমাদের বুদ্ধি উর্দ্ধগামী হয়। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি পরমধামে থাকেন, এই রচনা তাঁর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের অকুপেশন আলাদা। কেউ নিজেদের মধ্যে ৩-৪ জন একসাথে থাকলে, সকলের অকুপেশন যার যার নিজস্ব হয়। প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট হয়। এতো কোটি আত্মারা আছে- একজনের পার্ট দ্বিতীয় জনের সাথে মেলে না। এই ওয়াল্ডারফুল ব্যাপার বুঝতে পারা গেছে। কতো বেশী সংখ্যক মানুষ আছে। শেষ সময় যে। সকলে ফিরে যাবে পরমধাম গৃহে, আবার চক্র রিপিট হবে। বাবা এই সব কথা বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে থাকেন, নতুন ব্যাপার না। বলেন পূর্ব-কল্পেও বোঝানো হয়েছিল। খুব লাভলী বাবা, এরকম বাবাকে তো খুবই ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা উচিত। তোমরাও যে বাবার লাভলী বাচ্চারা। বাবাকে স্মরণ করে চলেছো। প্রথমে সবাই একজনকেই পূজা করতো। ভেদাভেদের ব্যাপার ছিল না। এখন তো কতো ভেদাভেদ। এখানে রামের ভক্ত, এখানে কৃষ্ণের ভক্ত। রামের ভক্ত ধূপ জ্বালালে, কৃষ্ণ ভক্তরা নাক বন্ধ করে রাখে। এরকমও কিছু কথা শান্ত্রে আছে। ওরা বলে আমাদের ভগবান বড় তো অন্যরা বলে আমাদের বড়, দুইজন ভগবান মনে করে নেয়। তাই ভুল হওয়ার কারণে সকলের অনরাইটিয়স বা অধর্মীয় কাজই হয়।

বাবা বোঝান- বাচ্চারা ভক্তি হলো ভক্তি, জ্ঞান হলো জ্ঞান। জ্ঞানের সাগর হলেন এক - বাবা। এছাড়া তারা সকলেই হলো ভক্তির সাগর। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানবান হয়েছো। বাবা তোমাদেরকে নিজের আর সমগ্র চক্রেরও পরিচয় দিয়েছেন, যা আর কেউ দিতে পারে না, সেইজন্য বাবা বলেন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। পরমপিতা পরমাত্মা তো একই। এছাড়া সকলেই হলো বাচ্চা আর বাচ্চা। আর কেউই নিজেকে পরমপিতা বলতে পারে না। যারা ভালো বিচক্ষণ মানুষ, বুঝতে পারে এটা কতো বড় ড্রামা। এখানে সব অ্যাক্টরস অবিনাশী ভূমিকা পালন করে। ওটা তো ছোটো বিনাশী নাটক, এটা হলো অনাদি অবিনাশী। কখনো বন্ধ হওয়ার নয়। এতো ছোটো আত্মা, এতো বড় পার্ট পেয়েছে- শরীর ধারণ করার আর ত্যাগ করার আর পার্ট করার অর্থাৎ জীবনের ভূমিকা পালন করার। এই কথা কোনো শান্ত্রে নেই। যদি এটি কোনো গুরু শুনিয়ে থাকে তবে তার আরো ফলোয়ার্স থাকবে, শুধু মাত্র একজন ফলোয়ার কোন কাজের না। ফলোয়ার তো সে, যে সম্পূর্ণ ফলো করবে। এনার ড্রেস ইত্যাদি সে সব তো নেই। কে বলে দেবে উনি, ব্রহ্মাবাবা তাঁর অর্থাৎ শিববাবার শিষ্য ? এটা তো বাবা বসে পড়ান। বাবাকেই

ফলো করতে হবে, যেরকম শোভাযাত্রায় হয়। শিববারও শোভাযাত্রা (বরযাত্রী) বলা হয়। বাবা বলেন এটা আমাদের মিছিল বা শোভাযাত্রা। তোমরা সকলে হলে উপাসকমন্ডলী, আমি হলাম ভগবান। তোমরা সকলে হলে সজনী, বাবা তোমাদেরকে শৃঙ্গার করিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। কতো খুশী হওয়া উচিত। এখন তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে যাও বলে পবিত্র রাজ্য প্রাপ্ত করো। বাবা বোঝান আমি শেষ সময়ে আসি। আমাকে যে আহ্বানই করে পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা আর পতিত দুনিয়ার বিনাশ করাতে এসো, সেইজন্য মহাকালও বলা হয়। মহাকালেরও মন্দির হয়। মৃত্যুর মন্দির তো দেখেছো। শিবকে কাল বা মৃত্যুও তো বলে। আহ্বান করে, এসে পবিত্র করো। আত্মাদের নিয়ে যান। অসীম জগতের পিতা কতো বড় সংখ্যক আত্মাদের নিয়ে যেতে আসেন। কাল-কাল মহাকাল, সব আত্মাদেরকে পবিত্র সুগন্ধি ফুল করে তুলে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সুগন্ধি ফুল হয়ে গেলে আবার বাবাও কোলে তুলে নিয়ে যান। যদি পবিত্র না হও তবে শাস্তি পেতে হবে, পার্থক্য তো আছে। পাপ থেকে গেলে শাস্তি পেতে হবে। পদও সেরকমই প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য বাবা বোঝান- মিষ্টি বাচ্চারা খুবই মধুর হও। সকলেরই কৃষ্ণকে মধুর লাগে। কতো প্রেমপূর্বক কৃষ্ণকে দোলায়, ধ্যানে কৃষ্ণকে ছোটো দেখে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে ভালোবাসায় ভরিয়ে তোলে। বৈকুণ্ঠে চলে যায়। সেখানে কৃষ্ণকে চৈতন্য রূপে দেখে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে সত্যিই বৈকুণ্ঠ আসতে চলেছে। আমরা ভবিষ্যতে এরকম হবো। শ্রীকৃষ্ণকে কলঙ্কিত করে। এসব হলো ভুল। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রথমে নেশা তুঙ্গে ওঠা চাই। শুরুতে অনেক সাফাৎকার হয়েছিল, আবার শেষে অনেক হবে, জ্ঞান হলো কতো রমণীয় কতো মনোরম। কতো খুশী থাকে। ভক্তিতে তো কোনোই খুশী থাকে না। যারা ভক্তি করে তাদের কি আর এটা জানা আছে যে জ্ঞানে কতো সুখ, তুলনা করতে পারে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রথমে এই নেশা চড়া চাই। বাবা ব্যাভীত এই জ্ঞান কোনো মুনি ঋষি ইত্যাদি দিতে পারে না। লৌকিক গুরু তো কাউকেই মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলতে পারে না। তোমরা মনে করো কোন মানুষই গুরু হতে পারে না, যে বলবে হে আত্মারা, বাচ্চারা, আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি। বাবার তো বাচ্চারা-বাচ্চারা বলাই অভ্যাস। জানেন যে এই হলো আমার রচনা। এটি বাবাও বলেন আমি হলাম সকলের রচয়িতা। তোমরা সকলে পরস্পর ভাই হও। ওদের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, কি ভাবে প্রাপ্ত হয়েছে সেটা বসে বোঝান। আত্মাতেই সমস্ত পার্ট ভরা হয়ে আছে। যে মানুষই আসুক, ৮৪ জন্মের মধ্যে একরকম ফিচার্স (চেহারা চরিত্র) পেতে পারে না। কিছু কিছু চেঙ্গ অবশ্যই হয়ে থাকে। তব্বও সতো, রজো, তমো হতে থাকে। প্রতি জন্মের ফিচার্সের, একটার সাথে দ্বিতীয়টার সাদৃশ্য থাকে না। এটাও বোঝার মতো ব্যাপার। বাবা রোজ বোঝাতে থাকেন- মিষ্টি বাচ্চারা, বাবার উপর কোনো সংশয় এনো না। সংশয় আর নিশ্চয়- দুটি শব্দ রয়েছে। বাবা মানে বাবা। এতে তো সংশয় হতে পারে না। বাচ্চা বলতে পারে না যে আমি বাবাকে স্মরণ করতে পারি না। তোমরা বারংবার বলো যোগ লাগে না। যোগ শব্দটি ঠিক নয়। তোমরা তো হলে রাজঋষি। "ঋষি" শব্দটি পবিত্রতার। তোমরা রাজঋষি হলে তো অবশ্যই পবিত্র হবে। অল্প কথায় ফেল করলে তো আবার রাজ্য প্রাপ্ত করতে পারবে না। প্রজার পদ হবে। কতো লোকসান হয়ে যাবে। নম্বর অনুযায়ী পদ হয়। একজনের পদ দ্বিতীয় জনের সাথে একরকম হবে না। এটা হলো অসীম জগতের পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। বাবা ব্যাভীত কেউই বোঝাতে পারে না। বাচ্চারা, ভাই তোমরা কতো খুশী হও। যেরকম বাবার বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান আছে সেরকম তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। বীজ আর বৃক্ষকে বুঝতে হবে। মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ, এর সাথে বেনিয়ান ট্রি-র উপমা হলো একদম এক্যুরেট। বুদ্ধিতেও বলে আমাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের যে প্রধান স্তম্ভটি ছিল সেটা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়া সব ধর্মের শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি সব দাঁড়িয়ে

আছে। ড্রামা অনুসারে এই সব হতেই হবে, এতে ঘৃণা আসে না। নাটকে কি আর কখনো অ্যাক্টর্সের প্রতি ঘৃণা আসে ! বাবা বলেন তোমরা পতিত হয়ে গেছো আবার পবিত্র হতে হবে। তোমরা যত সুখ দেখো আর কেউ দেখে না। তোমরা হলে হিরো-হিরোইন, সমগ্র বিশ্বের রাজ্য পেতে চলেছো, অপার খুশী হওয়া উচিত। ভগবান পড়াচ্ছেন! কতো রেগুলার পড়া উচিত, এতো খুশী হওয়া উচিত। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। রাজযোগও বাবা-ই শেখাচ্ছেন, আত্মাই ধারণ করে। বাবা তাঁর পার্ট করতে একবারই আসেন। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করে পার্ট করে। আত্মাদের বাবা পড়ান। দেবতাদের পড়াবেন না। সেখানে তো দেবতারাই পড়াবে। সঙ্গমযুগে বাবা-ই পঠন-পাঠন করান পুরুষোত্তম করার জন্য। তোমরাই পড়াশুনা করো। এই সঙ্গম যুগ একটাই, যখন তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে উঠছো। সত্য করে তোলার, সত্যযুগের স্থাপনা করার একজনই হলেন সত্য বাবা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১ ) সঙ্গমযুগে ডায়ইরেক্ট পঠন-পাঠন করে, জ্ঞানবান আস্তিক হতে হবে আর অন্যদেরও বানাতে হবে। কখনই বাবা বা পড়াশুনার প্রতি সংশয় আনবে না।

২ ) বাবার সমান লাভলী হতে হবে। ভগবান আমাদের সুসজ্জিত করে তুলছেন, এই খুশীতে থাকা উচিত। কোনো অ্যাক্টরের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ করতে নেই। প্রত্যেকেরই এই ড্রামায় অ্যাক্যুরেট পার্ট আছে।

বরদান:- স্মরণ আর সেবার শক্তিশালী আধার দ্বারা তীব্র গতিতে এগোতে সক্ষম মায়াজীত ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো স্মরণ আর সেবা, এই দুই আধার সর্বদা শক্তিশালী হলে তবে তীব্র গতিতে এগোতে থাকবে। যদি অনেক সেবা থাকে, স্মরণ দুর্বল বা স্মরণ খুব ভালো হলো, সেবা দুর্বল হলো, তবে তীব্র গতি হতে পারবে না। স্মরণ আর সেবা, দুটোতেই তীব্র গতি চাই। স্মরণ আর নিঃস্বার্থ সেবা সাথে সাথে হলে তো মায়াজীত হওয়া সহজ। প্রত্যেক কর্মে, কর্ম শেষ হওয়ার পূর্বেই সর্বদা বিজয় দেখা দেবে।

শ্লোগান :- এই সংসারকে অলৌকিক খেলা আর পরিস্থিতিকে অলৌকিক খেলনার সমান মনে করে চलो।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শরীর থেকে আলাদা হয়ে বাবার কাছে যেতে হবে, শরীর সহ বাবা নিয়ে যাবেন না, সুতরাং শরীরকে ভুলে গিয়ে আত্মাকে দেখো"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা নিজেদের আয়ু যোগবল দ্বারা বৃদ্ধি করার পুরুষার্থ কেন করছ ?

উত্তর- কেননা তোমাদের ইচ্ছে এটাই যে এই জন্মেই আমরা বাবার কাছ থেকে সব কিছু শিখব, সব কিছু জানব, সেইজন্যই তোমরা যোগবল দ্বারা নিজেদের আয়ু বৃদ্ধি করার পুরুষার্থ করছ । শুধুমাত্র এই সময়ই তোমরা বাবার কাছ থেকে স্নেহ পাও। এমন স্নেহ সারা কল্পে ও আর প্রাপ্তি হবে না । যারা শরীর ত্যাগ করে চলে গেছে, তাদের জন্য বলা হয় এটা ড্রামা, তাদের পাট এটুকুই ছিল ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অন্যান্য সত্ত্বসঙ্গে গেছ এখন এখানেও এসেছ, বাস্তবে একেই বলা হয় প্রকৃত সত্ত্বসঙ্গ । এই সত্ত্বসঙ্গই তোমাদের পার করবে ( বিষয় সাগর থেকে)। বাচ্চাদের অন্তরে আসে - আমরা ভক্তি মার্গেও সত্ত্বসঙ্গে গিয়েছিলাম আবার এখানেও বসে আছি । এর মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য অনুভব করতে পারে। এখানে সর্বপ্রথম তো বাবার স্নেহ প্রাপ্ত হয়, তারপর বাবাও বাচ্চাদের ভালোবাসা পান । এখন এই জন্মে তোমরা পরিবর্তন হচ্ছে । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ আমরা আত্মা, শরীর নই । শরীর বলতে পারে না যে, আমার আত্মা, আত্মা বলতে পারে আমার শরীর । এখন বাচ্চারা বুঝেছে -- জন্ম-জন্মান্তর সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদি করে এসেছি । আজকাল তো ফ্যাশন হয়ে গেছে-- সাঁই বাবা, মেহর বাবা ..... ওরা তো সব শরীরধারী । শরীরধারীর ভালোবাসায় কোনও সুখ প্রাপ্তি হয় না । এখন তোমরা বাচ্চাদের ভালোবাসা ঈশ্বরীয় । রাত-দিনের পার্থক্য । এখানে তোমরা বুঝতে পারছ, যেখানে ভক্তি মার্গে সম্পূর্ণ অগুণানতা ছিল। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ বাবা এসে আমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন । উনি সবার পিতা । তোমরা সব নারী এবং পুরুষ নিজেদের আত্মা বলে স্বীকার করেছ । বাবা ডেকে বলেন -- ওহে বাচ্চারা, বাচ্চারাও প্রত্যুত্তর করে । এ হলো বাবা আর আর তাঁর সন্তানদের মিলন । বাচ্চারা জানে বাবা আর সন্তানদের, আত্মা আর পরমাত্মার মিলন একবারই হয়ে থাকে । বাচ্চারা বাবা-বাবা করতে থাকে । "বাবা" শব্দটি খুব মিষ্টি । বাবা বলার সাথে সাথেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে আসে । তোমরা তো ছোট নও । বাচ্চারা তাদের বাবাকে দ্রুত বুঝতে পারে, বাবার কাছ থেকে কোন্ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । সেটা তো ছোট বাচ্চারা বুঝতে পারবে না । এখানে তোমরা জান আমরা বাবার কাছে এসেছি। বাবা ডেকে বলেন - ওহে বাচ্চারা, সুতরাং এর মধ্যে সব বাচ্চারাই এসে যায় । সব আত্মারাই পরমধাম গৃহ থেকে এখানে আসে পাট প্লে করতে । কে কখন পাট প্লে করতে আসে তাও বুদ্ধিতে আছে । সবার সেকশন (বিভাগ) আলাদা-আলাদা, যেখান থেকে আত্মারা আসে । তারপর একদম অন্তিমে সবাই নিজ নিজ সেকশনে চলে যায় । এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত । বাবা কাউকে পাঠান না । স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এই ড্রামা তৈরি হয়েছে । প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মে প্রবেশ করতে থাকে । বুদ্ধের ধর্ম স্থাপনা না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঐ ধর্মে প্রবেশ করতে পারবে না । সর্বপ্রথম সূর্য বংশী-চন্দ্রবংশীরাই আসে । যারা বাবার কাছ থেকে ভালোভাবে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠ রপ্ত করতে পারবে, তারাই নম্বরনুসারে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীতে শরীর ধারণ করবে । ওখানে বিকারের কোনও প্রশ্নই নেই । যোগবল দ্বারা আত্মা এসে গর্ভে প্রবেশ করে

। যোগ দ্বারাই বুঝতে পারবে যে আমার আত্মা ঐ শরীরে প্রবেশ করবে । বৃদ্ধরাও বুঝতে পারবে-  
- আমার আত্মা যোগবল দ্বারা এই শরীর ধারণ করবে, আমার আত্মা এখন পুনর্জন্ম নেবে । সেই  
পিতাও বুঝতে পারেন- আমাদের কাছে সন্তান এসেছে । বাচ্চার আত্মা আসছে, যার সাক্ষাত্কারও  
হয়। আত্মা বুঝতে পারে এবার সে অন্য শরীরে প্রবেশ করবে । এই চিন্তন মনে জাগে, তাইনা !  
নিশ্চয়ই ওখানকার নিয়মানুযায়ী হবে যে সন্তান কোন্ বয়সে তাদের জীবনে আসবে । ওখানে  
সবকিছুই নিয়মানুসারে চলে । তোমরাও যেমন-যেমন অগ্রসর হবে, সেভাবেই সবকিছু অনুভব হতে  
থাকবে । সব বুঝতে পারবে, এমন নয় যে ১৫-২০ বছর বয়সেই সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যেমনটা  
এখানে হয়ে থাকে । তা নয়, ওখানে আয়ু হয় ১৫০ বছরের, সুতরাং জীবনের অধিক পথ অতিক্রম  
করার কিছু সময় আগে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে । ঐ সময়ই পুত্র সন্তান আসে কেননা ওখানে আয়ু  
দীর্ঘ হয় । একটি পুত্র সন্তানই জন্ম গ্রহণ করে, তারপর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, এটাই নিয়ম ।  
প্রথমে পুত্রের আত্মা আসে তারপর কন্যার আত্মা আসে । বিবেক বলে প্রথম সন্তান আসা উচিত ।  
প্রথমে পুত্র সন্তান, তারপর ১০-১২ বছর পরে কন্যা সন্তান আসবে । তোমরা বাচ্চারা যেমন-যেমন  
অগ্রসর হবে তেমনই সব সাক্ষাত্কার হবে । ওখানে নিয়ম-কানুন কেমন, সব বিষয়ই নতুন দুনিয়ার  
স্থাপনাকারী বাবা বসে সব ব্যাখ্যা করে থাকেন । বাবা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করে থাকেন, নিয়ম-  
কানুনও নিশ্চয়ই শোনাবেন, যে নতুন জগতের রীতিনীতি কেমন হবে । তোমাদের অগ্রসর হওয়ার  
সাথে সাথে তিনি আরও অনেক কিছু শোনাবেন আর তোমাদেরও সাক্ষাত্কার হতে থাকবে । সন্তান  
কিভাবে জন্ম গ্রহণ করে, এ কোনও নতুন বিষয় নয় ।

তোমরা তো এমনই জায়গায় যাও যেখানে কল্পে-কল্পে যেতে হয় । বৈকুণ্ঠ তো এখন সামনেই  
অপেক্ষা করছে । তোমরা তার খুব কাছাকাছি পৌছে গেছ । যোগবল দ্বারা যত শক্তি অর্জন করবে  
ততই প্রতিটি বিষয় খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। অনেক বার তোমরা তোমাদের রোল  
প্লে করেছ, এখন তোমরা বুঝতে পারছ, যা তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । ওখানকার রীতিনীতি  
কেমন হবে, সব জানতে পারবে । প্রারম্ভিক অবস্থায় তোমাদের সব সাক্ষাত্কার হয়েছিল । ঐ সময়  
তোমরা অল্ক আর বে (আল্লাহ-বাদশাহী = পরমপিতা আর উত্তরাধিকার) বিষয়েই পড়তে । শেষ  
অবস্থায় তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাত্কার হওয়া উচিত । সুতরাং বাবা বসে সব শোনান। ঐ সব  
প্রত্যক্ষ করার বাসনা তোমাদের এখানেই হবে । অন্তর্মনে এই অনুভব হবে যে, শরীর ত্যাগ করার  
আগেই সব কিছু দেখে যেতে হবে । আয়ু বৃদ্ধি করার জন্যই প্রয়োজন যোগবল । যার দ্বারা  
তোমরা বাবার কাছ থেকে সব কিছু শুনতে এবং সাক্ষাত্কার করতে পারবে । যারা ইতিমধ্যে চলে  
গেছে সে সম্পর্কে মনন করা উচিত নয় । এটাও ড্রামার অংশ যেখানে তাদের এটুকুই পার্ট ছিল ।  
ভাগ্যে ছিল না-বাবার কাছ স্নেহ পাওয়ার কারণ যত তোমরা সেবাধারী হয়ে উঠবে ততই বাবার  
স্নেহশীল হয়ে উঠবে। তোমরা বাচ্চারা যত বেশি সেবা করবে, যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই  
স্মরণে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তোমরা সেই আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে । এখনই তোমরা ঈশ্বরীয়  
সন্তান হও । বাবা বলেন, তোমরা আত্মারা আমার কাছেই ছিলে, তাই না ! ভক্তি মার্গে মুক্তির জন্য  
অনেক প্রচেষ্টা করে । জীবনমুক্তি তো জানেই না। এই নলেজ অতি রমণীয় । এর প্রতি অগাধ  
ভালোবাসা থাকে । তিনি একাধারে পিতা, শিক্ষক এবং সঙ্গী । তিনিই প্রকৃত সত্য সুপ্রিম পিতা  
যিনি আমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখধামে নিয়ে যান । আত্মাই দুঃখী হয় । দুঃখ, সুখ আত্মাই ভোগ  
করে থাকে । বলাও হয়ে থাকে পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা । এখন বাবা এসেছেন আমাদের সর্ব দুঃখ থেকে  
মুক্তি দিতে । এখন তোমরা বাচ্চাদের অসীম জগতে (বেহদে) যেতে হবে । সেখানে গিয়ে সবাই

সুখী হবে । সম্পূর্ণ দুনিয়া সুখে ভরে উঠবে । তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ ড্রামায় প্রত্যেকের পাট আছে । তোমরা এখন কত খুশি অনুভব কর । বাবা এসেছেন আমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে । আমাদের সব আত্মাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন । বাবা তোমাদের ধৈর্য্য দেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা আমি তোমাদের সব দুঃখ দূর করতে এসেছি । এমন বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত । সমস্ত সম্পর্ক তোমাদের দুঃখ দিয়েছে । সন্তানরা এখানে সমসময়ই দুঃখের কারণ । তোমরা দুঃখি হয়েছ, দুঃখের কথাই শুনে এসেছ । এখন বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলছেন । অনেক বার বুঝিয়েছেন আর চক্রবর্তী রাজা বানিয়েছেন । সুতরাং যে বাবা আমাদের এমন স্বর্গের মালিক করে তুলছেন, তাঁর প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত । একমাত্র বাবাকেই তোমরা স্মরণ কর । বাবা ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নয় । আত্মাকেই বোঝান হয় । আমরা সুপ্রিম পিতার সন্তান । এখন ঠিক যেভাবে আমরা পথের হদিশ পেয়েছি, ঠিক সেভাবেই অন্যদেরও সুখের পথ বলে দিতে হবে । তোমাদের সুখ শুধুমাত্র অর্ধকল্পের জন্য নয় । কল্পের তিন চতুর্থাংশ সময়কালের জন্য। তোমাদের কাছেও কেউ কেউ আত্মা সমর্পণ করবে, কেননা তোমরা তাদের কাছে বাবার বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করে থাক । তোমরা বুঝতে পেরেছ ব্রহ্মা বাবাও এই নলেজ সুপ্রিম পিতার কাছ থেকেই প্রাপ্ত করেছেন । তারপর ব্রহ্মা বাবাই আমাদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিয়ে থাকেন, আমরাও তারপর অন্যদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিই । বাবার পরিচয় দিয়ে সব বাচ্চাদের অস্ত্রোত্তার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলি । ভক্তিকেই অস্ত্রোত্তারতা বলা হয় । জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা-আলাদা । জ্ঞানের সাগর বাবা এখন তোমরা বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করছেন । তোমাদের অন্তর্মনে অনুভব হয়, বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে আমাদের জাগান । আমাদের দীপ (আত্মা) যার মধ্যে সামান্য ঘৃত এখনও অবশিষ্ট আছে, বাবা এসে পুনরায় তার মধ্যে জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করে তাকে আবার প্রজ্জ্বলিত করে তোলেন । যখন বাবাকে স্মরণ কর তখনই সেই দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে । আত্মার মধ্যে যে মরচে পড়েছে, তা বাবাকে স্মরণের মাধ্যমেই মিটবে। এর মধ্যেও মায়ার লড়াই চলে (বিদ্বান্ দেখা দেয়) । মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়, যার ফলে মরচে সরে যাওয়ার পরিবর্তে আরও চেপে বসে । যতটুকু মরচে যাওয়া মিটেছিল মায়ার প্রভাবে আরও চেপে বসে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে মরচে কেটে যাবে । এতেই পরিশ্রম আছে । শরীরের প্রতি আকর্ষণ যেন না থাকে, দেহী -অভিমানী হও । আমরা আত্মা, বাবার কাছে শরীর সমेत তো যেতে পারব না । শরীর থেকে আলাদা হয়েই যেতে হবে । আত্মাকে দেখলেই মরচে সরে যাবে, শরীর দেখলে মরচে জমবে । কখনও উত্তরণ, কখনও বা অবতরণ - এই চলতে থাকে । কখনও নীচে, কখনও উপরে -- পথ বড় সূক্ষ্ম । এমনই উপর -নীচে হতে হতে অগ্নিস্নেহ কর্মতীত অবস্থা প্রাপ্তি হবে । প্রধান হল এই চোখ, যা তোমাদের সাথে প্রতারণা করে, সুতরাং এই শরীরকে দেখ না । আমাদের বুদ্ধি শান্তিধাম, সুখধামে যুক্ত হয়ে আছে এবং আমাদের দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে । শুদ্ধ আহাৰ গ্রহণ করতে হবে । দেবতাদের আহাৰ পবিত্র হয় । বৈষ্ণব শব্দটি বিষ্ণু থেকেই এসেছে । দেবতার কখনও অপবিত্র জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না । বিষ্ণু মন্দির আছে -- যাকে নর - নারায়ণও বলা হয় । এখন লক্ষ্মী-নারায়ণ তো দেহধারী মানুষ, তাদের ৪ বাহু হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ভক্তি মার্গে তাদের ৪ বাহু দেখানো হয়েছে । একেই বলে সীমাহীন অগুণতা । এটাও জানে না যে, কোনও মানুষের ৪ বাহু হতে পারে না । সত্যযুগেও প্রত্যেকের ২টিই বাহু । ব্রহ্মারও ২ বাহু । ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী, দু'জনের মিলিতভাবে ৪ বাহু দেখানো হয়েছে । সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী নন, ইনি তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা । যত সংখ্যক বাচ্চা দণ্ডক নেওয়া হয় বাহু তত বৃদ্ধি পেতে থাকে । ব্রহ্মার ১০৮ বাহু বলা হয়ে থাকে । বিষ্ণু বা শঙ্করের জন্য একথা বলা হয় না । ব্রহ্মার অসংখ্য

বাহ । ভক্তি মার্গে তো কিছুই বোঝে না । বাবা এসেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন । তোমরাও বলে থাক, বাবা এসেই আমাদের বিচক্ষণ বানিয়ে তোলেন । মানুষ বলে থাকে- আমরা শিব ভক্ত । আচ্ছা, তোমরা শিবকে কি মনে কর ? এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ শিববাবা সমস্ত আত্মার পিতা, সেইজন্যই ওঁনার পূজা করে । প্রধান বিষয় বাবাই বলে থাকেন -- মামেকম্ স্মরণ কর । তোমরাও আহ্বান করে বলেছ -- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করে তোল । সবাই অবিরত বলে থাকে-- পতিত-পাবন সীতারাম । গীতও গায় ।

ব্রহ্মা বাবা তো জানতেন-ই না যে, বাবা স্বয়ং এসে তার মধ্যে প্রবেশ করবেন । কি আশ্চর্যের বিষয় ! কখনও কল্পনাও করেননি আগে । প্রথমে তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন এটা তার সাথে কি ঘটছে ! আমি যখন কাউকে দেখতাম সে আকৃষ্ট হতো। এসব কি ঘটছে ! শিববাবাই আকৃষ্ট করতেন । তার সামনে এসে কেউ বসলেই ধ্যানে চলে যেত । তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন এসব কি হচ্ছে ? এইসব বিষয় বোঝার জন্য নির্জনতা প্রয়োজন আর তখন থেকেই বৈরাগ্য আসে । তিনি ভাবতে লাগলেন কোথায় যাব ? ঠিক আছে, বেনারস যাব ।

এটা ছিল সেই আকর্ষণ যা তাকে দিয়ে সব করিয়ে নিতে তৈরি করে তুলছিল । এত বিশাল ব্যাবসা সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন । সেই মানুষগুলো কী করে বুঝবে কেন তিনি বেনারস চলে গেলেন । সেখানে গিয়ে একটা বড়ো বাগিচায় বসলেন । হাতে একটা পেনসিল নিয়ে দেওয়ালের উপর চক্র আঁকতে লাগলেন । বাবা কি করাতে চান কিছুই বুঝতে পারছিলেন না । রাতে ঘুমিয়ে পড়লে মনে হতো কোথায় উড়ে চলেছেন, তারপর আবার যেন নীচে নেমে আসতেন । কিছুই বুঝতে পারতেন না কেন এমন হচ্ছে । প্রথম দিকে এরকম অনেক সাক্ষাত্কার হতো । বাচ্চারাও বসে বসে ধ্যানে চলে যেত । তোমরা অনেক কিছু দেখেছ । তোমরা বলতে পার আমরা যা দেখেছি তা তুমি দেখনি । অন্তিমে বাবা অনেক সাক্ষাত্কার করাবেন। কেননা তোমরা দ্রুত অনেক নিকটে চলে আসবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১ ) বাবার পরিচয় শুনিয়ে সবার দুঃখ দূর করতে হবে । সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে । সীমিত থেকে বেরিয়ে অসীমে (হৃদ থেকে বেরিয়ে বেহদে) যেতে হবে ।

২ ) অন্তিমে সব সাক্ষাত্কার করার জন্য তথা বাবার স্নেহে লালিত হওয়ার জন্য জ্ঞান যোগে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে । অন্যদের কথা চিন্তন না করে যোগবল দ্বারা নিজের আয়ু বৃদ্ধি করতে হবে ।

বরদান :- ব্রহ্মা বাবার মতো লক্ষ্যকে ধারণায় আনতে সমর্থ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ সর্ব সহযোগী ভব

যেমন ব্রহ্মা বাবা স্বয়ং নিমিত্ত হয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে ওঠেন, লক্ষ্যকে লক্ষণে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন -- যে অর্জন করে, সে-ই অর্জুন - এর দ্বারাই প্রথম নম্বর হয়েছিলেন । তাই বাবাকে অনুসরণ

কর । কর্ম দ্বারা নিজে জীবনে গুণের প্রতিমূর্ত হয়ে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে অন্যদেরও সহজ গুণ ধারণ করার কার্যে সহযোগ প্রদান করো -- একেই বলা হয় গুণদান । দানের অর্থই হলো সহযোগ দেওয়া । যে কোনও আত্মাই এখন শোনার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাঞ্চুষ করতে চায় । সুতরাং প্রথমে নিজেকে গুণের প্রতিমূর্ত করে তোলো ।

স্লোগান :- সকলের নিরাশার অন্ধকার দূর করতে সমর্থ আত্মারাই হল জ্ঞান দীপক (প্রদীপ)।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অন্তর্মুখী হও অর্থাৎ চুপ করে থাকো, মুখে কিছু বোলো না, প্রতিটি কাজ শান্তিতে করো, কখনও অশান্তি সৃষ্টি কোরো না"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, যে তোমাদের কাঙাল করেছে সবচেয়ে বড় সেই শত্রুটি কে ?

উত্তর :- ক্রোধ। বলা হয় যেখানে ক্রোধ আছে সেখানে জল ভরা কলসও শুকিয়ে যায়। ভারত রূপী কলস যে হীরে জহরত দিয়ে ভরা ছিল, সেসব এই ক্রোধ রূপী ভূতের জন্যে খালি হয়েছে। এই বিকার রূপী ভূতেরাই তোমাদের কাঙাল করেছে। ক্রোধ যুক্ত মানুষ নিজেও পোড়ে অন্যদেরও পোড়ায় তাই এখন এই ভূতকে অন্তর্মুখী হয়ে বাইরে বের করো।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হও। অন্তর্মুখী অর্থাৎ কোনো কিছুই বোলো না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বসে এই শিক্ষা দেন বাচ্চাদের। অন্য কিছুই বলার নেই এইখানে। শুধু বোঝানো হয়। গৃহস্থে এমন ভাবে থাকতে হবে। এই হল মন্বনাভব। আমাকে স্মরণ করো, এইটি হল প্রথম মূখ্য পয়েন্ট। বাচ্চারা, তোমাদের ঘরে কখনও ক্রোধ করা উচিত নয়। ক্রোধ এমন যার প্রভাবে জল ভরা কলস শুকিয়ে যায়। ক্রোধ যুক্ত মানুষ অশান্তি সৃষ্টি করে, তাই গৃহস্থে থেকে শান্তিতে থাকতে হবে। ভোজন গ্রহণ করে নিজের কাজে ব্যবসা অথবা অফিস ইত্যাদিতে চলে যাবে, সেখানেও সাইলেন্সে থাকা ভালো। সবাই বলে আমাদের শান্তি চাই। এই কথা তো বাচ্চাদের বলা হয়েছে শান্তির সাগর হলেন একমাত্র বাবা। বাবা নিজেই নির্দেশ দেন আমাকে স্মরণ করো। এতে মুখে কিছু বলার নেই। অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। অফিস ইত্যাদিতে নিজের কাজও করতে হবে তো তাতেও বেশি কথা বলতে হয় না, খুব মধুর হতে হবে। কাউকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। ঝগড়া ঝাঁটি ইত্যাদি করা এই সবই হল ক্রোধ, সবচেয়ে বড় শত্রু হল কাম। দ্বিতীয় নম্বরে হল ক্রোধ। একে অপরকে দুঃখ দেয়। ক্রোধ বশতঃ কত লড়াই হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে সত্যযুগে লড়াই হয় না। এ হল রাবণের বশীভূত হওয়ার লক্ষণ। ক্রোধ যুক্ত মানুষকে অসুরী সম্প্রদায় বলা হয়। ভূতের প্রবেশ রয়েছে কিনা। এতে কিছুই বলতে হবে না, কারণ সেই মানুষের তো জ্ঞান নেই। তারা তো ক্রোধ করবে, ক্রোধ যে করে তার সঙ্গে ক্রোধ করলে ঝগড়া লেগে যায়। বাবা বোঝান - এই ভূত খুব কঠিন, যাকে যুক্তি যুক্ত হয়ে নিষ্কাশিত করতে হয়। মুখ দিয়ে কটু কথা বলা উচিত নয়। এইরূপ বলা খুবই ক্ষতিকর। বিনাশও ক্রোধের বশে-ই হয়, তাইনা। যে ঘরে ক্রোধের বাস, সেখানে অশান্তি অনেক হয়। ক্রোধ করলে তোমরা বাবার নাম বদনাম করবে। এই ভূত গুলিকে দূর করতে হবে। একবার তাড়িয়ে দিলে অর্ধকল্পের জন্যে সেই ভূত আর থাকবে না। এই পাঁচ বিকার এখন ফুল ফোর্সে আছে। এমন সময়েই বাবা আসেন, যখন বিকার ফুল ফোর্সে থাকে। এই দৃষ্টি খুব ক্রিমিনাল। মুখও খুব ক্রিমিনাল। জোরে কথা বললে মানুষ আগুনের মত জ্বলে ওঠে এবং ঘরেও ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কাম ও ক্রোধ এই দুই হল বড় শত্রু। ক্রোধ বশতঃ মানুষ স্মরণ করতে পারে না। যে স্মরণ করবে সদা শান্তিতে থাকবে। নিজের মনকে প্রশ্ন করা উচিত - আমাদের মধ্যে কোনও ভূত নেই তো ? মোহ রূপী, লোভ রূপী ভূত থাকে। লোভের ভূতও কম নয়। এই সব হল ভূত, কেননা এরা হল রাবণের সেনা।

বাবা বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রা শেখান। কিন্তু বাচ্চারা এতেই কনফিউজড হয়ে পড়ে। বুঝতে পারেনা, কারণ অনেক কাল ভক্তি করেছে যে । ভক্তি অর্থাৎ দেহ-অভিমান। অর্ধকল্প দেহ-অভিমান আছে। বাহ্যমুখী হওয়ার দরুন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে পারে না। বাবা খুব জোর দিয়ে বলেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। কিন্তু তারা পারেই না । অন্য সব কথা বিশ্বাসও করে। তারপরে বলে স্মরণ করব কিভাবে, কোনো কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। তাদেরকে বোঝানো হয় - তোমরা নিজের আত্মা নিশ্চয় করো। এই কথাও জানো তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। মুখে শিব শিব বলার দরকার নেই। অন্তরে গুণান আছে তাইনা, আমি হলাম আত্মা। মানুষ শান্তি চায়, শান্তির সাগর তিনিই হলেন পরমাত্মা। অবশ্যই অবিনাশী স্বর্গের অধিকারও তিনি-ই দেবেন। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে শান্তি হয়ে যাবে। এবং জন্ম জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। অন্য কোনও কিছু নেই। কোনও বিশাল লিঙ্গ রূপ নেই। আত্মা সূক্ষ্ম, বাবাও হলেন সূক্ষ্ম। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন মন্থনাত্মক। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হয়ে থাকো। এই যা কিছু চোখে দেখছ সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আত্মা শান্তিতে বাস করে। আত্মাকে শান্তিদাম যেতে হবে। যতক্ষণ আত্মা পবিত্র না হয় ততক্ষণ শান্তিদাম যেতে পারে না। ঋষি মুনিরা বলেন শান্তি কিভাবে প্রাপ্ত হবে। বাবা তো সহজ যুক্তি বলে দেন। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা শান্তিতে বাস করে না। বাবা জানেন ঘরে থাকে, একদম শান্ত হয়ে থাকে না। কিছুক্ষণের জন্য সেন্টারে যায়, মন শান্ত করে বাবাকে স্মরণ করবে, তা করে না। সারা দিন বাড়িতে হাস্যাসাদ করতে থাকে, তো সেন্টারে এসে শান্তিতে থাকতে পারে না। কারো সঙ্গে প্রেম হয়ে গেলে তো কখনও শান্তি হতে পারে না। শুধু তারই কথা স্মরণে আসবে। বাবা বোঝান - মানুষের মধ্যে আছে ৫-টি ভূত। বলা হয় এর মধ্যে ভূত প্রবেশ করেছে। এই ভূত গুলিই তোমাদের কাঙাল করেছে। সে তো হল একটি ভূত, সেও কখনও প্রবেশ করে। বাবা বলেন এই পাঁচটি বিকার রূপী ভূত তো সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট আছে। এই ভূত গুলি তাড়ানোর জন্যই বাবাকে আহ্বান করে। বাবা, এসে আমাদের শান্তি দিন, এই ভূত গুলিকে তাড়ানোর যুক্তি বলে দিন। এই বিকার রূপী ভূত তো সবার মধ্যে আছে। এই যে হল রাবণ রাজ্য । সবচেয়ে বড় ভূত হল কাম-ক্রোধ। বাবা এসে ভূত ভাগিয়ে দেন তার পরিবর্তে বাবার কিছু পাওনা থাকা উচিত তাইনা। তিনি ভূত-প্রেত ভাগিয়ে দেন, প্রাপ্তি কিছুই হয় না।, এই কথা তো বাচ্চারা জানে বাবা আসেন সম্পূর্ণ বিশ্বের ভূত তাড়াতে। এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে সবার মধ্যে ভূতের প্রবেশ রয়েছে। দেবতাদের মধ্যে কোনও ভূত থাকে না, না দেহ -অভিমানের, না কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ..... কিছুই থাকে না। লোভ রূপী ভূতও কম নয়। এই খাই, সেই খাই ..... অনেকের মধ্যে এই ভূত থাকে। তারা নিজের মনে বুঝতে পারে - যথার্থই আমাদের মধ্যে কাম রূপী ভূত আছে, ক্রোধ রূপী ভূত আছে। তাই এই বিকার রূপী ভূত তাড়াতে বাবাকে এত মাথা খাটাতে হয়। দেহ-অভিমানে এলে ইচ্ছে হয় এমন করি বা আলিঙ্গন করি। তখন সম্পূর্ণ উপার্জন শেষ হয়ে যায়। ক্রোধের অবস্থাও একই রকম। ক্রোধ যুক্ত হয়ে পিতা সন্তানকে মারে, সন্তান পিতাকে, স্ত্রী নিজের স্বামীকে। জেলে গিয়ে তোমরা দেখো বিভিন্ন রকম কেস থাকে। এই বিকার রূপী ভূতের প্রবেশ ঘটে বলেই ভারতের এমন দুরবস্থা হয়েছে ! ভারত রূপী বিশাল কলসটি যে হীরে জহরত দিয়ে ভরা ছিল, সেসব এখন নিঃস্ব হয়েছ। কথায় বলে - ক্রোধের প্রভাবে জল ভরা কলসও শুকিয়ে যায় । অতএব ভারতের অবস্থাও তেমন হয়েছে। এই কথা কেউ জানে না। বাবা স্বয়ং আসেন ভূত নিষ্কাশন করতে। যে কর্ম কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই পাঁচটি ভূত খুব সাংঘাতিক। অর্ধকল্প এই ভূতের প্রবেশ থাকে। এই সময় তো কোনও কথাই নেই। কেউ যতই পবিত্র থাকুক কিন্তু জন্ম তো বিকার দ্বারা হয়েছে। ভূত তো আছে, তাইনা। ৫ টি ভূত ভারতকে একেবারে কাঙাল

করেছে। ড্রামা কিরকম তৈরি করা হয়েছে, যা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। ভারত কাঙাল হয়েছে, বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। ভারতের জন্যই বাবা বোঝান, এখন বাচ্চারা তোমরা এই পড়াশোনা করে কত ধন প্রাপ্ত কর। এ হল অবিনাশী পাঠ যা অবিনাশী বাবা পড়ান। ভক্তিমার্গে কত সামগ্রী আছে। ব্রহ্মাবাবা শৈশব থেকে গীতা পাঠ করতেন এবং নারায়ণ পূজা করতেন। যদিও কিছু বুঝতেন না। আমি আত্মা, তিনি আমাদের পিতা, এই সব কথার বোধ ছিল না, তাই প্রশ্ন করে কিভাবে স্মরণ করব ? আরে, তোমরা তো ভক্তি মার্গে স্মরণ করেছ - হে ভগবান, এসো, উদ্ধার করো, আমাদের গাইড হও। গাইডেন্স লাভ হয় মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য। বাবা এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ধরিয়ে দেন। এই সময় সবার আত্মা কালিমা যুক্ত বা অসুন্দর হয়ে আছে, তাহলে তাদের সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হবে কিভাবে। যতই গায়ের রঙ ফর্সা হোক, কিন্তু আত্মা তো কালো, তাইনা। যাদের সুন্দর ফর্সা শরীর থাকে, তাদের নিজের মৌল্যের অনেক নেশা থাকে। মানুষ এই কথা জানতে পারে না যে আত্মা সুন্দর কিভাবে হয় ? তাই তাদের বলা হয় নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। যারা নিজের পিতা রচয়িতা এবং রচনার কথা জানে না তারা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, যারা জানে তারা হল ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বাচ্চারা, বাবা বসে কত ভালো ভাবে তোমাদের বোঝান। প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করো - আমাদের মধ্যে কত খানি পরিচ্ছন্নতা আছে ? কত খানি আমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করি? স্মরণের শক্তির দ্বারা-ই রাবণকে জয় করতে হবে। এর জন্যে শরীরের শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপার নেই। এই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হল আমেরিকা, কারণ তাদের কাছে ধন-সম্পদ, বারুদ ইত্যাদি অনেক আছে অর্থাৎ শক্তি হয়ে গেল পার্থিব। মৃত্যুর জন্য জড়ো করা । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে আমরা বিজয়ী হব। তোমাদের তো হল রুহানী শক্তি বা আত্মিক শক্তি, তোমরা জয় লাভ কর রাবণের উপরে। যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের উপরে কেউ জয় লাভ করতে পারে না। অর্ধকল্পের জন্যে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং অন্য কেউ বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করতে পারে না। তোমরা কি স্বরূপ ধারণ করো, সেই নিয়ে একটু বিচার করো। বাবাকে তো খুব ভালোবাসে স্মরণ করতে হবে এবং স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। তারা ভাবে স্বদর্শন চক্র দিয়ে বিষ্ণু সকলের মাথা কেটে ছিলেন। কিন্তু এখানে হিংসার কোনও কথাই নেই।

সুতরাং মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কি ছিলে, এখন নিজের অবস্থা তো দেখো ! তোমরা যতই ভক্তি ইত্যাদি করে ছিলে কিন্তু ভূত তাড়াতে পারো নি। এখন অন্তর্মুখী হয়ে দেখো আমাদের মধ্যে কোনও ভূত আছে কি ? কারো প্রতি মোহ রাখলে বা আঁকড়ে থাকো, তাহলে বুঝে নিও যা কিছু উপার্জন জমা হয়েছিল সব শূন্য হয়ে গেল। তাদের মুখ দর্শন করতেও বাবার ভালো লাগবে না। তারা তো যেন অস্পৃশ্য হয়ে গেল, স্বচ্ছ নয়। তারা বিবেকের দংশন হতে থাকবে যথার্থই আমি অস্পৃশ্য। বাবা বলেন দেহ সহ সবকিছু ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এই অবস্থায় স্থির হয়ে থাকলে তোমরা দেবতা হবে। সুতরাং কোনও ভূতের আগমন হওয়া উচিত নয়। বাবা বোঝাতে থাকেন- নিজের চেকিং করো। অনেকের মধ্যেই ক্রোধের বিকার আছে, গালাগালি না করে থাকতে পারে না, তারপরে ঝগড়া চলতে থাকে। ক্রোধ তো খুব খারাপ। ভূত তাড়িয়ে একদম ক্লিয়ার হতে হবে। শরীরের কথা যেন স্মরণে না আসে, তবেই উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে। তাই ৮ রত্নের কথা প্রসিদ্ধ আছে। তোমরা জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত কর রত্নে পরিণত হওয়ার জন্য। বলা হয় ভারতে ৩৩ কোটি দেবতারা বাস করতেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ৮ রত্ন পাস উইথ অন্যর হবে। তাঁদেরই পুরস্কার দেওয়া হবে। যেরকম স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। তোমরা জানো

লক্ষ্য খুব কঠিন। এই যাত্রাপথে চলাকালীন পতন হয়, ভূতের প্রবেশ ঘটে। স্বর্গে বিকার থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ড্রামার চক্র আবর্তিত হওয়া উচিত।

তোমরা জানো ৫ হাজার বছরে কত মাস, কত ঘন্টা, কত সেকেন্ড হয়। কেউ হিসেব করলে বেরোবে। তারপরে এই বৃক্ষের যে চিত্রটি আছে, তাতেও লিখে দেবে যে কল্পে এত মাস, এত দিন, এত ঘন্টা, এত সেকেন্ড হয়। মানুষ বলবে এরা তো একেবারে সঠিক বলে দেয়। ৮৪ জন্মের হিসেব বলে দেয়। তাহলে কল্পের আয়ু কেন বলবে না ! বাচ্চাদেরকে মুখ্য কথা তো বলা হয়েছে যে যেমন করে হোক ভূত তাড়াতে হবে। এই বিকার রূপী ভূতগুলি তোমাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ করেছে। সব মানুষ মাত্রই ভূত অবশ্যই আছে। তাদের হয়েই থাকে ব্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম। স্বর্গে ব্রষ্টাচার হয় না। রাবণ-ই নেই। রাবণ কে, তার কথাও কেউ বোঝে না। তোমরা রাবণের উপরে জয় লাভ কর। পরে রাবণের অস্তিত্ব থাকবে না। এখন পুরুষার্থ করো। বাবা এসেছেন, তাই বাবার কাছে স্বর্গের অবিনাশী অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তোমরা কত বার দেবতায় পরিণত হও। কত বার অসুরে পরিণত হও, তার হিসেব করতে পারবে না। অসংখ্য বার হয়েছে হয়তো। আচ্ছা, বাচ্চারা শান্তিতে থাকলে কখনও ক্রোধ আসবে না। বাবা যে শিক্ষা গুলি দেন, সেই অনুযায়ী চলা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১ ) নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমাদের মধ্যে কোনও ভূত নেই তো ? দৃষ্টি ক্রিমিনাল হয় না তো ? জোরে কথা বলার বা অশান্তি সৃষ্টি করার সংস্কার নেই তো ? লোভ-মোহ রূপী বিকার বিরক্ত করে না তো ?

২ ) কোনও দেহধারীর প্রতি মোহ রাখবে না। দেহ সহ সবকিছু ভুলে স্মরণের যাত্রার দ্বারা নিজের মধ্যে আত্মিক বল (রুহানী শক্তিভরতে) হবে। এক বার ভূত তাড়িয়ে অর্ধকল্পের জন্যে মুক্তি পেতে হবে।

বরদান :- নিরহঙ্কারিতার (নির্মাণতার) গুণ ধারণ করে সবাইকে সুখ প্রদানকারী সুখের দেবতা, সুখ স্বরূপ ভব

ব্যাখ্যা: তোমরা মহান আত্মা, তোমাদের পরিচয় হল নম্রতা ( নিরহঙ্কারিতা) । যত নির্মাণ (নম্র) হবে ততই সর্বজনের মান প্রাপ্ত হবে। যে নির্মাণ হয় সে সবাইকে সুখ প্রদান করবে। যেখানে যাবে, যা করবে সবই সুখদায়ী হবে। অতএব সম্পর্কে যে আসুক সে যেন সুখের অনুভূতি করে তাই তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মাদের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় - সুখের সাগরের সন্তান সুখ স্বরূপ, সুখের দেবতা। অতএব সবাইকে সুখ প্রদান করে, সুখ প্রাপ্ত করতে থাকো। কেউ যদি তোমাদের দুঃখ দেয়, নিও না।

স্লোগান : - সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সে, যে আত্ম অভিমানী থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর সহ যা কিছুই দৃশ্যমান, সে সবই বিনাশের অপেক্ষায়, তোমরা অর্থাৎ আত্মাদেরকে এখন আপন ঘরে ফিরতে হবে যে, অতএব এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ এমন বাক্যের দ্বারা সবাইকে বাবার বার্তা শোনাতে পারো ?

উত্তর :- সকলকেই শোনাও যে, অসীম জগতের বাবা অসীমের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদানের জন্যই এসেছেন। জাগতিক উত্তরাধিকারের সময় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে অর্থাৎ ভক্তি-মার্গের সময় সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই এবার এই রাবণ-রাজ্যও সমাপ্তির পথে। বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদেরকে রাবণের ৫-বিকারের কয়েদ থেকে মুক্ত করতে। বর্তমানের এই সময়টা - পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, এই সময়কালের মধ্যেই উপযুক্ত পুরুষার্থ করে দৈবী-গুণধারী হতে হবে তোমাদের। সঠিক ভাবে কেবলমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের ধারণা স্পষ্ট হলেই তুমি শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হতে পারবে।

ওঁম্ শান্তি! আধ্যাত্মিক বাচ্চারা, কি করছো তোমরা এখন ? - তোমরা এখন অব্যভিচারী স্মরণের যোগে বসে আছো। স্মরণের যোগ দুই প্রকারের ১) অব্যভিচারী স্মরণের যোগ, ২) ব্যভিচারী স্মরণের যোগ। অব্যভিচারী স্মরণের যোগ কিস্থা অব্যভিচারী ভক্তির শুরুতে সবাই কেবলমাত্র এক শিবকেই পূজা করে। যেহেতু তিনি উচ্চতমেরও উচ্চ অর্থাৎ ভগবান। উনি যেমন আত্মাদের বাবা, তেমনি আবার শিক্ষকও বটে। উনিই আত্মাদেরকে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ান। কিন্তু কি সেই পাঠ ? যে পাঠের দ্বারা মনুষ্য দেবতায় পরিণত হয়। কিন্তু দেবতা থেকে এই মনুষ্য জন্মে আসতে হলে তোমাদেরকে ৮৪-জন্ম নিতে হয়। আর মনুষ্য থেকে দেবতা হতে সময় লাগে মাত্র এক-সেকেণ্ড। বাচ্চারা, তোমরা অবশ্য তা জেনেছো। এখন এখানে বসে তোমরা সবাই সেই বাবাকেই স্মরণ করছো। যে বাবা আবার তোমাদের টিচার আর সদগুরু। উনিই সেই সহজ রাজযোগ শেখান- যেখানে স্মরণ করতে হয় এক ও একমাত্র বাবাকেই। বাবা স্বয়ং তোমাদের বলছেন - "ওহে আত্মারা, হে আমার বাচ্চারা, দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ কর, এখন যে তোমাদের ঘরে ফেরার পালা। এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হতে চলেছে। এখানে এখন আর থাকা উচিত নয়। এই পুরানো দুনিয়া বিনাশের লক্ষ্যে কত প্রকার বারুদ ইত্যাদি তৈরিও হয়েছে। যার সাহায্যকারী রূপে আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিনাশ তো অবসম্ভাবী। তোমাদের আত্মাও তা জানে। বর্তমানে তোমরা রয়েছে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। আত্মারা এখন আপন ঘরে ফেরার প্রস্তুতিতে। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন - এই পুরানো দুনিয়া আর পুরনো দেহকে ত্যাগ তো করতেই হবে। অতএব দেহ সহিত এই দুনিয়ায় যা কিছুই দৃশ্যমান, সে সব কিছুই বিনাশ হবে। এই শরীরেরও শেষ হবে। যেহেতু সব আত্মাদেরকেই এবার ঘরে ফিরতে হবে যে। ঘরে ফিরে না গেলে যে নতুন দুনিয়ায় আসতে পারবে না। তাই তোমরা এখন পুরুষোত্তম হবার লক্ষ্যেই পুরুষার্থ করে চলেছো। দেবতারাই পুরুষোত্তম। আর সবচেয়ে উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন নিরাকার বাবা। আবার মনুষ্য সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ দেবতারা। তারাও মনুষ্য কিন্তু দৈবী-গুণধারী। তারাই আবার পরবর্তীতে আসুরী গুণধারী হয়। এখন এই সময়কালটা হলো, আসুরী গুণধারী থেকে দৈবী গুণধারী হবার। যেহেতু সত্যযুগে যেতে হবে যে। কিন্তু কাদেরকে ? --তোমাদের অর্থাৎ বি. কে.-দেরকে। বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা যেমন ভাবে পঠন-পাঠন করো, অন্যদেরও তেমনি করেই পড়াবে। সবাইকে অসীমের এই বাবার বার্তা জানাবে। বলবে - অসীম

জগতের বাবা স্বয়ং এসেছেন অসীমের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদানের জন্য। অসীমের এই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার সুযোগ একেবারেই শেষের পর্যায়ে।

বাবা এবার বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - "৫-বিকারের রাবণের কয়েদে এখন সব মানুষ । তাই সবারই জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট। লোকেরা কেবল শুখনো রুটি-ই পায়। তাই বাবা এসে সবাইকে রাবণের কয়েদ থেকে মুক্ত করে সদাকালের সুখী করে গড়ে তোলেন। একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই পারে না মনুষ্যকে দেবতা করে গড়ে তুলতে। তোমরা বি.কে.-রাও এখানে এই ক্লাসে বসে আছো, মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে। কলিযুগ চলছে এখন। তাই দুনিয়ায় এত অনেক ধর্মের সমাহার। বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে রচনা আর রচয়িতার পরিচয় জানাচ্ছেন, - এতদিন তোমরা যাকে কেবলমাত্র ঈশ্বর ও পরমাত্মা বলেই জানতে। ধারণাই ছিল না যে, প্রকৃত অর্থে তিনিই একধারে যেমন বাবা, তেমনি টিচার, আবার গুরুও বটে। তাই তো কেবলমাত্র উনিই এক ও একমাত্র সদগুরু। ওনাকেই আবার 'অকালমূর্ত'-ও বলা হয়। আর তোমরা হলে আত্মা ও জীব = জীবাত্মা। সেই 'অকালমূর্ত' ব্রহ্মার শরীর রূপী রথে অবস্থান করেন। যেহেতু ওঁনার কোনও জন্ম হয় না। অকালমূর্ত বাবা স্বয়ং এখন বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - " আমার নিজের কোনও রথ (শরীর) হয় না, তবে কি ভাবেই বা তোমাদের পবিত্র করবো, এই কারণেই আমারও তো কোনও রথের দরকার। যদিও আমি 'অকালমূর্ত', তবুও কোথাও না কোথাও আমাকে তো অবস্থান করতেই হবে। কেবল মনুষ্যেরই থাকে 'অকাল সিংহাসন', (আত্মার অবস্থানের স্থল) যা আর কিছুতেই থাকে না। আত্মাদের প্রত্যেকেরই সেই আসন থাকে। 'অকালমূর্ত' আত্মা (পরমাত্মা) সেখানেই বিরাজিত হন। উনি সকল আত্মাদেরই বাবা। ওঁনাকেই বলা হয় 'মহাকাল', তাই ওঁনাকে পুনর্জন্মের চক্রে জন্ম নিতে হয় না। কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পুনর্জন্মের চক্রে আসতেই হয়। পুরো কল্পে আমি একবারই আসি এই সঙ্গমযুগে। ভক্তি-মার্গকে রাত আর জ্ঞান-মার্গকে দিন বলা হয়। একথা মনে গেঁথে নিতে হবে। মুখ্য দুটি শব্দ হলো - 'অঙ্ক' আর 'বে', বাবা আর বাদশাহী। বাবা আসেন সেই বাদশাহী দিতে। যে বাদশাহী নিতে গেলে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই বাবা এসে সেই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ান। যেহেতু এখানে পঠন-পাঠন হয়, তাই একে পাঠশালা বলা হয়।

ভগবান উবাচ, ভগবান স্বয়ং বলছেন- প্রকৃত অর্থে ভগবান তো নিরাকার। কিন্তু ওঁনারও তো (সন্তানদের প্রতি) কর্ম-কর্তব্যের পাট হওয়া উচিত। যদিও উনি উচ্চতমেরও উচ্চে অর্থাৎ ভগবান, যাকে সবাই স্মরণ করে। সে কথাই বাবা জানাচ্ছেন, ভক্তি-মার্গে এমন কোনও মনুষ্য নেই, যে বাবাকে স্মরণ করে না। অন্তর থেকে তারা ডাকতে থাকে বাবাকে। বলে - "হে ভগবান, ওহে মুক্তিদাতা, হে ঈশ্বর, ও গড-ফাদার ইত্যাদি ইত্যাদি।" যেহেতু উনি যে সব আত্মাদেরই ফাদার। তাই উনি অবশ্যই ওঁনার বাচ্চাদের অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকারের সুখই প্রদান করবেন। যেমন জাগতিক পিতারা তার নিজের বাচ্চাদের জগতের সুখ দেন। কিন্তু লোকেরা তো জানেই না যে, অসীমের বাবা স্বয়ং এখন এখানেই এসেছেন। তাই বাবা তোমাদের জানাচ্ছেন - "বাচ্চারা, জাগতিক সবকিছু ঝেড়ে ফেলে এক ও একমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো।" বাবা আরও জানাচ্ছেন- "তোমরাই দেবী-দেবতা হয়ে নতুন দুনিয়ার বাসিন্দা হও। যে দুনিয়া অপার সুখের দুনিয়া। যেখানে অনন্ত সুখের কোনও সীমা-পরিসীমা থাকে না। যেমন নতুন ঘর-বাড়ীতে খুব আনন্দ হয়। যা পুরনো হলে আবার দুঃখের হয়। সেই কারণেই বাবা বাচ্চাদের জন্য নতুন করে সবকিছু তৈরি করে দেন। যেমন জাগতিক ক্ষেত্রে তোমাদের বুদ্ধির যোগেও থাকে সেই নতুন ঘর-বাড়ীর কথা মনে

থাকে। যদিও তা জাগতিক। আর অবিনাশী উত্তরাধিকার সূত্রে অসীমের বাবার দেওয়া নতুন দুনিয়া তা অবশ্যই খুব সুন্দরই হবে। যেহেতু তা বানিয়ে দিচ্ছেন বাবা। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ায় যা কিছু দৃশ্যমান, সে সবই তো যাবে কবরের তলায়। যেহেতু পরীদের রাজ্য স্থাপিত হতে চলেছে। বর্তমানে তোমরা আছো সঙ্গমযুগে। তাই যেমন তোমরা কলিযুগকে দেখতে পাচ্ছে, তেমনি আবার সত্যযুগকেও দেখতে পাও। অতএব সাক্ষীভাবে এই সঙ্গমযুগে সব কিছুই দেখতে পাবে তোমরা। প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে যারা আসবে, তাদেরকেও তোমরা সঙ্গমযুগে এনে দাঁড় করাবে। তারাও যেন অনুভব করে, তাদের একদিকে কলিযুগ এবং অপরদিক সত্যযুগ, তারা যেন এই দুই যুগের মাঝখানে সঙ্গমযুগে রয়েছে। আর বাবা যে নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন সেটাও। সেই নতুন দুনিয়ার জনসংখ্যা যথেষ্টই কম। সেখানে আর অন্য কোনও ধর্মও নেই। শুরুতে কেবলমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই সেখানে পৌঁছতে পারো। সেই স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছবারই পুরুষার্থ করে চলেছো তোমরা। তাই তো পবিত্র হবার জন্য তোমরা আমাকেই ডাকতে থাকো - "ও বাবা, আমাদের পবিত্র বানিয়ে সেই পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো তুমি।" তবে এমনটা বলা না যেন, শান্তিধামে নিয়ে চলো। পরমধামকেই বলা হয় 'সুইট-হোম'! প্রথমে তোমাদের যেতে হবে আপন ঘরে, যাকে মুক্তিধাম বলা হয়। যার নিমিত্তে সাধু-সন্ন্যাসীরা কত কিছুই বলে থাকে, কিন্তু সুখধামের বিষয়ে কিছুই জানাতে পারে না। যেহেতু তারা নিবৃত্তি-মার্গের। বাচ্চারা, তোমাদের তা বোঝানো হয়েছে, কোন্-কোন্ ধর্মের লোকেরা কখন-কখন আসবে এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে! মনুষ্য সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষের শুরুর ফাউন্ডেশন তোমরা বি.কে.-রা। যার বীজকে বলা হয় বৃক্ষপতি। সেই বৃক্ষপতি বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, উনি অবস্থান করেন সেই কল্পবৃক্ষের একেবারে শীর্ষে। সেই কল্পবৃক্ষে পচন ধরে যখন তা একেবারে ক্ষয়িষ্ণু হয়, তখনই বাবাকে আসতে হয় দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য। যেমন কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে আশ্চর্যজনক যে বটবৃক্ষ আছে। আদি-মূল ফাউন্ডেশন ছাড়াই এত বিশাল সম্পূর্ণ বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি অসীম জগতের কল্পবৃক্ষেও তার মূল অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মও আজ আর নেই। অন্যান্য ধর্মগুলি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

বাচ্চারা, প্রকৃত অর্থে তোমরা কিন্তু নিরাকারী মূলবতনের নিবাসী। এই সাকারী দুনিয়ায় এসেছো যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই অলরাউন্ডার পার্ট পার্টধারী। তাই কেবল তোমাদেরই ৮৪-জন্ম নেবার সৌভাগ্য হয় - যা পুরো কল্পে সর্বাধিক জন্ম। আর সর্বচেয়ে কম মাত্র এক-জন্ম। ৮৪-জন্মকে অষ্টানী লোকেরা আবার ৮৪- লাখ জন্ম বলে প্রচার করে। তাদের তো এই ধারণাটাও নেই, এই অবাস্তব কিভাবেই বা সম্ভব হতে পারে। বাবা এসে তোমাদেরকে এগুলিই ব্যাখ্যা করে যুক্তিসহ বোঝান - একমাত্র বি.কে.-রাই ৮৪-জন্ম পেতে পারে। তোমরা বি.কে.-রাই সর্বপ্রথম বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে। আবার তোমরাই সর্বপ্রথম সত্যযুগের দেবী-দেবতা হও। যখন তোমরা এখানে নিজেদের পার্টে ব্যস্ত থাকো, তখন অন্য আত্মারা তবে কোথায় থাকে ? তা কেবল তোমরাই জানো - বাকী আত্মারা তখন থাকে শান্তিধামে। অর্থাৎ শান্তিধাম হলো পৃথক ধাম। আর সেই বাকী দুনিয়া হলো এই দুনিয়া। কর্ম-কর্তব্যের পার্ট এখানেই করতে হয়। নতুন দুনিয়ায় সুখের পার্ট আর পুরোনো দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্টের পার্ট। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের এই নাটকটাই যে এমনই সুখ আর দুঃখের খেলা নিয়ে রচিত। সুখের রাজ্য অর্থাৎ রামরাজ্য। এই দুনিয়ার লোকেরা কেউ তা জানে না, এই সৃষ্টি চক্র প্রতিনিয়ত তার নিজস্ব নিয়মে কিভাবে আবর্তিত হচ্ছে। না জানে এই বিশ্ব নাটকের রচয়িতাকে, না জানে সেই রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে। জ্ঞানের-সাগর এক ও একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞান কোনও শাস্ত্রেও নেই।

যা কেবল বাবা ওনার বাচ্চাদেরকেই জানান। এই জ্ঞান পরে প্রায় লোপ পায়। সত্যযুগ থেকেই তার প্রভাব আর থাকে না।

ভারতের প্রাচীন এই সহজ রাজযোগের খ্যাতি ভুবন বিখ্যাত। গীতাতেও এই সহজ রাজযোগের উল্লেখ আছে। বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে সেই সহজ রাজযোগের শিক্ষার মাধ্যমে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্বের আশীর্বাদক্রমে অবিনাশী উত্তরাধিকারী করে গড়ে তোলেন। কিন্তু ওদের রচনা থেকে সেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। এই উত্তরাধিকার পাওয়া যায় কেবলমাত্র রচয়িতা বাবার কাছ থেকে। প্রত্যেকটি মানুষই যে ওঁনারই সৃষ্টি। সকল বাচ্চাদেরকে তিনিই রচনা করেন। একজন এই জগতের ব্রহ্মা আর একজন অসীম জগতের ব্রহ্মা। যিনি নিরাকার আত্মাদের পিতা। যেমন তোমাদের লৌকিক পিতা আর প্রজাপতি ব্রহ্মাও আবার পিতা। কিন্তু প্রজাপিতা তিনি কখন হবেন ? --তা কি সত্যযুগে ? -- না। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই তা হয়ে থাকে। লোকেদের তো এটাই জানা নেই যে, কোন সময়কালকে সত্যযুগ বলা হয়। অষ্টানী শাস্ত্রকারেরা সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদির আয়ু লাখ-লাখ বছর বলে জানায়। বাবা স্বয়ং বলেন-১২৫০ বছরে হয় এক যুগ। (পুরো কল্প ১২৫০ x ৪ = ৫০০০ বছর) এতে আবার ৮৪-জন্ম বিস্তারের হিসাবও আছে। এছাড়া সিঁড়ির (উত্তরণ ও অবরোহন) হিসাবও আছে। অধোগতিতে কিভাবে নীচের দিকে নামতে থাকে, তারও। শুরুর ফাউন্ডেশনে থাকে দেবী-দেবতারা। এর পরের ধাপগুলিতে ইসলামী, বৌদ্ধ, ..... ইত্যাদিরা। সেই কল্পবৃক্ষের রহস্য তো তোমাদের জানানোই হয়েছে। একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই যা জানাতে পারে না। লোকেরা হয়ত তোমাদেরকে বলবে, কিভাবে এসব চিত্রাদি বানাতে তোমরা ? কে শেখালো তোমাদের ? তাদেরকে বলবে- ধ্যানের মাধ্যে বাবা তোমাদেরকে তা দেখিয়েছেন। তবেই তো তোমরা তা বানাতে পেরেছো। তারপর বাবা স্বয়ং এনার (ব্রহ্মার) রথে অধিষ্ঠান হয়ে তা সংশোধন করে বলে দেন, এমন ভাবে বানাও। অর্থাৎ উনি নিজেই তার সংশোধন করেন।

কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। কিন্তু লোকেরা তো জানেই না, কেন তা বলা হয় ? কৃষ্ণ যখন বৈকুণ্ঠের মালিক ছিল - তখন ছিল সুন্দর গৌরবর্ণ, এরপর যখন গ্রাম্য বালক হলো - তখন সে অসুন্দর শ্যামবর্ণ। এই কারণেই কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। উনিই কল্পে সর্বপ্রথম। ততত্বম্ - তোমাদের ক্ষেত্রেও এমনটাই হবে। শুরুতে থাকবে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব। আত্মা, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনা কে করেন ? তা কারও জানা নেই। লোকেরা তো ভারত শব্দটিকেই ভুলে গেছে, তাই বলে যে হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ। বাবা জানাচ্ছেন - উনি কিন্তু কেবলমাত্র ভারতেই আসেন। এই ভারতই একদা দেবতাদের রাজ্য ছিল, যা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে। বাবার আসার কারণ হলো, আবারও তার স্থাপনা করা। কল্পের শুরুই হয় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। ধীরে ধীরে সেই কল্পবৃক্ষ (বিস্তার) বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন-নতুন পাতা গজাতে থাকে, কত প্রকারের মঠ-মন্দির, কত প্রকারের পথ সংযুক্ত হয়ে তার শোভাবর্দ্ধন করে। তারপর কল্পের অন্তিমে যখন সম্পূর্ণ বৃক্ষে পচন ধরে একেবারে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা হয়, তখন আবারও বাবাকেই আসতে হয়। যদা যদা হি ধর্মস্য .....! আত্মা যেখানে নিজেই নিজেকে জানে না, সেক্ষেত্রে তো বাবাকেও জানবে না। তাই তো আত্মা নিজেই নিজেকে গালি-গালাজ করে। তেমনি আবার বাবাকে আর দেবতাদেরও গালি-গালাজ দেয়। আত্মারা তমোপ্রধান, অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণেই এই পতিত দুনিয়ায় বাবাকে আসতে হয়। এসে বাচ্চাদেরকে নব-জীবন দান করে অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা করে গড়ে তোলেন। দীনবন্ধু-কৃপাসিদ্ধু এই বাবা অর্দ্ধ-কল্পের জন্য সবার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন। মাতাদের বন্দনায়

'বন্দেমাতরম্' যা সবারই জানা। কিন্তু তা কোন্ মাতাদের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়, যাদের এত বন্দনা করা হয় ? --তা হলে তোমরা ব্রহ্মাকুমারী কন্যারা ও মাতারা। যারা সমগ্র সৃষ্টিকে স্বর্গ-রাজ্য বানায়। যদিও পুরুষেরাও এতে সহযোগী, কিন্তু সংখ্যাধিক্যে তো মাতাদেরই। তাই তো বাবা স্বয়ং মাতাদের এত মহিমা করেন। বাবা এসেই তো তোমাদেরকে অর্থাৎ বি.কে.-দেরকে এমন মহিমার উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ঐ নার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১) অপার সুখের দুনিয়ায় পৌঁছাতে হলে, নিজে সঙ্গম যুগে অবস্থান করছো এমনটা ভাবতে হবে। সামগ্রিকভাবে সবকিছু দেখলেও বুদ্ধির যোগ থাকবে নতুন দুনিয়ার প্রতি। বুদ্ধিতে যেন থাকে, এবার আমি নিজ নিকেতনে ফিরতে চলেছি।

২) সবাইকে নব-জীবনের দিশা দেখিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে। অসীম জগতের বাবার থেকে এই বিশেষ জ্ঞানের পার্ট পড়ে, অন্যদেরকেও তা পড়াতে হবে। নিজে দৈবী-গুণ ধারণ করে অপরকেও তা ধারণ করাতে হবে।

বরদান :- নিজের পজিশনের স্মৃতি দ্বারা মায়ার থেকে বিজয় প্রাপ্ত করে নিরন্তর যোগী ভব

স্পষ্টীকরণ:- জাগতিক স্থূল পজিশনে যেমন কেউ নিজের পজিশনকে ভোলে না, তেমনি বি.কে.-দেরও পজিশন (মর্যাদা) হলো - মাস্টার সর্বশক্তিমান। তা সदा স্মৃতিতে রেখে, রোজ অমৃতবেলায় সেই স্মৃতিকে ইমার্জ করলে নিরন্তর যোগী হয়ে উঠবে এবং যা সারাদিনই তোমাকে সাহায্য করতে থাকবে। ফলে মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে মায়া আর আসতেই পারবে না। যখন তুমি তোমার নিজের স্মৃতিতে উঁচু স্টেজে থাকবে, মায়াকে তখন যেন পিঁপড়ে সদৃশ্য মনে হবে, ফলে অতি সহজেই মায়াকে পরাস্ত করতে পারবে।

স্লোগান :- আত্মারূপী পুরুষকে যে শ্রেষ্ঠ রূপে গড়ে তুলতে পারে, সে প্রকৃত পুরুষার্থী।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা সকলে একে অপরের আত্মিক(রুহানী) ভাই-ভাই হও, তোমাদের মধ্যে আত্মিক প্রেম থাকা উচিত, আত্মার সঙ্গেই আত্মার প্রেম থাকবে, শরীরের সঙ্গে নয়"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর নিজের ঘরের এমন কোন্ আশ্চর্যজনক কথা শুনিয়েছেন ?

উত্তর :- যেকোনো আত্মাই যখন আমার ঘরে আসে তখন তারা নিজের-নিজের সেকশনে নিজের নশ্বরের ক্রমানুসারে ফিফ্রড হয়ে যায়। কখনো নড়াচড়া করে না। ওখানে সব ধর্মের আত্মারাই আমার নিকটে থাকে। ওখান থেকে নশ্বরের ক্রমানুযায়ী নিজের-নিজের সময়ানুসারে নিজের ভূমিকা পালন করতে আসে, এই বিস্ময়কর নলেজ সারা কল্পে এইসময় একবারই তোমরা পাও। অন্য কেউ এই নলেজ দিতে পারে না।

ওম শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা জানে যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের তো বাবা বোঝান আর বাবা নিজেকে আত্মাদের পিতা মনে করেন। এমন কেউ মনে করে না আর না কেউ এমনভাবে বোঝায় যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। একমাত্র বাবা-ই বসে আত্মাদেরকে এমনভাবে বোঝান। এই গুণানের প্রালঙ্(ফল) তোমরা নতুন দুনিয়ায় গিয়ে নিজের পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে নেবে। একথাও সকলের স্মরণে থাকে না যে, এই দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে আর সেই পরিবর্তন আনবেন বাবা। এখানে তো সম্মুখে বসে রয়েছে, যখন ঘরে যায় তখন সারাদিন নিজস্ব কাজ-কর্ম ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবার শ্রীমত হলো -- বাচ্চারা, যেখানেই থাকো আমাকে স্মরণ কর। যেমন কন্যা হলে তো সে জানতে পারে না যে, কে আমার স্বামী হবে, কিন্তু চিত্র দেখলে তখন স্মরণে(স্মৃতিতে) বসে যায়। যেখানেই থাকুক পরস্পর-পরস্পরকে স্মরণ করে, একে বলা হয় দৈহিক(স্থূল) প্রেম। আর এ হলো আত্মিক প্রেম। এই প্রেম কার সঙ্গে ? বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের আত্মিক পিতার আর বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চাদের। বাচ্চারা, তোমাদের পরস্পরের প্রতিও অত্যন্ত ভালবাসা থাকা উচিত অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে আত্মাদেরও প্রেম থাকা উচিত। বাচ্চারা, এই শিক্ষাও তোমরা এখনই পাও। দুনিয়ার মানুষের তো একথা কিছুই জানা নেই। তোমরা সকলে হলে ভাই-ভাই, তাই পরস্পরের প্রতি অবশ্যই স্নেহ-প্রেম থাকা উচিত। কারণ বাচ্চারা তো সকলেই এক পিতার-ই (সন্তান), তাই না। একেই বলে আত্মিক প্রেম। ডামার নিয়মানুযায়ী শুধুমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের সম্মুখে এসে বোঝান। আর বাচ্চারা জানে যে, বাবা এখানে এসেছেন। আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের খুব সুন্দর ফুল(গুল-গুল), পবিত্র অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। এমন নয় যে, কেউ হাত ধরে নিয়ে যাবে। প্রত্যেক আত্মারা এমনভাবে উড়বে ঠিক যেমনভাবে পঙ্গপালের দল উড়ে যায়। তাদেরও তো কেউ গাইড থাকে। গাইডের সঙ্গে আরও গাইডস্ থাকে যারা সম্মুখে থাকে। সমগ্র দল যখন একসঙ্গে যায় তখন খুব আওয়াজ হয়। সূর্যের আলোকেও ঢেকে দেয়, এতবড় দল থাকে। তোমাদের আত্মাদেরও তো কত বড় অগণিত দল থাকে, কখনও গুনতি করতে পারবে না। এখানেও মানুষের গুনতি করতে পারা যায় না। যদিও জনগননা করা হয়, তাও তা অ্যাকুরেট গননা করা যায় না। আত্মারাও তো কত, সেই হিসাব কখনও গননা করা যায় না। আন্দাজ করা হয় যে সত্যযুগে কত মানুষ হবে কারণ শুধু ভারতই রয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি। আত্মা যখন শরীরে থাকে তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়, তখন দুই-ই একত্রে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। এমন

অনেক লোক রয়েছে যারা মনে করে আত্মাই পরমাত্মা, তাই সে(আত্মা) কখনো দুঃখভোগ করে না, (আত্মা) অলিপ্ত। অনেক বাচ্চারা এই কথাতেও মুষড়ে পড়ে যে, আমরা নিজেকে তো আত্মা বলে মনে করি। কিন্তু বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করি ? একথা জানি যে, বাবা পরমধাম নিবাসী। বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন। চলতে-ফিরতে যেকোনখানে বাবাকে স্মরণ কর। বাবা থাকেন পরমধামে। তোমাদের আত্মাও ওখানেই থাকে, পুনরায় এখানে (নিজ) ভূমিকা পালন করতে আসে। এই জ্ঞানও এখনই পেয়েছ।

যখন তোমরা দেবতা হয়ে যাও তখন ওখানে তোমাদের এই জ্ঞান স্মরণে থাকে না যে, অমুক-অমুক ধর্মের আত্মারা উপরে রয়েছে। উপর থেকে এসে এখানে শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করে, এই চিন্তন ওখানে থাকবে না। পূর্বে একথা জানা ছিল না যে, বাবাও পরমধামে থাকেন, ওখান থেকে এসে শরীরে প্রবেশ করেন। তিনি এখন কোনো শরীরে আসবেন, তিনি তাঁর ঠিকানা বলে দেন। তোমরা যদি এখন লেখো যে, শিববাবা প্রযজ্ঞ(কেয়ার অফ) পরমধাম, কিন্তু পরমধামে তো চিঠি যেতে পারে না, তাই এমনভাবে লেখো যে, শিববাবা প্রযজ্ঞ ব্রহ্মা, তারপর আবার এখানকার ঠিকানা দিয়ে দাও, কারণ তোমরা জানো যে, বাবা এখানেই আসেন, এই রথে(ব্রহ্মা) প্রবেশ করেন। এমনিতে তো আত্মারা উপরেই থাকে। তোমরা হলে ভাই-ভাই। সর্বদা এটাই মনে কর যে, এ হলো আত্মা, এর নাম অমুক। আত্মাকে এখানেই দেখতে হবে কিন্তু দেহ-অভিমান চলে আসে। বাবা দেহী-অভিমানী বানান। বাবা বলেন, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে কর আর তারপর আমাকে স্মরণ কর। এইসময় বাবা বোঝান যে, যখন আমি আসি, তখন এসে বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করি। পুরানো অরগ্যান্স(কর্মেন্ড্রিয়) নিই, যার মধ্যে প্রধান হলো মুখ। চোখও রয়েছে, কিন্তু জ্ঞান-অমৃত পাওয়া যায় মুখ দ্বারা। গো-মুখ বলা হয়, তাই না, অর্থাৎ এ হলো মায়ের মুখ। বড় মাঙ্গ্যার দ্বারা তোমাদের দওক(অ্যাডপ্ট) নেন, কে ? শিববাবা। তিনি তো এখানে, তাই না। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমি তোমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা দওক নিই। তাহলে ইনি মাতা হয়ে গেলেন। গাওয়াও হয় যে, তুমি মাতা-পিতা, আমরা বালক তোমার..... তাহলে তিনি (শিববাবা) হলেন সকল আত্মাদের পিতা। ওঁনাকে মাতা বলা যাবে না। তিনি তো হলেন পিতা। পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তারপর মাতা চাই। উনি (ঈশ্বর) এখানে আসেন। এখনই তোমরা জানতে পেরেছ যে, বাবা উপরে থাকেন। আমরা আত্মারাও উপরে থাকি। পুনরায় এখানে আসি নিজ ভূমিকা পালন করতে, দুনিয়া তো এইসব বিষয়ের কোনো কিছুই জানে না। ওরা তো নুড়ি-পাথরেও পরমাত্মা রয়েছে বলে দেয়, তাহলে তো তিনি অগণিত (অসংখ্য) হয়ে যান। একেই বলে ঘোর অন্ধকার। গাওয়াও হয় যে, জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে, অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশের জন্য। এইসময় তোমাদের এই জ্ঞান রয়েছে যে-- এ হলো রাবণ-রাজ্য, যে কারণে অন্ধকার রয়েছে। ওখানে তো রাবণ-রাজ্য থাকে না, তাই কোনো বিকার থাকে না। দেহ-অভিমানও থাকে না। ওখানে (সবাই) আত্মা-অভিমানী থাকে। আত্মাতে এই জ্ঞান থাকে -- এখন ছোট বাচ্চা, এখন যৌবনে পদার্পণ করেছে, আর এখন শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, তাই এখন এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিতে হবে। ওখানে এমন বলা হয় না যে, অমুকে মারা গেছে। ওটা হলো অমরলোক। আনন্দের সঙ্গে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেয়। এখন আয়ু পূর্ণ হয়েছে, এই শরীর ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে। তাই সন্ন্যাসীরা সর্পের উদাহরণ দেয়। বাস্তবে উদাহরণ তো বাবা-ই দিয়েছেন। সেটাই সন্ন্যাসীরা আবার তুলে নিয়েছে। তবেই তো বাবা বলেন যে, এই জ্ঞান যা আমি তোমাদেরকে দিই তা প্রায়ঃলুপ্ত হয়ে যায়। বাবার অক্ষরও(কথা) রয়েছে, তো চিত্রও রয়েছে কিন্তু তা যেন আটায় লবণের পরিমাণ সম। তাই

বাবা বসে অর্থ বোঝান -- যেমন সর্প তার পুরানো খোলস ছেড়ে দেয় আর নতুন খোলস পুনরায় তৈরী হয়ে যায়। ওদের(সর্পের) ক্ষেত্রে এমন বলা হবে না যে, এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। না। একমাত্র সর্পের ক্ষেত্রেই খোলস বদলানোর উদাহরণ দেওয়া হয়। তাদের সেই খোলস দেখতেও পাওয়া যায়। যেমন, বস্ত্র পরিত্যাগ করা হয় তেমন-ই সর্পও খোলস পরিত্যাগ করে, অন্য ধারণ করে। সর্প তো জীবিতই থাকে, কিন্তু এমনও নয় যে সদা অমর থাকে। ২-৩ বার খোলস বদল করে তারপর মারা যায়। ওখানেও তোমরা তেমনই সময়ানুসারে এক খোলস পরিত্যাগ করে অন্যটা নাও। জানো যে, এখন আমাদের গর্ভে যেতে হবে। ওখানে সবই হলো যোগবলের বিষয়। যোগবলের দ্বারাই তোমাদের জন্ম হয় তাই অমর বলা হয়। আত্মা বলে, এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, শরীর পুরানো হয়ে গেছে। সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এখন আমি গিয়ে ছোট বাচ্চা হব। আত্মা স্বয়ং শরীর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ছোট বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে, ওই গর্ভকে জেল নয়, মহল(গর্ভমহল) বলা হয়। কোনো পাপ তো হয় না যে ভুগতে হবে। গর্ভ-মহলে আরাম করে থাকে, দুঃখের কোনো কথাই নেই। না কোনো খারাপ খাবার খাওয়ানো হয় যাতে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

বাবা এখন বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের নির্বাণধামে যেতে হবে, এই দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পুরানো থেকে পুনরায় নতুন হবে। প্রত্যেকটি জিনিসই বদলায়। বৃক্ষ(ঝাড়) থেকে বীজ বের হয়, আবার বীজ লাগালে কত ফল পাওয়া যায়। একটি বীজ থেকে কত দানা বেরোয়। সত্যযুগে যোগবলের দ্বারা একটি করে বাচ্চার-ই জন্ম হয়। এখানে তো বিকারের দ্বারা ৪-৫টি করে বাচ্চারও জন্ম দেয়। সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে অনেক পার্থক্য, যা বাবা বলে থাকেন। নতুন দুনিয়া পুনরায় পুরানো কিভাবে হয়, তারমধ্যে আত্মা কিভাবে ৮৪ জন্ম নেয় -- এও বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকটি আত্মা নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করে যখন আবার যাবে তখন স্ব-স্ব স্থানে গিয়ে স্থির হয়ে যাবে। স্থান বদল হয় না। নিজের-নিজের ধর্মে স্ব-স্থানে গিয়ে নশ্বরের ক্রমানুসারে দাঁড়িয়ে পড়বে, পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারেই নীচে আসতে হবে তাই অব্যক্ত লোকের(মূলবতন) ছোট-ছোট মডেল বানিয়ে রাখে। সব ধর্মের আলাদা-আলাদা সেকশন রয়েছে। দেবী-দেবতা হলো প্রথম ধর্ম, তারপরে নশ্বরের ক্রমানুসারে আসবে। আবার নশ্বরের ক্রমানুসারেই (সেখানে) যাবে। তোমরাও নশ্বরের ক্রমানুসারেই উত্তীর্ণ হও, আর সেই নশ্বরের হিসাবেই স্থান পাও। বাবা-র এই পঠন-পাঠন সমগ্র কল্পে একবারই হয়। তোমাদের আত্মাদের দল কত ছোট হয়। যেখান তোমাদের বৃক্ষ এতবড়। বাচ্চারা, তোমরা দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা দেখে পুনরায় এখানে বসে চিত্র ইত্যাদি তৈরী করেছ। আত্মা কত ছোট, শরীর কত বড়। সব আত্মারাই ওখানে গিয়ে বসবে। অতি অল্প জায়গার মধ্যে সব কাছাকাছি থাকে। মানুষদের বৃক্ষ তো কত বড় হয়। মানুষের তো জায়গা চাই, তাই না -- চলতে, ফিরতে, খেলতে, পড়তে, কাজ-কর্ম করার জন্য। সবকিছু করার জন্য জায়গা চাই। নিরাকার দুনিয়ায় আত্মাদের থাকার জায়গা ছোট, তাই এই চিত্রতেও এমন দেখান হয়। নাটক পূর্ব-নির্ধারিত, শরীর ছেড়ে আত্মাদের ওখানেই যেতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা ওখানে কিভাবে থাকি আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কিভাবে থাকে। পুনরায় কিভাবে নশ্বরের ক্রমানুসারে আলাদা-আলাদা হয়। এইসব কথা বাবা সমগ্র কল্পে একবারই এসে শোনান। তাছাড়া আর সবই তো হলো দৈহিক(শূল) পঠন-পাঠন। ওইসমস্ত পড়াকে আধ্যাত্মিক পড়াশোনা বলতে পারো না। এখন তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা। আই অর্থাৎ আমি আত্মা, my অর্থাৎ আমার এই শরীর। মানুষ একথা জানে না। ওদের তো সর্বদা দৈহিক সম্বন্ধ থাকে। সত্যযুগেও দৈহিক(শূল) সম্বন্ধ থাকবে। কিন্তু ওখানে

তোমরা আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকো। একথা জানতে পারো যে, আমরা হলাম আত্মা, আমাদের শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, তাই আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিই। এতে মুষড়ে পড়ার কোন ব্যাপার নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো বাবার কাছ থেকে রাজস্ব নিতে হবে। অবশ্যই তিনি অসীম জগতের পিতা, তাই না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। জ্ঞান হলো তোমাদের ব্রাহ্মণদের জন্য। বাস্তবে তোমাদের ব্রাহ্মণদের মন্দির তো আজমীরে রয়েছে। এক হয় পুষ্করনী ব্রাহ্মণ (অগ্রদানী ব্রাহ্মণ), অন্য হলো সারসিদ্ধ। আজমীরে ব্রহ্মার মন্দির দেখতে যায়। ব্রহ্মা বসে আছেন, ব্রহ্মার দাড়ী(বৃদ্ধাবস্থা) দেখান হয়েছে। তাঁকে মনুষ্যরূপে দেখান হয়েছে। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাও মনুষ্যরূপে রয়েছ। ব্রাহ্মণদের কখনো দেবতা বলা হয় না। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তো তোমরা, ব্রহ্মার সন্তান। ওরা কেউ ব্রহ্মার সন্তান নয়, পরে যারা আসে তারা জানে না। তোমাদের এ হলো বিরোট-রূপ। একথা বুদ্ধি দ্বারা স্মরণে রাখা উচিত। সম্পূর্ণ এই নলেজ যা একমাত্র তোমরাই কাউকে ভালোভাবে বোঝাতে পারো। আমরা আত্মা, বাবার সন্তান - একথা সঠিকভাবে বোঝ, বিশ্বাস দৃঢ় বা পরিপক্ব হওয়া উচিত। এ তো যথার্থ কথা, সকল আত্মাদের পিতা হলেন এক পরমাত্মা। সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। 'হে ভগবান' - অবশ্যই মানুষের মুখ থেকে নির্গত হয়। পরমাত্মা কে -- একথা কেউ-ই জানে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা এসে বোঝান। বাবা বোঝান, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ যাঁরা বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাঁরাই যখন জানতেন না তখন ঋষি-মুনিরা কিভাবে জানবে! এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে জেনেছ। তোমরা হলে আস্থিক, কারণ তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে জানো। কেউ সঠিকভাবে জানে, আবার কেউ কম। বাবা সম্মুখে এসে পড়ান, কেউ আবার ভালোভাবে ধারণ করে, কেউ কম ধারণ করে। এই পড়া একদম সহজও, আবার উচ্চও। বাবার কাছে এত জ্ঞান রয়েছে যে সাগরকে কালি বানিয়ে নিলেও এর শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবা অতি সহজ করে বোঝান। বাবা-কে জানতে হবে, স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। ব্যস! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১ ) স্মরণ যেন সদা সহজসাধ্য হয় তারজন্য চলতে-ফিরতে এই চিন্তা করা উচিত যে, আমরা হলাম আত্মা, পরমধাম নিবাসী আত্মা এখানে(সাকারলোকে) নিজের ভূমিকা পালন করতে এসেছি। বাবাও পরমধামে থাকেন। তিনি ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন।

২ ) যেমন আস্থিক পিতার প্রতি আত্মার স্নেহ-ভালবাসা রয়েছে, ঠিক তেমনই পরস্পরের সঙ্গেও আস্থিক প্রেমপূর্ণভাবে থাকতে হবে। আত্মার যেন আত্মার সঙ্গে প্রেম থাকে, শরীরের সঙ্গে নয়। সম্পূর্ণরূপে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- পবিত্র প্রেমের পালনা দ্বারা সর্বজনকে এক স্নেহের সূত্রে বন্ধনকারী মাস্টার স্নেহ-সাগর ভব

বিস্তার :- যখন স্নেহের সাগর আর স্নেহ-সম্পন্ন নদীদের মিলন হয় তখন নদীও বাবার মতন মাস্টার স্নেহ-সাগর হয়ে যায়, তাই বিশ্বের আত্মারা স্নেহের অনুভবের দ্বারা স্বততঃই সমীপে চলে আসে। পবিত্র প্রেম বা ঈশ্বরীয় পরিবারের পালনা, চুম্বকের মতো স্বততঃই প্রত্যেকে (পরস্পরের) নিকটে নিয়ে আসে। এই ঈশ্বরীয় স্নেহ-ই সহযোগী বানিয়ে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সূত্রে বেঁধে দেয়।

স্লোগান :- সঙ্কল্প, বাণী, সময়, গুণ আর শক্তির ভান্ডার (খাজানা) জমা(পূর্ণ) কর তবেই এগুলির সহযোগিতা পেতে থাকবে।

### ব্যর্থ সমাপ্ত করার উপায় জ্ঞান মুরলি, শক্তিশালী সঙ্কল্পের ভান্ডার

আজ বাপদাদা সঙ্গমযুগী অলৌকিক আধ্যাত্মিক সমাবেশে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। এই আধ্যাত্মিক সমাবেশ, আধ্যাত্মিক মিলন সারা কল্পে এখনই তোমরা করতে পার। আত্মাদের সাথে পরম আত্মার এই শ্রেষ্ঠ মিলন, সত্যযুগীয় সৃষ্টিতেও হবে না, সেইজন্য এই যুগকে মহান যুগ, মহা মিলনের যুগ, সর্বপ্রাপ্তির যুগ, অসম্ভব থেকে সম্ভব হওয়ার যুগ, সহজ এবং শ্রেষ্ঠ অনুভূতির যুগ, বিশেষ পরিবর্তনের যুগ, বিশ্ব কল্যাণের যুগ, সহজ বরদানের যুগ বলা হয়ে থাকে। এমন যুগে তোমরা আত্মারা মহান পার্ট (ভূমিকা) পালন করছ। এইরকম মহান নেশা সবসময় থাকে? সমগ্র বিশ্ব তৃষাতুর চাতক, বাবাকে এক সেকেন্ড পলকমাত্র দেখার জন্য, সেই বাবার সেকেন্ডে অধিকারী হওয়া তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা, এই স্মৃতি থাকে তোমাদের? এই স্মৃতি নিজে থেকেই তোমাদের সমর্থ বানায়। সমর্থ অর্থাৎ ব্যর্থের সমাপ্তকারী। ব্যর্থ থাকলে সেখানে সমর্থ কোনকিছুই থাকতে পারে না। যদি তোমার মনে ব্যর্থ সঙ্কল্প থাকে, তবে সমর্থ সঙ্কল্প স্থির হতে পারে না। ব্যর্থ বারবার তোমাদের নীচে নিয়ে আসে। সমর্থ সঙ্কল্প সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে মিলনের অনুভবও করায়, মায়াজিৎও বানায়, সফলতা স্বরূপ সেবাধারীও বানায়। ব্যর্থ সঙ্কল্প তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার সমাপ্তি ঘটায়। এমন সকলেই সদা 'কেন' 'কি' -এর বিভ্রান্তিতে থাকে, সেইজন্য তুচ্ছ ব্যাপারে তারা নিজেদের প্রতি নিরুৎসাহ থাকে। ব্যর্থ সঙ্কল্প সদা সর্বপ্রাপ্তির ভান্ডার অনুভব করার ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করে। যাদের ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে তাদের মনে প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী অর্থাৎ অনেক উঁচু। "আমি এটা করব", "আমি ওটা করব" এই ধরনের প্ল্যান তারা অতি দ্রুত অর্থাৎ তীব্রগতিতে বানায়, কেননা ব্যর্থ সঙ্কল্পের গতি ফাস্ট। সেইজন্য তারা অতি শ্রেষ্ঠ বিষয়ে ভাবে, কিন্তু সমর্থ না হওয়ার কারণে প্ল্যান আর প্র্যাকটিক্যালি বিশাল ফারাক হয়ে যায়। সেইজন্য তারা ভল্লোৎসাহ হয়ে পড়ে। যাদের সমর্থ সঙ্কল্প থাকে তারা সদা যা ভাবে সেই অনুযায়ী সবকিছু করে। তাদের ভাবনা এবং কাজ দুটোই সমান হবে। তাদের সঙ্কল্প ধীর গতির হবে এবং তারা তাদের কর্মে সফল হবে। ব্যর্থ সঙ্কল্প প্রচণ্ড ঝড়ের মতো অস্থিরতা তৈরি করে। সমর্থ সঙ্কল্প তোমাদের সদা বসন্তসম সজীব এবং সফল বানায়। ব্যর্থ সঙ্কল্প তোমাদের এনার্জি নষ্ট করায় অর্থাৎ আত্মিক শক্তি এবং সময় নষ্ট করানোর নিমিত্ত হয়। সমর্থ সঙ্কল্প সদা আত্মিক শক্তি অর্থাৎ এনার্জি জমা করতে তোমাদের সক্ষম করে তোলে। সময়কে ফলপ্রদ করে। ব্যর্থ সঙ্কল্প যদিও তোমার তৈরি, কিন্তু ব্যর্থ রচনা আত্মাকে অর্থাৎ রচয়িতার মর্মসীড়ার কারণ হয় অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমান সমর্থ আত্মার মর্যাদা ধরে রাখতে অপারগ হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সমর্থ সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে সদাসর্বদা তোমাদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার স্মৃতিস্বরূপ থাক। এই ফারাক তোমরা বুঝতে পার, তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু বাচ্চা এখনো সঙ্কল্প আসে বলে অভিযোগ ব্যক্ত করে। এখনও কেন ব্যর্থ সঙ্কল্প, এর কারণ কি? বাপদাদা যে সমর্থ সঙ্কল্পের ভান্ডার তোমাদের দিয়েছেন, তা'জ্ঞান মুরলি। মুরলির একেকটা মহাবাক্য সমর্থ খাজানা। এই সমর্থ সঙ্কল্পের ভান্ডারের মহত্ব কম হওয়ার কারণে সমর্থ সঙ্কল্প ধারণ করতে তোমরা অপারগ হও। আর ব্যর্থ সঙ্কল্প চান্স পেয়ে যায়। সবসময় প্রতিটা মহাবাক্য মনন করতে থাকলে সমর্থ বুদ্ধিতে ব্যর্থ আসতে পারে না। যখন বুদ্ধি খালি থেকে যায় তখন শূন্য স্থান হওয়ার কারণে ব্যর্থের আগমন ঘটে। যখন তাকে প্রবেশের ছাড়পত্রই দেওয়া (মার্জিন) হবে না, তখন ব্যর্থ আসবে কিভাবে? সমর্থ সঙ্কল্প দিয়ে বুদ্ধিকে বিজি রাখার সাধন না জানা অর্থাৎ ব্যর্থ সঙ্কল্পের আহ্বান।

বুদ্ধিকে বিজি রাখে, এমন বিজনেসম্যান হও । দিনরাত এই জ্ঞান রত্নরাজির বিজনেসম্যান হও । না ফুরসৎ হবে, না ব্যর্থ সঙ্কল্পের মার্জিন হবে । সুতরাং বিশেষ ব্যাপার হলো, "বুদ্ধিকে সমর্থ সঙ্কল্প দ্বারা পরিপূর্ণ রাখা ।" এর আধার হলো রোজ মুরলি শোনা, তা' নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করা এবং এর প্রতিরূপ হওয়া । এই তিন স্টেজেস । শুনতে খুব ভালো লাগে । না শুনে তোমরা থাকতে পার না । এটাও একটা স্টেজ । যারা এই স্টেজের তারা শোনার সময়টুকু পর্যন্তই শুনতে চায়, শোনার উৎসাহ থাকার কারণে সেই সময়ের জন্য সেই রসের আনন্দে থাকে । শোনার সময় তারা মেতেও থাকে, খুব ভালো, খুব ভালো ... এই গীতও খুশিতে গায় । যতই হোক, শোনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেই রসও সমাপ্ত হয়ে যায়, কারণ তারা অন্তর্লীন করেনি । অন্তর্লীন করার শক্তি দ্বারা বুদ্ধিকে শক্তিশালী সঙ্কল্পে সম্পন্ন না করলে ব্যর্থ আসতেই থাকবে । যারা অন্তর্লীন করে, তারা সদা পরিপূর্ণ থাকে, সেইজন্য ব্যর্থ সঙ্কল্প থেকে সরে থাকে । যাই হোক, প্রতিরূপ হয়ে ওঠা এবং শক্তিশালী হয়ে অন্যদেরও শক্তিশালী বানানোর স্টেজে হয় না । সুতরাং সেই দুর্বলতা থেকেই যায় ।

ব্যর্থ থেকে তো তারা রক্ষা পায়, শুদ্ধ সঙ্কল্প থাকে, কিন্তু শক্তির প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে না । প্রতিরূপসকল সদাই সম্পন্ন, সদা সমর্থ, শক্তিশালী কিরণে অন্যদেরও ব্যর্থ সমাপ্ত করে । অতএব, নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কে ! যারা শোনে তাদের কেউ, নাকি শুনে অন্তর্লীন করে তাদের কেউ ! নাকি এর প্রতিরূপ হয়েছে, এমন কেউ ? শক্তিশালী আত্মা সেকেন্ডে ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করে দেয় । তোমরা তো শক্তিশালী আত্মা, তাই না ? সুতরাং ব্যর্থের পরিবর্তন কর । যদি এখনও তোমাদের শক্তি এবং সময় ব্যর্থতেই নষ্ট কর, তবে কখন তোমরা শক্তিশালী হবে ? সুদীর্ঘ কালের সমর্থই দীর্ঘকালীন সম্পন্ন-রাজ্য শাসন করতে পারে । বুঝেছ !

এখন নিজের সমর্থ স্বরূপ দ্বারা অন্যদের সমর্থ বানানোর সময় । নিজের মধ্যকার সবরকম ব্যর্থ সমাপ্ত কর । তোমাদের এই সাহস তো আছে, তাই না ? ঠিক যেমন মহারাষ্ট্র, তোমরাও সেইরকমই মহান, তাই নও কি ? তোমরা মহা সঙ্কল্প কর, তাই তো ? তোমরা দুর্বল কোনো সঙ্কল্প কর না । তোমরা সঙ্কল্প করলে আর সেইরকমই ঘটল । একেই বলে মহান সঙ্কল্প । তোমরা এমনই মহান আত্মা, তাই না ? পাজাব থেকে আগত তোমরা কি ভাবছ ? পাজাবের তোমরা সাহসী, তাই না ! মায়ার নামক গভর্নমেন্ট কে সম্মুখ সমরে আহ্বান করছে তারা । ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারীরা মায়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে । তোমরা মায়ার সাথে প্রতিযোগিতা কর, তাই না ? তোমরা ভীত হও না, নয় কি ? তারা যেমন বলে যে এটা তাদের রাজ্য, সেইজন্য তোমরাও মায়াকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর, গর্জে ওঠো - তোমাদের রাজ্য আসতে চলেছে । তোমরা এমনই বীর আর সাহসী, তাই না ? পাজাব থেকে আগতরাও বাহাদুর । মহারাষ্ট্র থেকে আগতরা মহান এবং কর্ণাটক থেকে আগতদের বিশেষত্ব - তাদের মহান ভাবনা । ভাবনার কারণ এটাই যে তারা সহজে তাদের ভাবনার ফল লাভ করে । কর্ণাটক থেকে আগতরা তাদের ভাবনার মহান ফল খায়, সেইজন্য সদা খুশিতে নাচতে থাকে । সুতরাং যারা খুশির ফল খায় তোমরা সেই সৌভাগ্যবান আত্মা । সুতরাং মহারাষ্ট্র মহান সঙ্কল্পকারী আর পাজাব মহান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মহান রাজ্য অধিকারী, এবং কর্ণাটক মহান ফল খায় । তোমরা তিনই মহান হয়ে গেছ, তাই না ?

মহারাষ্ট্র অর্থাৎ সবকিছুতে মহান । প্রতিটা সঙ্কল্প মহান, তোমাদের স্বরূপ মহান, কর্ম মহান আর তোমাদের সেবা মহান । সবকিছুতে তোমরা মহান । সুতরাং, আজ তিন মহা নদী মিলিত হয়েছে, তাই

না ! মহান নদীসমূহের মহাসাগরের সঙ্গে মিলন, সেইজন্য মিলন আসরে তোমরা এসেছ । আজ সমাবেশ উদযাপনও তো করতে হবে, তাই না ! আচ্ছা - এইরকম সদা সমর্থ, যারা সদা প্রতিটা মহাবাক্যের প্রতিরূপ হয়, যারা দীর্ঘকালের সমর্থ এবং অন্য আত্মাদের সমর্থ বানায় , সেই আত্মাসকলকে বাপদাদার সকল সমর্থ-সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

দাদীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:- এখানে মহামন্ডলী (দল) বসে আছে । প্রারম্ভে ওম্ মন্ডলী ছিল আর অন্তে মহামন্ডলী হয়েছে । এই মন্ডলী সকল মহান আত্মার, তাই না ! লোকে নিজেদের বলে মহামন্ডলেশ্বর, আর তোমরা নিজেদের বলা মহা সেবাধারী । মহামন্ডলেশ্বর বা মহামন্ডলেশ্বরী বলা না, বরং নিজেদের মহা সেবাধারী বলা । সুতরাং মহান সেবাধারীদের মহান মন্ডলী । মহা সেবাধারী অর্থাৎ প্রতিটা সঙ্কল্পের মাধ্যমে নিজে থেকেই সেবার নিমিত্ত হয়ে আছে । সব সঙ্কল্প দ্বারা সেবা হতেই থাকে । যারা স্বতঃ যোগী তারা স্বতঃ সেবাধারী হয় । শুধু চেক কর, সেবা নিজে থেকেই হচ্ছে ? তারপরে তোমরা অনুভব করবে সেবা ব্যতীত একটা সঙ্কল্প বা সেকেন্ড যেতে দেওয়া যাবে না । চলতে-ফিরতে সব কার্য করাকালীন প্রতিটা সেকেন্ডে প্রতিটা শ্বাসে সেবা মিশে আছে, একেই বলা যায় স্বতঃ সেবাধারী । তোমরা তো এইরকমই, তাই না ! এখন বিশেষ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেবার স্থিতি সমাপ্ত হয়েছে । স্বতঃ সেবার নিমিত্ত হয়ে গেছ । তোমরা অন্যদের সেই চান্স দিয়েছ । তারা প্রোগ্রামও বানাবে, সেইসব প্র্যাকটিক্যালিও করবে, কিন্তু তোমাদের সেবা এখন স্বতঃ সেবাধারীর । প্রোগ্রামের সময় পর্যন্তই শুধু সেবা নয়, সদাসর্বদাই প্রোগ্রাম । তোমরা নিরন্তর সেবার স্টেজে আছ । তোমরা এমনই মন্ডলী, তাই না ! শরীর যেমন বিনা শ্বাসক্রিয়ায় চলতে পারে না ঠিক একইভাবে আত্মা সেবা ব্যতীত থাকতে পারে না । শ্বাসক্রিয়া অটোম্যাটিক অনবরত চলতে থাকে, নয় কি ? সেবাও সেইরকম স্বতঃই চলতে থাকে । সেবাই যেন আত্মার শ্বাস । এইরকমই, তাই না ? কত ঘন্টা সেবা করেছে, সেই হিসেব করতে পার ? তোমাদের ধর্ম-কর্মই সেবা । তোমাদের চলাও সেবা, বলাও সেবা, তোমরা যা-ই কর সেটা সেবা, সুতরাং তোমরা স্বতঃ সেবাধারী, সদাসর্বদার সেবাধারী । তোমাদের মনে যে সঙ্কল্পই ওঠে, তাতে সেবা মিশে থাকে । প্রতিটা উক্তিই সেবা সমাহিত, কারণ ব্যর্থের অবসান হয়েছে । সুতরাং সমর্থ হওয়া অর্থাৎ সেবা । যারা এইরকম তাদের বলা হয় মহামন্ডলীর মহান আত্মা । আচ্ছা -

তোমাদের সাথীরাও বাপদাদার সামনে । ওম্ মন্ডলী, মহামন্ডলীর সবাই আদি থেকে সেবাধারী, সদা সেবাধারী । বাপদাদার সামনে মহামন্ডলীর সব মহান আত্মা । যারা পানের বিড়া উঠিয়েছে অর্থাৎ দায়িত্বের উদ্যোগ নিয়েছে, তারা তো মহান মন্ডলীরই, তাই না ! তোমরা পানের বিড়া উঠিয়েছ অর্থাৎ তোমরা দায়িত্ব নিয়েছ, নয় কি ? কোনকিছু না ভেবে সঙ্কল্প করার দূত সঙ্কল্প করেছে আর নিমিত্ত হয়ে গেছ । একেই বলা হয়ে থাকে মহান আত্মা । মহান কর্তব্যের নিমিত্ত হয়েছে । তোমরা অন্ততঃ এক্সাম্পল তো হয়েছ । এক্সাম্পল না দেখে বিশ্বের জন্য এক্সাম্পল হয়ে গেছ । তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্যের ! তোমরা এমনই মহান আত্মা । আচ্ছা ।

পাটিদের সাথে:-

১) মহারাষ্ট্র তথা পাঞ্জাব গ্রুপ তোমরা বাচ্চারা সবাই নিভীক, তাই না ? কেন ? কারণ তোমরা সদা শত্রুহীন । তোমাদের কারও বিরুদ্ধে কোনরকম বৈরিতা নেই । সকল আত্মার প্রতি ভ্রাতৃত্বাবের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা আছে । যে সকল আত্মার এইরকম শুভ ভাবনা, শুভ কামনা থাকে, তারা

সদা নির্ভয়ে থাকে। তোমাদের ভয়ভীতি নেই। তোমরা নিজেরা যোগযুক্ত স্থিতিতে স্থিত হলে যে কোনও পরিস্থিতিতে অবশ্যই সেফ থাকবে। সুতরাং তোমরা সদা সেফ থাক, তাই না? যারা বাবার সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় থাকে তারা সদা সেফ থাকে। ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে গেলে তোমাদের ভয়ের উদ্বেক হয়। ছত্রছায়ায় তোমরা নির্ভীক। যত কিছুই কেউ করুক না কেন বাবার স্মরণ এক সুরক্ষিত দুর্গ। কেউ দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এইরকম স্মরণের দুর্গে তোমরা সেফ থাক। এমনকি চঞ্চল পরিস্থিতিতেও তোমরা অনড়, ঘাবড়ে যাও না। যা কিছু দেখেছ তা'তো কিছুই না। সে তো শুধুমাত্র রিহাসাল। রিয়্যাল (বাস্তব) তো আরও আছে। রিহাসাল তো কোনকিছু যথাযথ বানানোর জন্য করা হয়। তাহলে তোমরা রমণীয় হয়েছ, বাহাদুর হয়েছ? বাবার প্রতি তোমাদের একাগ্রতা আছে বলেই, কোনো সমস্যা থাকলেও এখানে পৌঁছে গেছ। তোমরা সমস্যাজিৎ হয়ে গেছ। একাগ্রতা নির্বিঘ্ন হওয়ার শক্তি দেয়। শুধু 'আমার বাবা' এই মহামন্ত্র স্মরণে রাখ। এই মন্ত্র ভুলে গেলেই তোমরা পরাজিত হবে। এটাই স্মরণে থাকলে তোমরা সদা সেফ।

২) সদা নিজেদের অনড় অটল আত্মা অনুভব কর? কোনও রকম চাঞ্চল্য তোমাদের অনড় অটল স্থিতিতে বিঘ্ন উৎপন্ন করতে পারে না। বিঘ্ন-বিনাশক আত্মারা সকল বিঘ্ন এমনভাবে পরাস্ত করে যেন বিঘ্ন নয় একটা খেলা মাত্র। সুতরাং, খেলা খেলতে তোমাদের আনন্দ হয়, তাই না! কোনো পরিস্থিতিতে বশীভূত করা আর খেলা, ফারাক তো হবে, নয় কি? যদি বিঘ্ন-বিনাশক আত্মা হও, তবে পরিস্থিতি খেলা অনুভব হবে। পাহাড় সর্ষে দানার মতো অনুভব হয়। তোমরা এইরকম বিঘ্ন-বিনাশক, ভীত নও। নলেজফুল আত্মারা আগে থেকেই জানে যে এই সবকিছু আসারই আছে, সবকিছু ঘটতেই হবে। যখন আগে থেকেই জানা হয়ে যায় তখন কোনও বিষয়ই বড় বলে মনে হয় না। অকস্মাৎ কিছু ঘটলে ছোট ব্যাপারও বড় মনে হয়, যখন আগে থেকেই তোমরা জান তখন বড় ব্যাপার তোমাদের ছোট বোধ হয়। সবাই তোমরা নলেজফুল, তাই না? এমনিতে তো তোমরা নলেজফুল, কিন্তু যখন বিপরীত পরিস্থিতির সময় হয়, সেই সময় নলেজফুল হওয়ার স্থিতি তোমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। অসংখ্য বার তোমরা যা করেছ, শুধু সেটাই রিপিট করছ। যখন নাথিং নিউ, সবকিছু সহজ। তোমরা সবাই দুর্গের সম্পূর্ণ পাকা ইঁট। প্রতিটা ইঁট খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটাও ইঁট নড়ে গেলে পুরো দেওয়াল নাড়িয়ে দেয়। তোমরা সব ইঁট তো অনড়, কেউ যতই নড়ানোর চেষ্টা করুক, তারা নড়ে যাবে, কিন্তু তোমরা নড়বে না। এমন অনড় আত্মাদের, বিঘ্ন-বিনাশক আত্মাদের বাপদাদা রোজ অভিনন্দিত করেন, এইরকম বাচ্চারাই বাবার থেকে অভিনন্দিত হওয়ার অধিকারী। এমন অনড় অটল বাচ্চাদের দেখে বাবা এবং সারা পরিবার উৎফুল্ল। আচ্ছা!

বরদানঃ- সমর্থ স্থিতির সুইচ অন করে ব্যর্থের অন্ধকার সমাপ্ত করে অব্যক্ত ফরিস্তা ভব  
স্কুল লাইটের সুইচ অন করলে যেমন অন্ধকারের অবসান হয়, একইভাবে সমর্থ স্থিতি হলো সুইচ, এই সুইচ অন করলে ব্যর্থের অন্ধকার সমাপ্ত হবে। প্রতিটা ব্যর্থ সঙ্কল্প সমাপ্ত করার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। যখন তোমাদের স্থিতি সমর্থ হবে তখন মহাদানী-বরদানী হয়ে যাবে, কারণ দাতা হওয়ার অর্থই সমর্থ হওয়া। শুধুমাত্র সমর্থ যারা, তারাই দিতে পারে, আর যেখানে সমর্থ সেখানে সব ব্যর্থের অবসান। সুতরাং এটাই অব্যক্ত ফরিস্তার শ্রেষ্ঠ কার্য।

স্লোগানঃ- যারা সত্যতার আধারে সকল আত্মাদের হৃদয়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে, তারাই ভাগ্যবান আত্মা।

## (প্রাতঃকালের ক্লাসে শোনালোর জন্য মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য)

\*গীত:- এই হল আমার ছোট্ট সংসার....

\*ওম্ শান্তি ।\* নলেজফুল, অসীম জগতের পিতা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মাদের যে অরিজিনাল স্টেজ (আসল স্বরূপ) ছিল এখন তার রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এমন বলা হবে না যে আত্মা সদা একরকম স্টেজে থাকে। আত্মা যদিও অনাদি কিন্তু তার স্টেজ পরিবর্তন হয়, যেমন যেমন সময় পেরিয়ে যায় আত্মার স্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে, যদিও আত্মা হল অনাদি অবিনাশী, কিন্তু আত্মা যেমন কর্ম করে তেমন ফল ভোগ করে। সুতরাং কর্মের রেস্পন্সিবিলিটি হল আত্মার। তাই এখন বাবাও আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছেন, এই কথা তো সবার বুদ্ধিতে আছে যে আত্মার পিতা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা।

যখন পিতা বলা হয় তখন নিশ্চয়ই আমরা তাঁর পুত্র হলাম, এমন নয় তিনিও পিতা তো আমরাও পিতা। যদি যে আত্মা সেই পরমাত্মা বলা হয় তাহলে তো আত্মাকেই পরমাত্মাও বলা হবে। কিন্তু পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধে পিতা বলে সম্বোধন করা হয়। যদি আমরা সবাই পিতা হই তাহলে পিতা বলে সম্বোধন কে করবে ! নিশ্চয়ই পিতা ও পুত্র দুইজন আছে। পিতা সম্বোধন করার সম্বন্ধ পুত্র দ্বারা সম্ভব এবং পুত্রের সম্বন্ধেই পিতার সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব তাঁকে বলা-ই হয় পরম পিতা পরম আত্মা। এখন তিনি পিতা বসে বোঝাচ্ছেন যে, আত্মারা বর্তমানে তোমাদের যা স্থিতি এবং পূর্বে যা স্থিতি ছিল, তাতে অনেক তফাৎ আছে। এখন আমি এসেছি সেই তফাৎ মেটাতে। বাবা বুদ্ধি প্রদান করে এই কথা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের যা অরিজিনাল স্টেজ ছিল, এখন সেই স্টেজটিতে স্থির হয়ে যাও। কিভাবে স্থির হবে, সেই জ্ঞানও দিচ্ছেন সাথে শক্তিও দিচ্ছেন। বলছেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে শ্রেষ্ঠ কর্ম করার শক্তি আসবে, নাহলে তোমাদের কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে না। অনেকে বলে যে আমরা চাই ভালো কাজ করতে কিন্তু কি জানি কি হয় যে ভালো কাজে আমাদের মন লাগে না, অন্য দিকে চলে যায় কারণ ভালো কর্ম করার শক্তি আত্মার নেই। আমাদের স্থিতি তমো প্রধান হওয়ার দরুন তমো-র প্রভাব এখন খুব জোর আছে, যা আমাদের চাপ দিয়ে থাকে ফলে বুদ্ধি সেই দিকে তাড়াতাড়ি চলে যায় আর ভালোর দিকে বুদ্ধি যেতে বাধা প্রাপ্ত হয়। তাই বাবা বলেন এখন আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও আর আমি যা বোধ শক্তি দিচ্ছি সেই আধারে নিজের যা পাপের বোঝা আছে, বন্ধন আছে, যা বাধা রূপে সামনে আসছে তার থেকে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করতে থাকো। তারপরে যত শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে থাকবে তো তোমাদের মধ্যে সতোপ্রধান স্থিতির সেই শক্তি (পাওয়ার) আসতে থাকবে, সেই আধারে তোমরা আবার সেই স্থিতি প্রাপ্ত করবে যা তোমাদের আসল স্থিতি ছিল।

তখন যেমন আত্মা তেমন শরীরও প্রাপ্ত হবে এবং সংসারও সেইরকম হবে। অতএব অমন সংসার এখন পরমপিতা পরমাত্মা তৈরি করেছেন তাই তাঁকে বলা হয় বিশ্বের রচয়িতা (ওয়ার্ল্ড ক্রিয়েটর), কিন্তু এমন নয় যে দুনিয়া কখনও নেই যা বসে তৈরি করেছেন বরং এমন এবং এই ভাবে দুনিয়ার রচনা করেছেন। অন্য কাউকে দুনিয়ার রচয়িতা বলা হবে না, ক্রাইস্ট এসেছেন, বুদ্ধ এসেছেন তো তারা এসে নতুন ধর্ম স্থাপনা করেছেন কিন্তু দুনিয়াকে পরিবর্তন করা এবং দুনিয়ার রচনা করা, এই কর্তব্যটি তাঁর - যিনি হলেন বিশ্বের রচয়িতা (ওয়ার্ল্ড ক্রিয়েটর), যিনি হলেন সর্বশক্তিমান (অলমাইটি অথরিটি)। অতএব এই কথাটিও বুঝতে হবে যে তাঁর কর্তব্য সব আত্মাদের থেকে আলাদা, কিন্তু তিনিও নিজের কর্তব্য বা অ্যাক্ট অন্য আত্মাদের মতন এই মনুষ্য সৃষ্টিতে এসেই করেন। যদিও প্রত্যেক আত্মাদের অ্যাক্ট নিজ সময় মতন চলতেই থাকে, এমন বলা হবে না যে এই সব অ্যাক্ট পরমাত্মার-ই চলে, প্রত্যেক আত্মার নিজ-নিজ কর্মের খাতা চলে, যেমন কর্ম করে তেমন ফল ভোগ করে। তাতে কোনো কোনো ভালো আত্মারাও আছে, যেমন ক্রাইস্টের বা বুদ্ধ এসেছিলেন, ইসলামী এসেছিল, গান্ধী এসেছিলেন, যারা ভালো ভালো আত্মারা এসেছিল সবাই নিজের পার্ট প্লে করে গেছেন। ঠিক সেই রকমই আত্মারা, তোমাদেরও অনেক জন্মের পার্ট রয়েছে। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করেছে, প্রত্যেকের যত গুলি জন্মের হিসেব থাকবে, আত্মা তত পার্ট প্লে করে থাকে। আত্মাতে সব কিছু রেকর্ড ভরা আছে, যা সে প্লে করে। এ হল প্লে করার স্থান, সেইজন্য একে নাটকও বলা হয়, ড্রামাও বলা হয়। এই নাটকে এক বার পরমাত্মারও অ্যাক্ট (সঙ্গম যুগে) আছে, তাই তাঁর অ্যাক্টের মহিমা সবচেয়ে উঁচু। \*কিন্তু উঁচু কিসে ? তিনি নিজে এসে আমাদের দুনিয়া বদলে দেন\*।

এ হল কর্মের জমি বা ক্ষেত্র, যেখানে মনুষ্য আত্মা নিজের নিজের পাট প্লে করে। এতে পরমাত্মারও পাট আছে কিন্তু তিনি আত্মাদের মতন জন্ম-মৃত্যুতে আসেন না। আত্মাদের মতন তাঁর কর্মের খাতা উল্টো তৈরি হয় না অর্থাৎ বিকর্মের খাতা থাকে না। তিনি বলেন আত্মারা আমি তো শুধু তোমাদের উদ্ধার (লিবারেট) করতে আসি তাই আমাকে লিবারেটর অর্থাৎ উদ্ধার কর্তা, বন্ধন মুক্তকারী সদগতি দাতা বলা হয়। আত্মার উপরে মায়ায় যে বন্ধন আছে, সেসব মিটিয়ে পবিত্র করেন আর বলেন যে আমার কাজ হল আত্মাদের সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, তো সৃষ্টির যা অনাদি নিয়ম কানুন আছে সেসবও বুঝতে হবে, তারপরে এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃদ্ধি কিরূপ হয়, তারপরে সেই সময়ও আসে যখন এই সংখ্যা কম হয়। এমন নয় বাড়ছে তো বাড়তেই থাকবে, তা নয়। কমও হয়। সুতরাং সৃষ্টিতে প্রত্যেকটি জিনিসের নিয়ম আছে। নিজের শরীরেরও নিয়ম আছে, প্রথমে বাল্য অবস্থা, তারপরে কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ অবস্থা। সুতরাং বৃদ্ধ কেউ অতি শীঘ্র হয় না, বৃদ্ধ হতে হতে জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে যায়। অতএব প্রতিটি জিনিসের বৃদ্ধি ও তার অন্ত, এও হল নিয়ম। ঠিক সেই রকম সৃষ্টির জেনারেশনেরও একটি নিয়ম আছে। একটি জীবনের স্টেজ আছে, তো জন্মেরও স্টেজ আছে, তারপরে যে বংশ (জেনারেশন) চলে তারও স্টেজ আছে, এইরূপ সব ধর্মেরও স্টেজ আছে। প্রথম যে ধর্মটি আছে সেইটি খুব শক্তিশালী হয়, পরে ধীরে-ধীরে যে ধর্ম গুলি আসে, তার শক্তি কম হতে থাকে। অতএব ধর্মের বিভাজন, ধর্মের প্রচলন, সব কিছুই নিয়মে চলে, এইসব কথাও বুঝতে হবে।

এই হিসেবে বাবাও বলেন এতে আমারও পাট আছে। আমিও হলাম আত্মা (সোল), আমি ভগবান (গড), কোনও অন্য কিছু নই। আমিও আত্মা কিন্তু আমার কর্তব্য বিশাল এবং উচ্চ মানের তাই আমাকে গড বা ভগবান বলা হয়। তোমরা যেমন আত্মা আমিও সেইরকম আত্মা। তোমাদের যেমন সন্তান আছে সেও তো মানুষ, তোমরাও তো মানুষ, তাতে কোনও তফাৎ নেই, তাইনা। অতএব আমিও হলাম আত্মা। আত্মা আত্মায় কোনও তফাৎ নেই কিন্তু কর্তব্যে অনেক তফাৎ আছে, তাই তিনি বলেন আমার যা কর্তব্য তা সকলের চেয়ে ভিন্ন। আমি কোনও সীমিত জগতের এক ধর্মের স্থাপক নই, আমি তো দুনিয়ার রচয়িতা (ক্রিয়েটর), তারা হলেন ধর্মের রচয়িতা। যেমন ওই আত্মারা নিজের কর্তব্য সময় মতন করেছে, তেমনই আমিও নিজের সময়ে আসি। আমার কর্তব্য বিশাল, আমার কর্তব্য মহান এবং সবচেয়ে ইউনিক (অনন্য), অনুপম তাই বলা হয় তোমার কাজ অনুপম। তাঁকে সর্বশক্তিমানও বলা হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী কাজ হল আত্মাদের মায়ায় বন্ধন থেকে মুক্ত করা এবং নতুন দুনিয়ার স্যাপলিং লাগানো (চারা রোপণ করা), তাই তাঁকে ইংরেজিতে বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার। যেমন ক্রাইস্টকে বলা হবে ক্রিস্টিয়ানিটির ফাদার, ক্রাইস্টকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হবে না। স্বর্গের (হেভেনের) স্থাপক হলেন পরমাত্মা। সুতরাং স্বর্গীয় দুনিয়া (হেভেনলী ওয়ার্ল্ড) বলা হবে, তাই না ! হেভেন (স্বর্গ) একটি কোনও ধর্ম নয়। সুতরাং তিনি হলেন বিশ্বের স্থাপক (ওয়ার্ল্ডের) এবং সেই বিশ্বে এক ধর্ম, এক রাজ্য হবে, পাঁচ তত্ত্ব ইত্যাদি সব চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই বাবাকে বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার।

দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর হলেন সত্য - গড ইজ ট্রুথ বলা হয়, তো সেই সত্যটি কি জিনিস বা কিসের সত্য ? এই কথাও বুঝতে হবে । অনেকে ভাবে, যে সত্য বলে সে-ই হল ভগবান। ভগবান (গড) অন্য কিছু নয় ব্যস্ সত্য বলা উচিত। কিন্তু তা নয়, \*ঈশ্বর হলেন সত্য (গড ইজ ট্রুথ) এই কথাটির অর্থ হল যে ভগবান এসে সব কথার সত্যতা প্রকাশ করেছেন, গড ইজ ট্রুথ অর্থাৎ গড এসে ট্রুথ বলেন, তাতেই সত্যতা নিশ্চিত রূপে বিদ্যমান আছে, তবেই তো তাঁকে নলেজফুল বলা হয়। গুণের সাগর (ওশান অফ নলেজ), আনন্দের সাগর (ওশান অফ ব্লিস)। ঈশ্বর জানেন (গড নোজ)..... সুতরাং অবশ্যই কিছু বিশেষ জানার কথা আছে, তাইনা ! তাহলে সেই বিশেষ তথ্যটি কি ? এমন নয় অমুকে চুরি করেছে, ভগবান জানেন (গড নোজ) । যদিও তিনি সবকিছু জানেন কিন্তু তাঁর মহিমা যা, সেসব এই আধারে যে আমাদের এই দুনিয়ার যে অধঃগমন হয়েছে সেই দুনিয়ার উর্ধ্ব গমন হবে কি করে, এই চক্রের কথা তিনি জানেন তাই বলা হয় গড নোজ। সুতরাং পরমাত্মার মহিমা সেই ভাবে হয় যা মানুষের থেকে আলাদা। কারণ তাঁর জানা তথ্য সবার চেয়ে আলাদা। মানুষের গুণ সীমিত, বলাও হয় মানুষ হল অল্পগুণ অর্থাৎ অল্প গুণানী এবং পরমাত্মার ক্ষেত্রে বলা হয় তিনি হলেন সর্বগুণ বা সর্ব গুণানী, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় নলেজফুল অর্থাৎ সর্বগুণানী, যিনি সবকিছু জানেন। তো যে সর্বগুণ হলে সে সত্যকে জানবে, যার কাছে যথার্থ বিষয়ের নলেজ থাকবে, সে নিশ্চয়ই সবাইকে সেই নলেজ প্রদান করবে, তাইনা। যদি নিজে জানবে, অন্যদের জানাবে না তাহলে আমাদের কি লাভ ! সবাইকে জানতে দাও। কিন্তু না। সেই নলেজ জানতে পেরে আমাদের কিছু লাভ হয়েছে, সেইজন্যই তো আমরা তাঁর মহিমা গাই। তাঁর স্মরণেই থাকি। কখনও কিছু হলেই বলি - হে ভগবান ! এবারে তুমি করো ! পার করো, দয়া করো, আমার দুঃখ দূর করো, এইরূপ আমরা তাঁর কাছে চাহিদা রাখি, তাইনা। তাঁর সঙ্গে আমাদের কিছু সম্বন্ধ আছে, তাইনা ! সেজন্যই এমন করে স্মরণ করি, নিশ্চয়ই উনি আমাদের উপরে কোনও উপকার করেছেন। যদি তিনি কোনও উপকার না করে থাকেন, তাহলে কেন আমরা তাঁর জন্যে এত মাথা কুঁটে থাকি। যখন কেউ

বিপদের সময় সাহায্য করে তখন মনে থেকে যায় অমুক আমাকে বড় বিপদের সময় হেল্প করেছিল। ঠিক সময়ে আমায় রক্ষা করেছিল, সুতরাং তার প্রতি মনে প্রেম ভাব অনুভূত হয়। অতএব পরমাত্মার প্রতিও এমনই প্রেম ভাব অনুভূত হয় যে তিনি ঠিক সময়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এমন নয় কখনো কোনও মানুষের কিছু ভালো হলে বলা হবে ভগবান করেছেন ... ভগবান এমনই করে থাকেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হল ওয়ার্ল্ডের কাজ, দুনিয়ার সাথে এর সম্বন্ধ রয়েছে। বাকি এমন নয় যে কেউ একটু বেশি টাকা পেয়ে গেল, এই কাজ ভগবানের। সে তো আমরাও ভালো কাজ করলে ভালো ফল প্রাপ্ত করি। ভালো খারাপ কর্মের হিসেব তো চলতেই থাকে, সেসব তো আমরা পেতে থাকি কিন্তু পরমাত্মা এসে যে কর্ম শিখিয়েছেন সেই কর্মের ফল কিন্তু একেবারেই আলাদা। অল্পকালের সুখের প্রাপ্তি তো বুদ্ধির আধারে হয়েই থাকে। কিন্তু তিনি যে নলেজ দিয়েছেন তার দ্বারা আমরা সদা সুখ প্রাপ্ত করি। সুতরাং পরমাত্মার কাজটি হল একটু আলাদা, তাইনা ! সেইজন্যই তিনি বলেন - আমি-ই এসে কর্মের যে যথার্থ নলেজ, সেই নলেজ প্রদান করি, যাকে বলা হয় কর্মযোগ। কর্মযোগই হল হল শ্রেষ্ঠ, এতে ঘর গৃহস্থ ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। শুধু তোমরা নিজের কর্ম গুলি কিভাবে পবিত্র করবে, তার নলেজ আমি তোমাদের বলি। অতএব কর্মকে পবিত্র করতে হবে, কর্ম ত্যাগ করতে হবে না। কর্ম তো হল অনাদি বস্তু। এই কর্মক্ষেত্রটিও হল অনাদি। মানুষ আছে তো কর্মও আছে, কিন্তু সেই কর্মকে তোমরা কিভাবে শ্রেষ্ঠ করবে সেই পদ্ধতি এসে আমি তোমাদের শেখাই, যার ফলে আবার তোমাদের কর্মের খাতা অকর্ম থাকে। \*অকর্মের অর্থ হল কোনও কু কর্মের খাতা তৈরি না হওয়া\*। আচ্ছা !

এমন বাপদাদা এবং মায়ের মিষ্টি মিষ্টি সুপুত্র, সদা সতর্ক থাকা বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আচ্ছা।

**\*বরদান:-\*** সদা উৎসাহ উদ্দীপনায় থেকে অন্তরে খুশীর গীক গাইতে থাকা অবিনাশী সৌভাগ্যশালী ভব\*  
ব্যাখা: তোমরা সৌভাগ্যবান বাচ্চারা অবিনাশী বিধি দ্বারা অবিনাশী সিদ্ধি প্রাপ্ত কর। তোমাদের মনে সর্বদা বাঃ-বাঃ এর খুশীর গীত ধ্বনিত হতে থাকে। বাঃ বাবা ! বাঃ ভাগ্য! বাঃ মিষ্টি পরিবার ! বাঃ শ্রেষ্ঠ সঙ্গের সুন্দর সময় ! প্রত্যেকটি কর্ম হল বাঃ-বাঃ তাই তোমরা হলে অবিনাশী সৌভাগ্যশালী। তোমাদের মনে কখনও কেন , আমি হোয়াই, আই (Why I), আমিই কেন - আসতে পারে না। হোয়াই বা কেন শব্দের পরিবর্তে বাঃ-বাঃ এবং আই বা আমি-র পরিবর্তে বাবা-বাবা শব্দ-ই আসে।

**\*স্লোগান:-\*** যে সঙ্কল্প করো তাতে অবিনাশী গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প লাগিয়ে দাও তাহলে অটল থাকবে।\*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সাহেবজাদা (ঈশ্বরের সন্তান) থেকে শাহজাদা (প্রিন্স) হতে চলেছো, তোমাদের কোনো জিনিসের অভীপ্সা থাকা উচিত নয়, তোমরা কারোর থেকেই কোনোকিছু চাইবে না"

প্রশ্ন :- শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য কোন্ আধারের প্রয়োজন নেই ?

উত্তর :- কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে যে, বৈভবের আধারে শরীর সুস্থ থাকবে কিন্তু বাবা বলেন, বাচ্চারা, এখানে তোমাদের বৈভবের আকাঙ্ক্ষা রাখা উচিত নয় । বৈভবে কখনোই শরীর ঠিক হবে না । শরীর ঠিক রাখার জন্য তো স্মরণের যাত্রার প্রয়োজন । বলা হয়ে থাকে, খুশীর মতো পুষ্টিকর খাবার নেই । তোমরা খুশীতে থাকো, নেশায় থাকো । এই যজ্ঞে দধীচি ঋষির মতো অস্থি সমর্পণ করো, তাহলেই শরীর সুস্থ হয়ে যাবে ।

ওম্ শান্তি । বাবাকে বলা হয় সর্বময় কর্তা (করণকরাবনহার) । তোমরা হলে সাহেবজাদা । এই সৃষ্টিতে তোমাদের পজিশন উঁচুর থেকেও উঁচু । বাচ্চারা, তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা সাহেবজাদা, সাহেবের (ঈশ্বরের) মতে এখন আবার নিজের রাজ্য - ভাগ্য স্থাপন করছি । এ কথাও কারোর বুদ্ধিতে স্মরণ থাকে না । বাবা সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের জন্যই এ কথা বলেন । সেন্টার অনেক আছে, বাচ্চারাও অনেকই আসে । প্রত্যেকেরই বুদ্ধিতে সর্বদা এই কথা স্মরণে থাকে যে আমরা বাবার শ্রীমতে আবার এই বিশ্বে সুখ - শান্তির রাজ্য স্থাপন করছি । সুখ এবং শান্তি এই দুই শব্দই স্মরণ করতে হবে । বাচ্চারা, তোমরা কতো জ্ঞান পাও, তোমাদের বুদ্ধি কতো বিশাল হওয়ার প্রয়োজন, এতে বামন (ক্ষুদ্র) বুদ্ধি চলতেই পারে না । নিজেকে সাহেবজাদা মনে করো, তাহলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । অনেকেই আছে যাদের সারাদিন বাবার কথা মনেই থাকে না । বাবা বলেন যে, তোমরা এতো বোকা বুদ্ধির (dull) হয়ে যাও কেন ? সেন্টারে এমন এমন বাচ্চারা আসে, যারা বুঝতেই পারে না যে, আমরা শ্রীমতে চলে এই বিশ্বে নিজের দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি । অন্তরে সেই নেশা বা ঝলক থাকার প্রয়োজন । মূরলী শোনার সময় রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত । এখানে তো বাবা দেখেন, কোনো বাচ্চাদের রোমাঞ্চ মৃতপ্রায় থাকে, অনেক বাচ্চাই আছে, যাদের বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণই থাকে না যে, আমরা শ্রীমতে চলে, বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ করে নিজের রাজধানী স্থাপন করছি । বাবা প্রত্যহ বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা হলে যোদ্ধা, তোমরা রাবণকে জয় করো । বাবা তোমাদের মন্দিরের উপযুক্ত করেন, কিন্তু এতটা নেশা বা খুশী বাচ্চাদের থাকেই না, কোনো জিনিস না পেলেই তারা ফুদ্র হয়ে যাবে । বাচ্চাদের অবস্থা দেখে বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান । বাচ্চারা মায়ার শৃঙ্খলে আটকে যায় । তোমাদের মান, তোমাদের কাজ, তোমাদের খুশী তো অদ্ভুত হওয়া চাই । যারা মিত্র - সম্বন্ধীদের ভুলতে পারবে না, তারা কখনোই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না । তাহলে তারা কি পদ পাবে । আশ্চর্য লাগে ।

বাচ্চারা, তোমাদের তো খুবই নেশা থাকা উচিত । নিজদের যদি সাহেবজাদা মনে করো তাহলে কোনোকিছু চাওয়ার পরোয়া থাকবে না তোমাদের । বাবা তো আমাদের এতো অগাধ সম্পদ দেন যে ২১ জন্ম পর্যন্ত কোনোকিছু চাহিদাই থাকে না, নেশা এতটাই থাকা উচিত কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র এবং জড় বুদ্ধির । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি তো সাত ফুট লম্বা হওয়া উচিত । মানুষের উচ্চতা খুব

বেশী ছয় বা সাত ফুট হয় । বাবা বাচ্চাদের কতো উল্লাসে রাখেন - তোমরা হলে সাহেবজাদা, দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না । তাদের তোমরা এই কথা বোঝাও যে, তোমরা কেবল এটুকু বোঝার চেষ্টা করো যে, আমরা বাবার সামনে বসে আছি, বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, মায়া তোমাদের অনেক বড় শত্রু, অন্যদের এতো বড় শত্রু নয় যতটা তোমাদের । মানুষ তো জানেই না, তাদের বুদ্ধি তুচ্ছ । বাচ্চারা, বাবা প্রত্যেকদিনই তোমাদের বলেন, তোমরা হলে সাহেবজাদা, বাবাকে স্মরণ করো আর অন্যদেরও নিজের তুল্য বানাতে থাকো । তোমরা সকলকে এও বোঝাতে পারো যে, ভগবানই তো প্রকৃত সাহেব । তাই আমরা, তাঁর সন্তানরা হলাম সাহেবজাদা, বাচ্চারা, তোমাদের চলতে - ফিরতে এইকথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে । এই সেবায় দধীচি ঋষির মতো অস্থি সমর্পণ করতে হবে । এমন মনে করো না যে, এখানে অস্থি দিলে তো অথৈ সুখ বৈভব চাই । এই জিনিসে শরীর কখনোই ভালো হয় না । শরীরের জন্য চাই স্মরণের যাত্রা । সেই খুশী থাকা চাই । আরে, আমরা তো কল্প - কল্প মায়ার কাছে হেরে এসেছি, এখন সেই মায়াকে জয় করছি । বাবা এসেই আমাদের এই জয় প্রাপ্ত করান । এখন ভারতে কতো দুঃখ, রাবণ দেয় অথৈ দুঃখ । ওরা মনে করে এরোপ্লেন আছে, মোটর গাড়ি আছে, বড় বড় বাড়ি আছে, ব্যস, এটাই হলো স্বর্গে । এ তো বুঝতেই পারে না যে, এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে । মানুষ লাখ - লাখ, কোটি কোটি টাকা খরচ করে, বাঁধ তৈরী করে, লড়াইয়ের জিনিসও কতো তৈরী করে রেখেছে । এ সবই একে অপরকে শেষ করার জন্য, সকলেই তো নির্ধন, তাই না । ওরা কতো লড়াই - ঝগড়া করে, সে কথা আর বোলো না । কতো আবর্জনা রয়ে গিয়েছে । একে বলা হয় নরক । স্বর্গের তো অনেক মহিমা । বরোদার মহারাজীকে জিজ্ঞেস করো, মহারাজা কোথায় গেলো ? তখন বলবে স্বর্গবাসী হয়েছে । স্বর্গ কাকে বলা হয় - এ কথা কেউই জানে না, কতো ঘোর অন্ধকারে আছে । তোমরাও ঘোর অন্ধকারে ছিলে । বাবা এখন বলছেন, তোমাদের আমি ঐশ্বরীয় বুদ্ধি প্রদান করি । তোমরা নিজেদের ঐশ্বরীয় সন্তান, সাহেবজাদা মনে করো । তোমাদের সাহেব পড়ান সাহেবজাদা হওয়ার জন্য । বাবা বলেন, কথিত আছে -- স্বর্গের স্বর্গীয় সুন্দর শব্দ ভেড়া কি করে জানবে ? এখন তোমরা বুঝতে পারো - মানুষও সব ভেড়া, ছাগলের মতো, তারা কিছুই জানে না, কি কি বসে উপমা দিতে থাকে । তোমাদের বুদ্ধিতে আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য রয়েছে । তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণ করো যে, তোমরা এই বিশ্বে সুখ - শান্তি স্থাপন করছ । যারা সাহায্যকারী হবে তারাই উঁচু পদ পাবে । এও তোমরা দেখো যে, কারা সাহায্যকারী হয় । প্রত্যেকেই তাদের মনকে জিজ্ঞেস করো যে, আমরা কি করছি ? আমরা ভেড়া - ছাগল নই তো ? মানুষের মধ্যে অহংকার দেখো কতো, গুড় - গুড় করতে থাকে । তোমাদের তো বাবার স্মরণ থাকা উচিত । এই সেবাতে অস্থি উৎসর্গ করতে, কাউকেই অখুশি করো না, না নিজে অখুশি হয়ো । অহংকারও আসা উচিত নয় তোমাদের । আমরা এই করি, আমরা এতটা হুঁশিয়ার, এই খেয়াল আসাও দেহ -অভিমান । তার চলনই এমন হয়ে যাবে যে লজ্জা লাগবে । না হলে তোমাদের মতো সুখী আর কেউই হতে পারে না । এ কথা বুদ্ধিতে স্মরণে থাকলে তোমরা ঝলমল করবে । সেন্টারে কেউ তো মহারথী আছে, কেউ আবার ঘোরসওয়ার, আবার পেয়াদাও আছে । এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । কতো ধরনের ব্রহ্মাণী আছে, কেউ তো খুবই সাহায্যকারী, এই সেবাতে কতো খুশী থাকে । তোমাদের তো নেশা থাকা উচিত । সেবা ছাড়া তোমরা কি পদ পাবে । মা - বাবার তো বাচ্চাদের জন্য সম্মান থাকে কিন্তু তারা নিজের সম্মান না রাখলে বাবা কি করবেন ?

বাচ্চারা, তোমাদের সংক্ষেপে সবাইকে বাবার সংবাদ দিতে হবে । তোমরা বলো - বাবা বলেন, "মনমনাভব" ॥ গীতাতে অল্পকিছু যা শব্দ আছে, তা আটায় যতটুকু নুন । এই মনুষ্য দুনিয়া অনেক বড়, এ কথা বুদ্ধিতে আসা চাই । কতো বড় দুনিয়া, কতো মানুষ, এ সব কিছুই আর থাকবে না । কোনো খন্ডের নাম - নিশানা থাকবে না । আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি, এই খুশী দিনরাত থাকা চাই । জ্ঞান তো খুবই সহজ, কিন্তু বোঝানোর জন্য মজাদার কাউকে চাই । যুক্তি অনেক প্রকারের আছে । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের কূটনীতিক তৈরী করি । ওরা তো রাষ্ট্রদূতকে কূটনীতিক বলে । তাই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা দরকার । আহা ! বেহদের বাবা আমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা তা ধারণ করে অন্যদেরও বাবার পরিচয় দাও । তোমরা ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়াই নাস্তিক । তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসার আছে । কেউ কেউ তো নাস্তিকও, তাই না । তারা বাবাকে স্মরণই করে না । নিজেরাই বলে, আমরা স্মরণ করতে ভুলে যাই, তাহলে তো নাস্তিকই হলো তাই না । এমন বাবা, যিনি সাহেবজাদা বানান, তাঁকেই স্মরণে আসে না । এ কথা বুঝতেও বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । বাবা বলেন, আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসি । তোমাদের দিয়েই আমি কাজ করাই । তোমরা যোদ্ধারা কতো সুন্দর । 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হয় । তোমরাই পূজ্য ছিলে আবার পূজারী হয়েছো । এখন আবার শ্রীমতে চলে পূজ্য হচ্ছে । তাই বাচ্চারা, তোমাদের খুব শান্তির সঙ্গে এই সেবা করতে হবে । তোমাদের অশান্ত হওয়া উচিত নয় । যার শিরা - উপশিরাতে বিকারের ভূত ভর্তি হয়ে আছে, সে কি পদ পাবে ? লোভও অনেক বড় ভূত । বাবা সব দেখেন, প্রত্যেকের চলন কেমন । বাবা কতো নেশা উৎপন্ন করান, কেউ যদি সার্ভিস না করে, কেবল খেয়েদেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তাকে ২১ জন্ম সার্ভিস করতে হবে । দাস - দাসীও তো তৈরী হবে, তাই না । পরের দিকে সকলেরই সাক্ষাৎকার হবে । যারা সেবা করবে, তারাই তো হৃদয়ে স্থান পাবে । তোমাদের সেবাই হলো এই যে - কাউকে অমরলোকের বাসী বানানো । বাবা সাহস তো অনেকই দেন, তোমরা ধারণ করো, কিন্তু যারা দেহ - অভিমানী তারা ধারণ করতেই পারে না । তোমরা জানো যে, বাবাকে স্মরণ করে আমরা বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে যাচ্ছি, তো এমন হয়েই দেখাতে হবে ।

বাবা তো চিঠিতে লেখেন - প্রিয় রুহানী সাহেবজাদারা, এখন তোমরা শ্রীমতে চলো, মহারথী হলে শাহজাদা অবশ্যই হতে পারবে । তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটাই । একই সত্য বাবা তোমাদের সমস্ত কথা ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন । তোমরা সেবা করে অন্যের কল্যাণও করতে থাকো । যোগবল না থাকলে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় -- এটা চাই - ওটা চাই । সেই খুশীই থাকে না -- বলা হয়, খুশীর মতো পুষ্টিকর খাবার নেই । সাহেবজাদাদের তো অনেক খুশীতে থাকা চাই । এমন না হওয়ার অর্থ অনেক প্রকারের কথাই আসে মনে । আরে, বাবা তো বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন, বাকি আর কি চাই ? প্রত্যেকেই তাদের মনকে জিজ্ঞেস করো, আমরা আমাদের মিষ্টি বাবার কি সেবা করি ? বাবা বলেন, তোমরা সবাইকে খবর দিতে থাকো যে - সাহেব এসেছেন । বাস্তবে তোমরা তো সব ভাই - ভাই । যদিও বলে আমরা সব ভাই - ভাইদের সাহায্য করা উচিত । এই খেয়ালেই ভাই বলে দেয় । এখানে তো বাবা বলেন - তোমরা এক বাবার বাচ্চারা সকলেই ভাই - ভাই । বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপনাকারী । তিনি বাচ্চাদের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করেন । তিনি তো সেবার অনেক যুক্তি বুঝিয়ে বলেন । সেসব মিত্র - সম্বন্ধীদেরও বোঝাতে হবে । দেখো, বাচ্চারা যে বিলেতে থাকে, তারাও সেবা করছে । দিন - প্রতিদিন মানুষ নানা বিপর্যয় দেখে বুঝতে পারবে - মৃত্যুর পূর্বে অবিনাশী উত্তরাধিকার তো নিয়ে নিই । বাচ্চারা তাদের মিত্র - সম্বন্ধীদেরও উপরে

তুলছে । তারা পবিত্রও থাকে । বাকি নিরন্তর ভাই ভাইয়ের অবস্থা থাকে - এ মুশকিল । বাবা তো বাচ্চাদের কতো সুন্দর সাহেবজাদার টাইটেল দিয়েছেন । নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত । সার্ভিস না করলে আমরা কি হবো ? যদি কেউ জমাও করে, তা আবার ভোগ করে শোধ হয়ে যায়, তার খাতায় তখন অনেক বাড়তে থাকে । যারা সেবা করছে তাদের এই খেয়ালও যেন না আসে যে আমরা এতো দিয়েছি, এর দ্বারা সবার পালন হয়, তাই সেবা যারা করে তাদের খাতিরও করা হয়, বোঝানো উচিত যে, তারাও খাওয়ায় । ঈশ্বরীয় (রুহানী) বাচ্চারা, তোমাদের খাওয়ায় । তোমরা তাদের সেবা করো, এ হলো অনেক বড় হিসাব । মন, বচন এবং কর্মে তাঁর সেবা যদিও না করো তাহলে সেই খুশী কি করে আসবে । শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন প্রস্তুত করলে তা গ্রহণে তাঁর শক্তি পাওয়া যায় । মন থেকে জিজ্ঞেস করো তোমরা, আমরা সবাইকে খুশী করেছি কি ? মহারথী বাচ্চারা কতো সেবা করে । বাবা অয়েল ক্লথের উপর চিত্র বানান, এই চিত্র কখনোই নষ্ট হয় না । বাবার যে বাচ্চারা আছে তারা নিজেরাই টাকা পাঠিয়ে দেবে । বাবা অর্থ কোথা থেকে আনবে ? এইসব সেন্টার কিভাবে চলে ? বাচ্চারাই তো চলায় তাই না ? শিববাবা বলেন, আমার কাছে তো একটা টাকাও নেই । পরের দিকে তোমাদের তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের বাড়ি তোমরা কাজে লাগাও । তোমরা বলবে, এখন অনেক দেবী হয়ে গেছে । বাবা হলেনই গরীবের ভগবান । তিনি গরীবদের কাছে কোথা থেকে এসেছেন । কেউ কেউ তো কোটিপতি, পদ্মপতিও আছে । তাদের জন্য এই সময়ই স্বর্গ । এ হলো মায়ার জৌলুস যার আবেশে এসে মানুষ নামতেই থাকছে । বাবাও বলেন যে, তোমরা প্রথমে সাহেবজাদা হয়েছো, এরপর তোমরা শাহজাদা হচ্ছে । তোমরা তখনই শাহজাদা হতে পারবে যখন যখন অনেকের সেবা করবে । তোমাদের খুশীর পারদ কতটা উর্ধ্বগামী হওয়া উচিত ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণ এবং সুপ্রভাত ।  
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :---

১ ) কাউকে কখনোই অখুশি কোরো না আর নিজেরাও অখুশি হয়ো । নিজেদের বুদ্ধিমত্তা অথবা সেবার অহংকার দেখাবে না । বাবা যেমন বাচ্চাদের সম্মান দেন, তেমনই নিজের সম্মান নিজেকেই রাখতে হবে ।

২ ) যোগবলের দ্বারা নিজের সব ইচ্ছাকে সমাপ্ত করতে হবে । সদা এই খুশী বা নেশাতে থাকতে হবে যে, আমরা সাহেবজাদা থেকে শাহজাদা তৈরী হচ্ছি । সদা শান্তিতে থেকে সেবা করতে হবে ।  
শিরা - উপশিরাতে যে বিকারের ভূত জমা হয়ে আছে, তাকে বের করতে হবে ।

বরদান :-- সীমিত রয়্যাল (রাজকীয়) ইচ্ছা থেকে মুক্ত থেকে সেবা দান দিয়ে নিঃস্বার্থ সেবাধারী  
ভব

ব্রহ্মা বাবা যেমন কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, পৃথক থাকার প্রমাণ দিয়েছিলেন, কেবল সেবা আর স্নেহ ছাড়া আর কোনো বন্ধন ছিলো না । সেবাতেও সীমিত যে রয়্যাল ইচ্ছা হয় তাও হিসেব - নিকেশের বন্ধনে আবদ্ধ করে, প্রকৃত সেবাধারী এই হিসেব - নিকেশের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে ।

যেমন দেহের বন্ধন, দেহের সম্বন্ধের বন্ধন, তেমন সেবাতে স্বার্থ - এও বন্ধনের কারণ । এই বন্ধন থেকে বা রয়্যাল হিসেব - নিকেশ থেকে মুক্ত নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও ।

স্লোগান :-- প্রতিজ্ঞাকে ফাইলে রেখো না, ফাইনাল করে দেখাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন বাগানের মালিক, বাগানের এই মালিকের কাছে তোমাদের অর্থাৎ মালীদের খুব সুন্দর-সুন্দর সুগন্ধি ফুল নিয়ে আসতে হবে, এরকম ফুল এনো না যেটা ম্রিয়মান হয়ে আছে"

প্রশ্ন :- বাবার দৃষ্টি কোন্ বাচ্চাদের উপর পড়ে আর কাদের উপর দৃষ্টি পড়ে না?

উত্তর :- যে ফুল সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার মতো হয়, অনেক কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সার্ভিস করে, তাদের দেখতে দেখতে বাবা খুশী হন। তাদের উপরেই বাবার দৃষ্টি পড়ে আর যাদের বৃত্তি নোংরা, চোখ ধোঁকা দেয়, তাদের উপর বাবার দৃষ্টিও পড়ে না। বাবা তো বলবেন বাচ্চারা ফুল হয়ে অনেককে ফুলে পরিণত করো তবে সচেতন মালী বলা যাবে।

ওম্ শান্তি। বাগানের মালিক বসে নিজের ফুলেদের দেখছেন কারণ আরো সব সেন্টারে তো ফুল আর মালী আছে, এখানে তোমরা বাগিচার মালিকের কাছে এসেছো নিজেদের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তোমরা তো ফুল হলে তবে, তাই না! তোমরাও জানো, বাবাও জানেন- কাঁটার জঙ্গলের বীজ স্বরূপ হলো রাবণ। নয়তো সমস্ত বৃক্ষের বীজ হল একই কিন্তু ফুলের বাগান থাকে আবার কাঁটার জঙ্গল বানানোরও অবশ্যই কেউ আছে। সে হলো রাবণ। তো ভেবে দেখো বাবা তো সঠিকই বোঝান। দেবতা রূপী ফুলের বাগানের বীজরূপ হলেন বাবা। তোমরা এখন দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছে, তাই না! এটা তো প্রত্যেকেই জানে যে আমরা কি ধরনের ফুল। বাগানের মালিকও এখানেই আসে ফুলেদের দেখতে। তারা তো সবাই হলো মালী। সেও আবার অনেক ধরনের মালী আছে। সেই বাগানের বিভিন্ন রকমের মালী হয়। কারোর ৫০০ টাকা বেতন হয়, কারোর ১ হাজার, কারোর ২০ হাজার টাকা। যেমন মুঘল গার্ডেনের মালী অবশ্যই খুব সচেতন হবে। তার পারিশ্রমিকও বেশী হবে। এটা তো অসীম জগতের বিশাল বাগিচা, ওখানেও অনেক প্রকারের নস্বর অনুযায়ী মালী হয়। যে খুব ভালো মালী হবে সে বাগানকে খুব সুন্দর শোভনীয় করে তোলে, সুন্দর ফুল লাগায়। গভর্নেন্ট হাউসের মুঘল গার্ডেন কতো সুন্দর। এটা হলো অসীম জগতের বাগিচা। সেই বাগানের একজনই মালিক। এখন কাঁটার জঙ্গলের বীজ হলো রাবণ আর ফুলের বাগিচার বীজ হলেন শিববাবা। স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় বাবার থেকে। রাবণের থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সে যেন তাতে অভিশাপ দেয়। যখন অভিশপ্ত হয়, তখন যিনি সুখ দেন তাঁকে সকলেই স্মরণ করে। কারণ উনি হলেন সুখদাতা, সদা সুখ দিতে সক্ষম। মালীও বিভিন্ন প্রকারের হয়, বাগানের মালিক এসে মালীদেরও দেখেন যে কিভাবে ছোটো-খাটো বাগান তৈরী করে তারা ! কি-কি ফুল আছে, সেটাও খেয়াল করেন। কখনো কখনো খুব ভালো-ভালো মালীও আসে, তাদের ফুলের সাজ-সজ্জাও বিশেষ ভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন বাগানের মালিকও খুশী হয়- আহাঃ! এই মালী তো খুব ভালো, ফুলও সুন্দর সুন্দর নিয়ে এসেছে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা আর এ হল ওঁনার অসীম জগতের বিষয়। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা, অন্তর থেকে বুঝতে পারো বাবা একদম সত্য বলেন। অর্ধ-কল্প চলে রাবণ রাজ্য। ফুলের বাগিচাকে কাঁটার জঙ্গলে পরিণত করে রাবণ। জঙ্গলে কাঁটা আর কাঁটা হয়। খুবই দুঃখ দেয়। বাগানের মাঝে কি আর কাঁটা হয় ! একটাও হয় না । বাচ্চারা জানে। রাবণ দেহ- অভিমানে নিয়ে আসে। সবচেয়ে বড় কাঁটা হলো দেহ-অভিমান।

বাবা রাত্রেও বুঝিয়েছেন-কারোর দৃষ্টি কামনা পূর্ণ হয়, কারোর দৃষ্টি কিছুটা কামুক। নতুন নতুনও কেউ আসে যারা প্রথমে ভালো ভাবে চলে, মনে করে কখনো বিকারের যাব না, পবিত্র থাকবে। সেই সময় শশ্মানের বৈরাগ্য আসে। আবার যখন বাড়ীতে যায় তো খারাপ হয়ে যায়। দৃষ্টি নোংরা হয়ে যায়। এখানে যাদের সুন্দর সুন্দর ফুল মনে করে বাগানের মালিকের কাছে নিয়ে আসা হয় যে, বাবা এই হলো খুব সুন্দর ফুল, কোনো কোনো মালী কানে কানে বলে ইনি হলেন বিশিষ্ট ফুল। মালী তো অবশ্যই বলবে, তাই না ! এরকম নয় যে বাবা হলেন অন্তর্যামী, মালী প্রত্যেকের চাল-চলন বলতে থাকে যে বাবা এর দৃষ্টি ভালো না, এর আচার আচরণ রয়্যাল নয়, ১০ থেকে ২০ পার্সেন্ট মাত্র শুধরেছে। মুখ্য হলো চোখ, যা সবচেয়ে বেশী ধোঁকা দেয় বা ছলনা করে। মালী এসে বাগানের যিনি মালিক তাঁকে সব কিছু বলবে। বাবা একেক জনকে জিজ্ঞাসা করেন, বলো- তুমি কেমন ফুল নিয়ে এসেছো ? কেউ গোলাপ ফুল হয়, কেউ জুঁই, কেউ আকন্দ ফুলও নিয়ে আসে। এখানে খুবই সাবধানতা থাকে। জঙ্গলে গেলে আবার ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। বাবা দেখেন যে এটি কোন্ ধরনের ফুল। মায়াও সেরকমই যে মালীদেরও এমন জোরে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় যে, মালীও কাঁটায় পরিণত হয়। বাগানের মালিক এসে সর্ব প্রথম বাগান দেখতে থাকেন, আবার বাবা বসে তার শৃঙ্গার করাতে থাকেন। বাচ্চারা, সাবধান থাকো, দুর্বলতা বের করে দিতে থাকো, তা না হলে খুবই অনুতাপ হবে তোমাদের । বাবা এসেছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ করে তুলতে, তার পরিবর্তে আমরা চাকর হবো ! নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে, আমি ঐরকম উচ্চমানের উপযুক্ত হচ্ছি কি ? এটা তো জানো যে কাঁটার জঙ্গলের বীজ হলো রাবণ, ফুলের বাগানের বীজ হলো রাম। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। বাবা লৌকিক স্কুলের পড়াশুনারও মহিমা করেন। এসব স্কুলও ভালো, কারণ ওতে সোর্স অফ ইনকাম আছে। এইম অবজেক্টও আছে। তোমাদের একমাত্র এইম অবজেক্ট হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। ভক্তি মার্গে সত্য-নারায়ণের কথা খুবই শোনে, প্রত্যেক মাসে ব্রাহ্মণকে ডাকা হয়, ব্রাহ্মণ গীতা শোনায়। আজকাল তো গীতা সবাই শুনিতে থাকে, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তো কেউই নেই। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। সত্য বাবার বাচ্চারা। তোমরা সত্যিকারের কথা শোনো। সত্যনারায়ণের কথাও আছে, অমর কথাও আছে, তিজরীর বা গুণান চক্ষুর কথাও আছে। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। লৌকিক ব্রাহ্মণ তো গীতা শোনাতে আসে, তাতে কে রাজা হয়েছে ? এরকম কি কেউ আছে যে বলবে আমি তোমাদের রাজার রাজা করব, আমি নিজে হবো না ? এরকম কখনো শুনেছ ? এই এক বাবা-ই আছেন যিনি বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা জানে এখানে বাগানের মালিকের কাছে রিফ্রেশ হতে আসে। মালীও হয়, ফুলও হয়। মালী তো অবশ্যই হতে হবে। কতো ধরনের মালী আছে। সার্ভিস না করলে ভালো ফুল হবে কি ভাবে? প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কোন্ প্রকারের ফুল ? কোন্ প্রকারের মালী ? বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। ব্রাহ্মণীরা (টিচাররা) জানে- মালীও নানান ধরনের হয়। আবার ভালো ভালো মালীও আসে, যার বড় বাগান থাকে। যেরকম ভালো মালী তার বাগানও তেমন সুন্দর তৈরী করে। সুন্দর সুন্দর ফুল নিয়ে আসে, যা দেখে মন খুশীতে ভরে ওঠে। কেউ কেউ হাল্কা ফুল নিয়ে আসে। বাগানের মালিক বুঝতে পারে এরা কোন্ কোন্ পদ প্রাপ্ত করবে। এখন তো টাইম পড়ে আছে। একেকটি কাঁটাকে ফুলে পরিণত করবার জন্য পরিশ্রম করার প্রয়োজন । কেউ তো আবার ফুল হতে চায় না, কাঁটাই পছন্দ করে। চোখের বৃত্তি খুবই নোংরা থাকে। এখানে আসে, তাও তার থেকে সুগন্ধ আসে না। বাগানের মালিক চায় আমার সামনে ফুল বসলে তো ভালো হয়, যাদের দেখে খুশী হই। দেখি যে বৃত্তি ঐরকম তো তার উপরে দৃষ্টিও যায় না। সেই জন্য একেক জনকে দেখি আর ভাবি যে এ আমার কোন্ ধরনের ফুল ? কতো সুগন্ধ ছড়ায় ? কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হয়েছে কি হয়নি ?

প্রত্যেকে নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমি কতটা ফুলে পরিণত হয়েছি ? পুরুষার্থ করছি ? বারে-বারে বলে- বাবা, আমি আপনাকে ভুলে যাই। যোগে স্থির হতে পারি না। আরে, স্মরণ না করলে কিভাবে ফুলে পরিণত হবে ? স্মরণ করলে পাপ খন্ডন হবে, তখন ফুল হয়ে আবার অপরকে ফুলে পরিণত করবে, তখন মালী নাম রাখা যেতে পারে। বাবা মালীদের সন্ধান করতে থাকেন। আছে কি কোনো মালী ? মালী হতে পারে না কেন ? বন্ধন তো ছাড়তে হবে। নিজের ভিতরে দৃঢ়তা আসা চাই। সার্ভিসের উৎসাহ থাকা চাই। নিজের ডানাকে মুক্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। যার মধ্যে এতো ভালোবাসা তাকে কি ছেড়ে দিতে হয় ? বাবার সার্ভিসের জন্য যতক্ষণ ফুল হয়ে অন্যদেরকে ফুল না বানাবে, তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে কীভাবে ? একুশ জন্মের জন্য উচ্চ পদ। মহারাজারা, রাজারা, বড়-বড় বিত্তশালীরাও আছে। আবার নম্বর অনুযায়ী কম বিত্তশালীও আছে, প্রজারাও আছে। এখন আমি কি হবো ? যারা এখন পুরুষার্থ করবে সেটাই কল্প-কল্পান্তর হবে। এখন সম্পূর্ণ জোর দিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে, যারা ভালো পুরুষার্থী হবে তারা অভ্যাস করবে। রোজকার আমদানী আর লোকসান দেখতে হয়। ১২ মাসের ব্যাপার নয়, রোজ নিজের লোকসান আর লাভ বের করতে হবে। লোকসান করা উচিত নয়। তা না হলে থার্ড ক্লাস হয়ে যাবে। স্কুলেও তো নম্বর অনুযায়ী হয়, তাই না!

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে- আমাদের বীজ হলেন বৃক্ষপতি, যার আগমনে আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা স্থিত হয়। আবার রাবণ রাজ্য এলে রাহুর দশা স্থিত হয়। ওটা একদম হাইয়েস্ট, সেটা একদম লোয়েস্ট। শিবালয় থেকে একদম বেশ্যালয় করে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা। প্রথমে নতুন বৃক্ষ হয়। তারপর অর্ধেক থেকে পুরানো শুরু হয়। বাগানের মালিকও আছেন, মালীও সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাগানের মালিকের কাছে নিয়ে আসে। প্রত্যেক মালী ফুল নিয়ে আসে। কেউ তো এতো সুন্দর ফুল নিয়ে আসে যে, উদ্বেলিত থাকে বাবার কাছে যাওয়ার জন্য। বাড়িতে নানান যুক্তি দেখিয়ে কন্যারা আসে। বাবা বলেন খুব ভালো ফুল নিয়ে এসেছো। যদিওবা মালী সেকেন্ড ক্লাসের হয়, মালীর থেকে ফুল ভালো হয়- উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে শিববাবার কাছে যাওয়ার জন্য যে, বাবা আমাদের এতো উচ্চ বিশ্বের মালিক বানাবেন। ঘরে মার খেলেও বলে শিববাবা আমাকে রক্ষা করো। এদেরই সত্যিকারের দ্রোপদী বলা হয়ে থাকে। পাস্ট, যা হয়ে গেছে তাই আবার রিপিট হতে হবে। কাল যে ডেকেছিল, আজ বাবা এসেছেন বাঁচার জন্য যুক্তি বলে দিতে - এইরকম এরকম ভুঁ-ভুঁ করো। তোমরা হলে ভ্রমরী, তারা হলো কীট। তাদের উপর ভুঁ-ভুঁ করতে থাকো। বলো, ভগবানুবাচ- কাম হলো মহাশত্রু, এটি জিততে পারলে বিশ্বের মালিক হবে। কোনো না কোনো সময় অবলাদের বোল ফোটে, তখন আবার বাড়ির লোক ঠান্ডা হয়ে যায়। বলে- আচ্ছা, বেশ যাও। এমন সুন্দর বানিয়ে তোলেন যিনি, তাঁর কাছে যাও। আমার ভাগ্যে নেই, তুমি তো যাও। এরকম ভাবে দ্রোপদীরা ডাকতে থাকে। বাবা লেখেন ভুঁ-ভুঁ করো। কোনো কোনো স্ত্রীও এরকম হয় যাদের সুপণখা, পুতনা বলা হয়ে থাকে। পুরুষ তাদের কাছে ভুঁ-ভুঁ করে, তারা কীট হয়ে যায়, বিনা বিকারে থাকতে পারে না। বাগানের মালিকের কাছে কিরকম কিরকম ধরনের আসে যে, আর জিজ্ঞাসা করো না। কোনো কোনো কন্যারাও কাঁটায় পরিণত হয়, সেইজন্য বাবা বলেন নিজের জন্ম পত্রিকা বলো। বাবাকে না শোনালে, লুকালে তো সেটা বাড়তেই থাকবে। মিথ্যা চলতে পারে না। তোমাদের বৃত্তি খারাপ হতে থাকবে। বাবাকে শোনাতে পারলে তুমি বেঁচে যাবে। সত্যি বলা চাই, তা না হলে সম্পূর্ণ ভাবে মহারোগী হয়ে যাবে। বাবা বলেন যারা বিকারী হয়, তাদের মুখ কালো হয় বা অসুন্দর হয়। পতিত মানে কালো বা অসুন্দর মুখ। কৃষ্ণকেও শ্যাম সুন্দর বলা হয়। কৃষ্ণকে কালো

করে দিয়েছে। রামকে, নারায়ণকেও কালো দেখিয়েছে। অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমাদের কাছে তো নারায়ণের সুন্দর চিত্র আছে, তোমাদের তো এটা হল এইম অবজেক্ট। তোমাদের কি আর অসুন্দর নারায়ণ হতে হবে! এই মন্দির যে তৈরী করেছে, এরকম ছিলো না। বিকারে পড়ে আবার কালো মুখ হয়ে যায়। আত্মা অসুন্দর হয়ে গেছে। আয়রন এজ্ থেকে গোল্ডেন এজ্ এ যেতে হবে। সোনার পাখী হতে হবে। বলা হয় কালী, কোলকাতা ওয়ালী বলে দেয়। কতো ভয়ঙ্কর রূপ দেখানো হয়। সেসব আর বলার মতো নয়। বাবা বলেন- বাচ্চারা, এই সব হলো ভক্তি মার্গ। এখন তোমাদের তো জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

- ১ ) নিজের ডানাকে মুক্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে, বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সচেতন মালী হতে হবে। কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে।
- ২ ) নিজেকে নিজে দেখতে হবে যে আমি কতটা ফুলে পরিণত হয়েছি ? আমার বৃত্তি শুদ্ধ তো ? চোখ ধোঁকা দিচ্ছে না তো ? নিজের আচার আচরণের খসড়া রেখে দুর্বলতা গুলিকে দূর করে দিতে হবে।

বরদান :- পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ ধারণার দ্বারা এক ধর্মের সংস্কার সম্পন্ন সমর্থ সম্রাট ভব

তোমাদের স্বরাজ্যের ধর্ম অর্থাৎ ধারণা হলো "পবিত্রতা"। এক ধর্ম অর্থাৎ এক ধারণা। স্বপ্ন বা সংকল্প মাত্রও অপবিত্রতা অর্থাৎ দ্বিতীয় ধর্ম যেন না হয়, কারণ যেখানে পবিত্রতা আছে সেখানে অপবিত্রতা অর্থাৎ ব্যর্থ বা বিকল্পের নাম বা চিহ্ন থাকবে না। এরকম সম্পূর্ণ পবিত্রতার সংস্কার পূর্ণ করতে সক্ষমই সমর্থ সম্রাট। এখনকার শ্রেষ্ঠ সংস্কারের আধারে ভবিষ্যতের সংসার তৈরী হয়। এখনকার সংস্কার ভবিষ্যতের সংসারের ফাউন্ডেশন।

শ্লোগান:- বিজয়ী রত্ন সে-ই হয়, যার সত্যিকারের প্রীতি থাকে এক পরমাত্মার সাথে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিশ্বের মালিক যিনি বানান সেই বাবাকে অত্যন্ত প্রেমের সাথে (আগ্রহের সাথে) স্মরণ কর, স্মরণের দ্বারাই তোমরা সতোপ্রধান হবে"

প্রশ্ন :- এমন কোন্ বিষয়টির প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হলে তবেই বুদ্ধির দ্বার(দরজা) খুলে যাবে ?

উত্তর :- পড়ার প্রতি । ভগবান পড়ান তাই কখনো পড়া মিস করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত অমৃত পান করতে হবে। পড়ায় মনোযোগ দিতে হবে, অ্যাবসেন্ট (অনুপস্থিত হবে না) করবে না। এখান-ওখান থেকে খুঁজেও মুরলী অবশ্যই পড়তে হবে। মুরলীতে রোজ নতুন-নতুন পয়েন্টস আসতে থাকে, যার দ্বারা তোমাদের বুদ্ধির দ্বার খুলে যাবে।

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ শালিগ্রামেদের উদ্দেশ্যে। এ তো সমগ্র কল্পে একবারই হয়, একথাও তোমরাই জানো আর কেউ-ই জানতে পারে না। মানুষ তো এই রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে একদমই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, স্থাপনার কার্যে বিঘ্ন তো পড়বেই, একেই বলে জ্ঞান যজ্ঞ। বাবা বোঝান, এই পুরানো দুনিয়ায় তোমরা যা কিছুই দেখ, সেই সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তাই এতে মোহ রাখা উচিত নয়। বাবা এসে পড়ান নতুন দুনিয়ার জন্য। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এ হলো বিকারী আর নির্বিকারীর সঙ্গম, যা পরিবর্তিত(চেঞ্জ) হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। এ তো বাচ্চারা জানে যে, পয়েন্টস বুঝতে হবে। বাবা রাত-দিন বলতে থাকেন -- বাচ্চারা, তোমাদেরকে অতি রহস্যময় কথা শোনাই। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা রয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত পড়াশোনা চলতেই থাকবে। তারপর পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, এই কথা তোমরা ব্যতীত আর কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার রয়েছে যা আবার বাপদাদাই জানে। কতজনের পতন হয়, কত কষ্ট হয়। এমনও নয় যে, সকলে সদাই পবিত্র হয়ে থাকতে পারে। পবিত্র না থাকলে আবার সাজা ভোগ করতে হয়। মালার দানারাই পাস উইথ অনার্স হয়। আবার প্রজাও হয়। এ হল খুব ভালো ভাবে বোঝার মতন বিষয়। তোমরা যদি কাউকে বোঝাও তখন কি সে বুঝতে পারবে ? না পারবে না। সময় লাগে । তাও আবার বাবা যতখানি বোঝাতে পারে, তোমরা ততখানি পারো না। রিপোর্টস (তথ্য) ইত্যাদি যা আসে, সেসব তো বাবা-ই জানে -- অমুকে বিকারে পতিত হয়েছে, এই হয়েছে...। নাম তো বলতে পারবে না। নাম বলে দিলে তো আবার তার সঙ্গে কেউ কথা বলতে পছন্দ করবে না। সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে, সকলের হৃদয় থেকে সরে যাবে। সারা উপার্জনই(কামাই) নষ্ট করে দেয়। এ তো যে ধাক্কা খেয়েছে সে জানে আর বাবা জানে। এ হলো অতি গুপ্ত কথা।

তোমরা বল যে, অমুকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওনাকে খুব ভাল করে বুঝিয়েছি, উনি সেবায় সহায়তা করতে পারেন। কিন্তু সে তো তখনই সম্ভব, যখন সে সম্মুখে হাজির হবে, তাই না। মনে কর, তোমরা গভর্নরকে খুব ভাল করে বোঝালে কিন্তু তিনি কাউকে বোঝাতে পারবেন ? না পারবেন না। যদি তিনি কাউকে বোঝাতে পারেন তবেই বিশ্বাস হবে, তাই না। যার বোঝার হবে সে অবশ্যই বুঝবে। অন্যকে কি বোঝাতে পারবে ? না পারবে না। বাচ্চারা, তোমরা তো বোঝাও যে, এ হলো কাঁটার জঙ্গল, এরই আমরা মঙ্গল (কল্যাণ) করি। মঙ্গলম্ ভগবান বিষ্ণু বলা হয়, তাই না। এই শ্লোক ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের। মঙ্গল তখন হয় যখন বিষ্ণুর রাজ্য থাকে। বিষ্ণুর অবতরণও দেখান

হয়। বাবা তো সবকিছুই দেখেছেন। তিনি তো অনুভাবী, তাই না। সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের-ই ভালভাবে জানেন। বাবা যাঁর শরীরে আসবেন, তাঁর ব্যক্তিত্বও (পারসোনালিটি) তো বিশেষ হওয়া চাই, তাই না। তবেই বলা হয় যে, অনেক জন্মের অন্তিমে, যখন ইনি এখানকার (সাকারলোক) সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভবী হন, তখন আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। তিনিও সাধারণ, ব্যক্তিত্বের অর্থ এই নয় যে, রাজ-রাজস্ব রয়েছে। না, এঁনার অনুভব তো অসীম। অনেক জন্মের অন্তিম লগ্নে এঁনার রথেই(শরীর) আসি।

তোমাদের বোঝাতে হয়েছে যে, এখন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। মালা তৈরী হয়। এই রাজধানী কীভাবে তৈরী হচ্ছে, কেউ রাজা-রানী, কেউ আবার কি-কি হচ্ছে। এসব কথা তো একদিনেই কেউ বুঝতে পারবে না। অসীম জগতের পিতাই অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেন। ভগবান এসে বোঝান, তাও কি সবাই পবিত্র হবে, না হবে না। অতি কষ্টে কেউ কেউ হবে। একথা বুঝতেও তো সময় চাই। কত সাজাভোগ করে। শাস্তিভোগ করে প্রজা হয়। বাবা বোঝান, বাচ্চারা, তোমাদের অতি মিষ্টি হতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা আসেনই সকলকে সুখের রাস্তা বলে দিতে, দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। তাহলে আবার অন্য কাউকে কীভাবে দুঃখ দেবে। বাচ্চারা, একথা কেবল তোমরাই জানো। বাইরের লোকেরা সহজে একথা বোঝে না।

যা কিছু সম্পর্ক ইত্যাদি রয়েছে, সেইসব থেকে মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। ঘরে থাকতে হবে, কিন্তু নিমিত্ত মাত্র হয়ে। একথাও যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, এই সমগ্র দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই খেয়ালও কারোর থাকে না। যে বাচ্চারা অনন্য হয়, তারা বোঝে, তারাও এখনই তা শেখার পুরুষার্থ করতে থাকে। অনেকে ফেলও করে যায়। মায়ার চক্র অনেক চলে। সেও(মায়া) অতি বলবান। কিন্তু এই কথা কি আর কাউকে বোঝাতে পারবে, না বোঝাতে পারবে না। তোমাদের কাছে আসে, বুঝতে চায় -- এখানে কি হয়, এত রিপোর্টস্ ইত্যাদি কেন আসে ? এইসব লোকেদের আবার বদলী হতে থাকে তখন আবার এক-একজনকে বসে বোঝাতে হয়। তখন তারা আবার বলে, এ তো অত্যন্ত ভালো সংস্থা। রাজধানী স্থাপনার বিষয় অতি রহস্যময়, গোপনীয়। বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছে, তাই তাদের কত উৎফুল্ল থাকা উচিত। আমরা বিশ্বের মালিক অর্থাৎ দেবতা হতে চলেছি। তাই আমাদের মধ্যে অবশ্যই দৈবী-গুণ থাকা উচিত। এইম অবজেক্ট (লক্ষ্যবস্তু) তো সম্মুখেই রয়েছে। এঁনারা হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক। একথা তোমরাই বোঝ। আমরা পড়ি, অসীম জগতের পিতা যিনি নলেজফুল, তিনি আমাদের পড়ান, আমরা এই নলেজ পাই অমরপুরী বা হেভেনে যাওয়ার জন্য। আসবে তারাই, যারা প্রতি কল্পে রাজ্য নিয়েছে। পূর্ব-কল্পের মতোই আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি। এই মালা তৈরী হচ্ছে, নশ্বরের ক্রমানুসারে। যেমন স্কুলেও যারা ভালমতন পড়ে তারা বৃত্তি(স্কলারশিপ) পায়, তাই না ! ওসব হলো পার্থিব জগতের কথা, আর তোমাদের কথা হলো অসীম জগতের। তোমরা যারা বাবার সহায়তাকারী হও, তারাই উচ্চপদ লাভ কর। বাস্তবে তো সহায়তা নিজেকেই করতে হবে। পবিত্র হতে হবে, সতোপ্রধান ছিলে, পুনরায় অবশ্যই তা হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। উঠতে, বসতে, চলতে বাবাকে স্মরণ করতে পারো। যে পিতা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তাঁকে অতি প্রেমপূর্ণভাবে(অত্যন্ত আগ্রহের সাথে) স্মরণ করতে হবে। কিন্তু মায়া ছাড়ে না। অনেক প্রকারের ভিন্ন-ভিন্ন রকমের রিপোর্টস্ লেখে --- বাবা, আমাদের মায়ার বিকল্প(বিকারী সঙ্কল্প) অনেক আসে। বাবা বলেন, এ তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না। ৫ বিকারের উপর বিজয়লাভ করতে হবে। তোমরাও বোঝ যে, বাবাকে স্মরণ করেই আমরা সতোপ্রধান হই।

বাবা এসে বোঝান, কিন্তু ভক্তিমার্গের লোকেরা কেউ-ই জানে না। এ হলো পড়া। বাবা বলেন, তোমরা পবিত্র কীভাবে হবে! তোমরা পবিত্র ছিলে, আবার হতে হবে। দেবতারা তো পবিত্র, তাই না। বাচ্চারা তো জানে, আমরা হলাম স্টুডেন্ট, এখন পড়ছি। ভবিষ্যতে আবার সূর্যবংশীয় রাজ্যে আসব। তারজন্য পুরুষার্থও ভালভাবে করতে হবে। সবকিছু মার্কসের উপরেই নির্ভর করে। যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হলে চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। (ওরা) আবার যুদ্ধের কথা শুনে তীর-ধনুক ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। কোথায় ওখানে বাহুবলের লড়াই ছিল যে তারা তীর-ধনুক ইত্যাদি প্রয়োগ করত ! এমন কোনো কিছু নেই। পূর্বে তীরের লড়াই চলত। এইসময় পর্যন্তও তার চিহ্ন রয়েছে। কেউ-কেউ তো তীর চালনায় অতি দক্ষ। এখন এই জ্ঞানে তো লড়াই ইত্যাদির কোন কথা নেই।

তোমরা জানো যে, শিববাবাই জ্ঞানের সাগর, যার কাছ থেকে আমরা এই পদপ্রাপ্ত করি। এখন বাবা বলছেন যে, দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধগুলির থেকে মোহ সরিয়ে দাও। এসবই হলো পুরানো। নতুন দুনিয়ায় ছিল সূর্যবংশী (গোল্ডেন এজড) ভারত । (ভারতের) নামের কত খ্যাতি ছিল। প্রাচীন যোগ কবে আর কে শিখিয়েছে ? একথা কারোরই জানা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বয়ং ঈশ্বর এসে বোঝান। এ হলো নতুন জিনিস। প্রতি কল্পে যা হয়ে এসেছে, তাই-ই পুনরায় রিপীট হবে। এর কোনো তফাৎ হতে পারে না। বাবা বলেন, এখন এই অস্তিম জন্ম পবিত্র থাকলে পরে ২১ জন্ম পর্যন্ত তোমরা কখনো অপবিত্র হবে না। বাবা কত ভালভাবে বোঝান, তাও সকলেই কি একরস হয়ে পড়া করে, না পড়ে না। রাত-দিনের পার্থক্য। আসে পড়ার জন্য কিন্তু একটু পড়েই পালিয়ে যায়। যারা ভালমতন পড়ে তারা নিজের অনুভবও শোনায --- কিভাবে আমরা এসেছি, তারপর কিভাবে আমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছি। বাবা বলেন, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় যদি একবারের জন্যও পতিত হও তবে সব উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে। ভিতরে-ভিতরে তা আবার (নিজেকে) দংশন করবে। কাউকে বলতে পারবে না যে, বাবা-কে স্মরণ কর। বিকারের জন্যই তো জিজ্ঞাসা করে, এটাই তো মুখ্য বিষয়। বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়া নিয়মিত করতে হবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের নতুন-নতুন কথা শোনাই। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তোমাদের ভগবান পড়ান! তোমরা হলে ভগবানের স্টুডেন্ট! এমন উচ্চ থেকেও উচ্চ পড়াকে তো একদিনও মিস করা উচিত নয়। একদিন যদি মুরলী না শোনো তবে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। ভাল-ভাল মহারথীরাও মুরলী মিস করে। তারা মনে করে যে, আমরা তো সব জানি। মুরলী না পড়ি তো কি হয়েছে! আরে, অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে, ফেল করে যাবে। স্বয়ং বাবা বলেন, রোজ এমন ভাল-ভাল পয়েন্টস্ শোনাই যা সময় মতো বোঝালে অনেক কাজে আসবে। যদি না শোনো তখন তা কার্যে কিভাবে আনবে। যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে, অমৃত পান করতে হবে, শিক্ষাকে ধারণ করতে হবে। অ্যাবসেন্ট কখনই হওয়া উচিত নয়। এখান-ওখান থেকে খুঁজে, কারোর কাছ থেকে নিয়ে মুরলী পড়া উচিত। অহংকার থাকা উচিত নয়। আরে, ভগবান পড়ান, তাই তো একদিনও মিস করা উচিত নয়। এমন-এমন পয়েন্টস্ বের কর যাতে তোমাদের বা অন্য কারোর (বুদ্ধির) দ্বার খুলে যেতে পারে। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, কিভাবে ভূমিকা(পার্ট) পালন করে, এসব বোঝার জন্য সময় চাই। শেষে শুধু এটাই স্মরণে থাকবে যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। কিন্তু এখন বোঝাতে হয়। শেষে এই অবস্থাই হবে, বাবাকে স্মরণ করতে-করতে চলে যেতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। কতটা (পবিত্র) হয়েছে তা তো তোমরাই বুঝতে পারো। অপবিত্রের শক্তি অবশ্যই কম হবে। মুখ্য হলো অষ্ট-রত্ন, যারা পাস-উইথ-অনার হবে, তারা কোনো সাজা ভোগ করে না। এ হলো অতি সূক্ষ্ম বিষয়(কথা)। এই পড়া কত উচ্চ। কখনো এ স্বপ্নেও ছিল না যে, আমরা দেবতা হতে পারি।

বাবাকে স্মরণ করেই তোমরা পদমণ্ডল সৌভাগ্যশালী হয়ে যাও। এর কাছে তো এইসব কাজ-কর্ম ইত্যাদি কোনো কিছুই কোনো কাজের নয়। কোনও জিনিসই কার্যে আসবে না। তবুও তো করতেই হবে। একথা কখনোই খেয়ালে আসা উচিত নয় যে, আমরা শিববাবাকে দিই। আরে, তোমরা তো পদ্মপদমপতি হও। দেওয়ার কথা স্মরণে এলে তখন তার শক্তি কম হয়ে যায়। মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করে, নেওয়ার জন্য। একে কি দেওয়া বলে, না বলে না। ভগবান তো দাতা, তাই না। পরজন্মে কত দেয়। এও ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। ভক্তিমার্গে তো সুখ অল্পকালের জন্য, তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার পাও। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১ ) যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে অমৃত পান করতে হবে, শিক্ষাগুলিকে ধারণ করতে হবে। ভগবান পড়ান, তাই মুরলী একদিনও মিস করবে না।

২) পদমণ্ডল উপার্জন করতে হলে ঘরে নিমিত্ত হয়ে থেকে, কাজ-কর্ম করেও এক পিতার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদান :- কর্ম এবং সম্বন্ধ -- উভয় ক্ষেত্রেই স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত বাবার সমান কর্মাতীত ভব

বিস্তার :- বাচ্চারা, তোমাদের সেবাই হলো সবাইকে মুক্ত করা। তাই অন্যদের মুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিও না। যখন পার্থিব জগতের আমার-আমার থেকে মুক্ত হবে তখনই অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। যে বাচ্চারা লৌকিক আর অলৌকিক, কর্ম এবং সম্বন্ধ -- দুই ক্ষেত্রেই স্বার্থভাব থেকে মুক্ত, তারাই বাবার সমান কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। তাই চেক কর যে, কর্মের বন্ধন থেকে কতটা মুক্ত (ন্যারা) হয়েছে ? ব্যর্থ স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হলে কি মুক্ত হতে পারবে ?

স্লোগান :- যে সরলচিত্ত এবং সহজ-সরল স্বভাবের, সে-ই সহজযোগী, ভালোনাথের প্রিয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে পরস্পরের আত্মিক ভ্রাতা, তোমাদের মধ্যে একে-অপরের প্রতি সুন্দর ভালোবাসা থাকা উচিত, তোমরা প্রেমে পরিপূর্ণ গঙ্গা হও, কখনো লড়াই-ঝগড়া করবে না"

প্রশ্ন :- কোন্ কোন্ বাচ্চা আত্মিক পিতার কাছে অতীব প্রিয় হয় ?

উত্তর :- ১) যে শ্রীমৎ অনুসারে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করছে। ২) যে ফুল হয়ে গেছে, কখনো কাউকে কাঁটা ফোটায় না, নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবাসা সহকারে থাকে, কখনো কোনো ব্যাপারে অভিমান বা মুখ গোমড়া করে না - সেইরকম বাচ্চারাই বাবার কাছে প্রিয় হয়। যারা দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে, নুন-জলের মতো আচরণ করে, তারা বাবার সম্মান নষ্ট করে। তারা হল বাবার নিন্দা করানোর নিমিত্ত নিন্দুক।

ওম্ শান্তি। আত্মিক সন্তানদের কাছে যেমন আত্মিক পিতা অতীব প্রিয় অনুভূত হয়, সেইরকম আত্মিক পিতার কাছেও আত্মিক সন্তানেরা খুবই প্রিয়। কারণ তারা শ্রীমৎ অনুসারে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করছে। যারা কল্যাণ করে, তারা সবাই প্রিয় হয়। তোমরাও পরস্পরের ভাই-ভাই। তাই তোমরাও একে অপরের কাছে প্রিয়। দুনিয়ার লোকদের সাথে তো অতটা প্রীতি থাকবে না, যতটা বাবার বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে থাকবে। তোমাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। যদি এখানে এসেও ভাইয়ের সাথে ভাই লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে কিংবা নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা না থাকে, তবে সেটাকে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বলা যাবে না। তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। বাবারও তো আত্মাদের সাথেই প্রীতি রয়েছে, তাই না? তাই আত্মাদেরও নিজেদের মধ্যে সুন ভালোবাসা থাকা উচিত। সত্যযুগে সকল আত্মাই একে অপরের কাছে প্রিয় হয়। কারণ তখন দেহ-অভিমান থাকবে না। তোমার ভাইরা, পিতাকে স্মরণ করে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করো। নিজের কল্যাণের সাথে সাথে ভাইদেরও কল্যাণ করতে হবে। সেইজন্যই বাবা দেহ-অভিমानी থেকে দেহী-অভিমानी বানাচ্ছেন। দুনিয়ায় তো লৌকিক ভাইরা সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার জন্য লড়াই শুরু করে দেয়। এখানে কোনো লড়াই ঝগড়ার ব্যাপার নেই। প্রত্যেককে ডাইরেক্ট কানেকশন রাখতে হয়। এইসব হল অসীম জগতের বিষয়। যোগবলের দ্বারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। লৌকিক বাবার কাছ থেকে স্থূল উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখানে তো আত্মিক পিতার কাছ থেকে আত্মা রূপী সন্তানেরা আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার নেয়। প্রত্যেককে সরাসরি বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। যে যত ইন্ডিভিজুয়াল বাবাকে স্মরণ করবে, সে তত উত্তরাধিকার পাবে। যদি বাবা দেখে যে বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করছে, তখন বাবা বলেন - তোমরা কি অনাথ? আত্মিক ভাইদের কখনোই ঝগড়া করা উচিত নয়। যদি ভাই-ভাই হয়েও নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে, ভালোবাসা না থাকে, তাহলে তো তোমরা রাবণের সন্তানের মতো হয়ে গেলে। তখন তাদেরকে আসুরি সন্তান বলা হবে। এইভাবে দেহ-অভিমानी হয়ে লড়াই করলে তো দৈব সন্তান আর আসুরি সন্তানের মধ্যে কোনো তফাৎ-ই থাকবে না। আত্মা কখনো আত্মার সাথে লড়াই করে না। তাই বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের মধ্যে "নুনপানি"-র মতো আচরণ করো না। এইরকম ঘটনা ঘটে বলেই তো বাবাকে এত বোঝাতে হয়। এরপর বাবা বলে দেবেন যে এই বাচ্চা তো দেহ-অভিমानी, রাবণের সন্তান। যেহেতু নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করে তাই আমার বাচ্চা নয়। ২১ জন্ম ধরে তোমরা ক্ষীরখণ্ডের মতো থাকো। এখন তোমাদেরকে দেহী-

অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। যদি নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হয়, তাহলে সেই সময়ে নিজেকে রাবণ সম্প্রদায় বলে মনে করো। নিজেদের মধ্যে এইরকম নুনপানির মতো আচরণ করলে তো বাবার নাম বদনাম করো। হয়তো মুখে নিজেকে ঈশ্বরীয় সন্তান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু আসুরি গুণ থাকার অর্থ হল সে অবশ্যই দেহ-অভিমানী। যে দেহী-অভিমানী, তার মধ্যেই ঐশ্বরিক গুণ থাকে। এখানে তোমরা ঐশ্বরিক গুণ ধারণ করলেই বাবা তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। তারপর সেই সংস্কার-ই সাথে করে নিয়ে আসবে। বাবা বুঝতে পারেন যে বাচ্চারা দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে নুনপানির মতো আচরণ করে। ওদেরকে কখনোই ঈশ্বরীয় সন্তান বলা যাবে না। এইভাবে নিজের অনেক ক্ষতি করে ফেলে। মায়ার বশীভূত হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করে। এখন তো গোটা দুনিয়াটাই নুনপানির (মতপার্থক্য) দুনিয়া। ঈশ্বরীয় সন্তানরাও যদি নুনপানি হয়ে থাকে, তাহলে আর পার্থক্য কি থাকল ? তারা তো বাবার নিন্দা করানোর নিমিত্ত হয়ে যায়। যাদের দ্বারা বাবার নিন্দা হয়, যারা নুনজলের মতো আচরণ করে, তারা কখনোই টিকতে পারবে না। তাদেরকে নাস্তিক বললেও ভুল হবে না। যেসব বাচ্চারা আস্তিক হওয়ার যোগ্য, তারা কখনোই নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে না। তোমাদের কখনোই নিজেদের মধ্যে লড়াই করা উচিত নয়। এখানেই তোমাদেরকে প্রেমপূর্ণ ভাবে থাকা শিখতে হবে। এরপর ২১ জন্ম তোমরা প্রেমপূর্ণ ভাবেই থাকবে। বাবার বাচ্চা হয়েও যদি পরস্পরের মধ্যে বনিবনা না হয়, তবে তাদেরকে আসুরি সন্তান বলা উচিত। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্যেই মুরলি শোনান। কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে অনেকে বুঝতেই পারে না যে বাবা আমাকেই এই কথাগুলো বলছেন। মায়া অতি প্রবল। যেমন ইঁদুর যখন কিছু কাটে তখন বোঝা যায় না, সেইরকম মায়াও মিষ্টিভাবে ফুঁ দেয় আর কাটতে থাকে। বোঝাই যায় না। যারা আসুরি সম্প্রদায়ের, তারা নিজেদের মধ্যে অভিমান করে থাকে। অনেক সেন্টারেই বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করে। এখনো তো কেউই পারফেক্ট হয়নি। তাই মায়াবী প্রতিবন্ধকতা আসতেই থাকে। নিজের অজান্তেই মায়া মাথা মুড়িয়ে দেয়। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো - আমাদের কি নিজেদের মধ্যে প্রেমভাব রয়েছে ? যেহেতু তোমরা প্রেমের সাগরের সন্তান, তাই প্রেমে ভরপুর গঙ্গা হওয়া উচিত। লড়াই-ঝগড়া করা, উল্টো-পাল্টা কথা বলা, এর থেকে তো কিছু না বলা অনেক ভালো। হিয়ার নো ইভিল...। যদি কারোর মধ্যে ক্রোধের অংশ থাকে, তাহলে সেখানে ততটা ভালোবাসা থাকা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই বাবা প্রতিদিনের দিনলিপি চেক করতে বলেন। আসুরি চালচলন যদি না শোধরাও, তাহলে তার ফল কি হবে ? কেমন পদ পাবে ? বাবা বোঝাচ্ছেন, যদি কোনো সেবা না করো, তাহলে তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, পদ কম হয়ে যাবে। সাক্ষাৎকার তো সকলের হবে। তোমাদেরও সাক্ষাৎকার হবে যে কে কতটা পড়াশুনা করেছে। তারপর তোমরা ট্রান্সফার হয়ে নুতন দুনিয়ায় আসবে। অন্তিমে সবকিছুর সাক্ষাৎকার হবে। কে কত নম্বর পেয়ে পাশ করেছে ? তখন কাঁদবে, কপাল চাপড়াবে, শাস্তি পাবে, আফসোস করবে যে আমি তখন বাবার কথা শুনিনি। বাবা তো বারবার বুঝিয়েছিলেন যে কোনো আসুরি গুণ যেন না থাকে। যার মধ্যে দিব্যগুণ রয়েছে, তাকে অন্যদেরকেও নিজের মতো বানাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ। অল্ফ আর বে। অল্ফ মানে বাবা আর বে মানে বাদশাহী (উত্তরাধিকার)। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যে নেশা থাকা উচিত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করলে কিভাবে বোঝা যাবে যে সে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা তো বুঝে যাবেন যে এ আসলে আসুরি সন্তান, মায়া এর নাক-কান পাঁকড়ে ধরেছে। সে নিজে বুঝতেও পারে না। তার তখন টালমাটাল অবস্থা হয়ে যায়। পদও কম হয়ে যায়। তোমাদের মতো বাচ্চাদের কর্তব্য হল ওদেরকে ভালবাসার সাথে বোঝানো,

প্রেমের দৃষ্টি দেওয়া। বাবা তো প্রেমের সাগর। তাই বাচ্চারাও আকৃষ্ট হয়। তোমাদেরকেও এইরকম প্রেমের সাগর হতে হবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসার সাথে বোঝাচ্ছেন, সঠিক মতামত দিচ্ছেন। ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করে তোমরা ফুলের মতো হয়ে যাও। তোমাদেরকে সকল গুণ দিয়ে দেন। দেবতাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকে, তাই না ? ঐরকম অবস্থা তো তোমাদেরকে এখন তৈরি করতে হবে। এখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞান রয়েছে। এরপর দেবতা হয়ে গেলে আর এই জ্ঞান থাকবে না। ওখানে সকলের মধ্যে দিব্য প্রেম থাকবে। সুতরাং, এইসময়েই বাচ্চাদেরকে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। এখন তোমরা পূজনীয় হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছ। বাবা এই ভারতেই আসেন। এখানেই শিবজয়ন্তী পালিত হয়। কিন্তু তিনি আসলে কে ? তিনি এখানে কখন কিভাবে আসেন ? এসে কোন্ কর্তব্য করেন ? এইগুলো কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এইগুলো পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জেনেছ। যে জানে না, সে কাউকে বোঝাতেও পারবে না। তার পদ কম হয়ে যায়। স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও কারো কারো চালচলন খারাপ হয় আবার কারোর চালচলন খুব ভালো হয়। কেউ প্রেজেন্ট থাকে, কেউ অ্যাবসেন্ট থাকে। এখানে সে-ই সর্বদা প্রেজেন্ট থাকে, যে সর্বদা বাবাকে স্মরণ করে, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরায়। বাবা বলেন, উঠতে বসতে সর্বদা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে থাকো। ভুলে গেলেই অ্যাবসেন্ট হয়ে যাও। সর্বদা প্রেজেন্ট থাকলেই উঁচু পদ পাবে। ভুলে গেলে পদও কমে যাবে। বাবা জানেন যে এখনও কিছু সময় রয়েছে। যারা উঁচু পদ পাবে, তাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই এই চক্র আবর্তিত হয়। বলা হয় - শিববাবার স্মৃতিতে মুখে জ্ঞান অমৃত নিয়ে দেহত্যাগ করা উচিত। কিন্তু কোনো কিছুর প্রতি প্রীতি থাকলে, অন্তিমে সেটা স্মরণে আসবে। খাবারের প্রতি লোভ থাকলে, অন্তিমে সেইসব স্মরণে আসবে, খাওয়ার ইচ্ছা হবে। তখন পদ কমে যাবে। বাবা বলেন, স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে দেহত্যাগ করো। অন্য কোনো কিছু যেন স্মরণে না আসে। কোনো সম্বন্ধ ছাড়া যেভাবে আত্মা এসেছিল, সেইভাবেই ফিরতে হবে। লোভও কিছু কম নয়। যদি লোভ থাকে, তাহলে অন্তিমে সেইসব জিনিসের স্মৃতি আসবে। যদি প্রাপ্ত না হয়, তবে সেই বাসনা নিয়ে দেহত্যাগ করবে। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে লোভ থাকা ঠিক নয়। বাবা তো অনেক কিছুই বোঝান। কিন্তু যে বোঝার, কেবল সে-ই বুঝবে। বাবার স্মৃতিকে একেবারে অন্তরে গেঁথে দাও - 'বাবা, ও বাবা'। মুখে বাবা-বাবা বলতে হবে না। অজপাজপ যেন সর্বদা চলতে থাকে। বাবার স্মৃতিতে, কর্মাতীত অবস্থায় দেহত্যাগ করলেই উঁচু পদ পাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১ ) প্রেমে ভরপুর গঙ্গা হতে হবে। সবার প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কখনোই মুখ দিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলা উচিত নয়।

২ ) কোনো জিনিসের প্রতি লোভ থাকা উচিত নয়। স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিমে কোনো কিছু (জাগতিক) স্মরণে না আসে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থিতি রূপী মেডেল প্রাপ্ত করে বেগমপুরের বাদশাহ ভব  
তোমরা সবাই নিজের স্থিতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানানোর জন্যেই ব্রাহ্মণ হয়েছ। ব্রাহ্মণ জীবনে এই শ্রেষ্ঠ  
স্থিতিই হল তোমাদের সম্পত্তি । এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের মেডেল। যে এই মেডেল প্রাপ্ত করে, সে  
সর্বদা অচল-অটল, একরস অবস্থায় থাকে। সে সর্বদাই নিশ্চিন্ত এবং বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে যায়।  
সে সকল ইচ্ছা থেকে মুক্ত, 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' স্বরূপ হয়ে যায়।

স্লোগান :- দেহ-অভিমানকে নাশ করলেই সকল পরিস্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই মিটে যাবে।

মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য

“বাস্তবে এই সঙ্গমযুগেই মহাভারত রিপিট হচ্ছে”

দেখো, মানুষ বলে থাকে যে কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল এবং পাণ্ডবদের  
সাথী ও নির্দেশক ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং, যদিকে স্বয়ং প্রকৃতিপতি আছেন, সেই পক্ষের বিজয়  
তো নিশ্চিত। দুনিয়ায় তো সবকিছুকে ঘেঁটে দিয়েছে। আগে তো এটা বোঝো যে কৃষ্ণ কখনোই  
প্রকৃতিপতি নয়। পরম আত্মা-ই হলেন প্রকৃতিপতি। শ্রীকৃষ্ণ হল সত্যযুগের প্রথম দেবতা। তাকে  
কখনোই ভগবান বলা যাবে না। তাহলে পাণ্ডবদের সারথি পরমাত্মা ছিলেন, না কি শ্রীকৃষ্ণ? পরমাত্মা  
তো আমাদেরকে অর্থাৎ তাঁর সন্তানদেরকে কখনোই হিংসার শিক্ষা দেবেন না। আর পাণ্ডবরাও  
এইরকম হিংসক যুদ্ধ করে স্বরাজ্য প্রাপ্ত করেনি। এই দুনিয়া আসলে একটা কর্মক্ষেত্র, যেখানে মানুষ  
যেমন-যেমন কর্ম করে বীজ বপন করে, সেইরকম ভালো-মন্দ ফল ভোগ করে। এই কর্মক্ষেত্রে  
ভারতমাতা শক্তির অবতার রয়েছেন । পরমাত্মাও এখন এই ভারতভূমিতেই রয়েছেন। তাই এই  
ভারতভূমিকে অবিনাশী বলা হয়। পরমাত্মার অবতরণ খাস এই ভারতভূমিতেই হয়েছে। কারণ  
ভারতেই অধর্মের বৃদ্ধি হয়েছে। ওখানেই পরমাত্মা যোগবলের দ্বারা কৌরব রাজ্যের বিনাশ করে  
পাণ্ডব রাজ্য স্থাপন করেছেন। সুতরাং পরমাত্মা এসে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছেন, কিন্তু ভারতবাসী  
নিজেদের পবিত্র ধর্ম আর শ্রেষ্ঠ কর্মকে ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে হিন্দু বলে থাকে। বেচারারা  
ভারতবাসীরা নিজের ধর্মকে না জেনে অন্য ধর্মের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। অসীম জগতের মালিক  
স্বয়ং এইসব অসীম জ্ঞান বোঝান। এরা তো নিজের স্ব-ধর্ম ভুলে গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।  
এটাকেই অতি ধর্মগ্লানি বলা হয়। কারণ এইসব ধর্মগুলো হল প্রাকৃতিক ধর্ম। কিন্তু সবার আগে চাই  
স্ব-ধর্ম। সকলের স্ব-ধর্ম হলো - আমি এক শান্ত স্বরূপ আত্মা এবং নিজের প্রাকৃতিক ধর্ম হলো -  
দেবতা ধর্ম। এই ৩৩ কোটি ভারতবাসী আসলে দেবতা। সেইজন্যেই পরমাত্মা বলেন - দেহের সকল  
ধর্মকে পরিত্যাগ করো, "সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যজ্য" কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। এই জাগতিক  
ধর্মগুলোর জন্যেই তো এত আন্দোলন হয়েছে। এখন এই জাগতিক ধর্ম ত্যাগ করে অসীমে আসতে  
হবে। অসীম জগতের পিতা সর্বশক্তিমান পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। সুতরাং পরমাত্মা-ই  
হলেন সর্বশক্তিমান, কৃষ্ণ নয়। আগের কল্পেও যে পক্ষে সাক্ষাৎ প্রকৃতিপতি পরমাত্মা ছিলেন, আজও  
তাদের বিজয়ের জয়গান করা হয়। আচ্ছা!

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণ দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়, ট্রান্স (ধ্যান মগ্ন) দ্বারা নয়। ট্রান্স তো পাই পয়সার খেলা, তাই ট্রান্সে যাওয়ার আশা রেখো না"

প্রশ্ন :- মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন রূপের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বাবা সব বাচ্চাদের কোন্ সতর্ক বাণীটি দিয়েছেন ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা, ট্রান্সের আশা রেখো না। জ্ঞান-যোগে ট্রান্সের কোনও কানেকশন নেই। মুখ্য হল পড়াশোনা। কেউ ট্রান্সে গিয়ে বলে আমার মধ্যে মাস্ট্রা এসেছেন, বাবা এসেছেন। এই সব হল সূক্ষ্ম মায়ার সঙ্কল্প, এই সব থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। মায়ার অনেক বাচ্চার মধ্যে প্রবেশ হয়ে উল্টো কর্ম করিয়ে দেয় তাই ট্রান্সের আশা রাখবে না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রূহানী) বাচ্চারা এই কথা তো বুঝে গেছে যে এক দিকে হল ভক্তি, অন্য দিকে হল জ্ঞান। ভক্তি তো অসীম এবং অনেকেই ভক্তি করা শেখায় । শাস্ত্রও শেখায়, মানুষও শেখায়। এখানে না আছে কোনও শাস্ত্র, না আছে মানুষ (কোনো মানুষের দ্বারা প্রদান করা নয়) । এখানে শিক্ষা প্রদান করেন একমাত্র আত্মিক পিতা যিনি আত্মাদের বোঝান। আত্মা-ই ধারণ করে। পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান আছে, ৮৪-র চক্রের নলেজ তাঁর মধ্যে আছে, তাই ওঁনাকেও স্বদর্শন চক্রধারী বলা যেতে পারে। বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদেরও তিনি স্বদর্শন চক্রধারী বানাচ্ছেন। বাবাও ব্রহ্মার দেহে বিরাজিত আছেন, তাই তাঁকে ব্রাহ্মণও বলা যেতে পারে। আমরাও তাঁর সন্তান যে ব্রাহ্মণ সে-ই দেবতায় পরিণত হই। এখন বাবা বসে স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন, এতে হঠযোগ ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। তারা হঠযোগে বসে ট্রান্স (ধ্যান মগ্ন স্থিতিতে) ইত্যাদিতে চলে যায়। এ কোনও প্রশংসার ব্যাপার নয়। ট্রান্সের কোনও বিশেষত্ব নেই। ট্রান্স তো হল পাই পয়সার খেলা। কখনো কাউকে তোমরা এমন বলবে না যে আমরা ট্রান্সে যাই, কারণ আজকাল বিদেশে যেখানে সেখানে অনেকেই ট্রান্সে যায়। ট্রান্সে গেলে না তাদের কোনও লাভ হয়, না তোমাদের। বাবা বুঝবার শক্তি দিয়েছেন। ট্রান্সে না আছে স্মরণের যাত্রা, না আছে জ্ঞান। ট্রান্স বা ধ্যান মগ্ন মানুষ কখনও কোনও জ্ঞান শুনবে না, না তার কোনও পাপ ভস্ম হবে। ট্রান্সের কোনও গুরুত্ব নেই। বাচ্চারা যোগ যুক্ত হয়, তাকে ট্রান্স বলা হয় না। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। ট্রান্সে বিকর্ম বিনাশ হবে না। বাবা সতর্ক করেন যে বাচ্চারা, ট্রান্স বা ধ্যান মগ্ন হওয়ার শখ রেখো না। তোমরা জানো বিনাশের সময়ে সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। তোমরা তাদের নিমন্ত্রণ পত্র দিতে থাকো কিন্তু এই জ্ঞান তাদের বুদ্ধি রূপী কলমে এত তাড়াতাড়ি আসবে না। যখন সামনে বিনাশ দেখবে তখন আসবে। তখন বুঝবে এবারে মৃত্যু এল বলে। যখন কাছ থেকে দেখবে তখন বিশ্বাস করবে। তাদের পার্ট হল শেষ সময়ে। তোমরা বল এখন বিনাশের সময়, মৃত্যু আসবে। তারা ভাবে সবই গল্প।

তোমাদের বৃষ্টি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। সন্ন্যাসীদের শুধু বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমাদের চোখ বন্ধ করতে হবে না। চোখ বন্ধ করলে বাবাকে দেখবে কিভাবে। আমরা আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি। তিনি দৃশ্যমান নন, কিন্তু এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন - এই শরীরের

আধারে। ধ্যান ইত্যাদির কোনও কথা নেই। ধ্যান মগ্ন হওয়া কোনও বড় কথা নয়। এই ভোগ ইত্যাদিও সবকিছু ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। সার্ভেন্ট হয়ে ভোগ নিবেদন করে আসো। যেমন সার্ভেন্টরা ধনী ব্যক্তিদের ভোজন পরিবেশন করে। তোমরাও হলে সার্ভেন্ট, দেবতাদের ভোগ নিবেদন করতে যাও। তাঁরা হলেন ফরিস্তা। সেখানে মাস্মা বাবাকে দেখা হয়। ঐ সম্পূর্ণ মূর্তিও হল মুখ্য বিষয় বস্তু (এইম অবজেক্ট)। তাঁদের এমন ফরিস্তা কে বানিয়েছে ? বাকি ধ্যান মগ্ন হওয়া তো কোনও বড় কথা নয়। যেমন এখানে শিববাবা তোমাদের পড়ান, তেমনই সেখানেও শিববাবা এনার দ্বারা কিছু বোঝাবেন। সূক্ষ্ম বতনে কি হয়, এইটুকু শুধু জানতে হয়। বাকি ট্রান্স ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিতে হবে না। কাউকে ট্রান্স বা ধ্যান মগ্ন হয়ে দেখানোও হল বালখিল্য ব্যাপার। বাবা সবাইকে সতর্ক করছেন - ট্রান্সে যেও না, এতে অনেক সময়ই মায়ার প্রবেশ ঘটে।

এ হল পড়াশোনা, কল্প-কল্প বাবা এসে তোমাদের পড়ান। এখন হল সঙ্গম যুগ। তোমাদের ট্রান্সফার হতে হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী তোমরা পার্ট প্লে করছ, পার্টের মহিমা আছে। বাবা এসে পড়ান ড্রামা অনুযায়ী। তোমাদেরকে বাবার কাছে একবার পড়াশোনা করে মানুষ থেকে দেবতা অবশ্যই হতে হবে। এতে বাচ্চাদের তো খুশী হয়। আমরা বাবাকে এবং রচনার আদি মধ্য অন্তকে জেনেছি। বাবার শিক্ষা পেয়ে খুব খুশীতে থাকা উচিত। তোমরা কিন্তু পড়ছ নতুন দুনিয়ার জন্যে। সেখানে হয় দেবতাদের রাজ্য তাই অবশ্যই সঙ্গমযুগে পড়াশোনা করতে হবে। তোমরা এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখে প্রবেশ কর। এখানে তমোপ্রধান হওয়ার দরুন তোমরা অসুস্থ হয়ে যাও। এই সব রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। মুখ্য হল পড়াশোনা, এতে ট্রান্স ইত্যাদির কোনও কানেকশন নেই। এ বড় কথা নয়। অনেক স্থানে এমন ধ্যান মগ্ন হয়ে যায় তারপরে বলে মাস্মা এসেছে, বাবা এসেছে। বাবা বলেন এইসব কিছুই নয়। বাবা তো একটি কথা-ই বোঝান - তোমরা যে অর্ধকল্প দেহ-অভিমানী হয়েছ, এখন দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, একেই স্মরণের যাত্রা বলা হয়। যোগ বললে যাত্রা প্রমাণিত হয় না। আত্মারা তোমাদের এখান থেকে যেতে হবে, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা এখন যাত্রা করছ। তাদের যে যোগ আছে, তাতে যাত্রার কোনও কথা নেই। হঠযোগী তো অনেক রয়েছে। সেটা হল হঠযোগ (শারীরিক যোগ ব্যায়াম), এখানে হল বাবাকে স্মরণ করা। বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এমন করে অন্য কেউ বোঝাবে না। এ হল পড়াশোনা। বাবার সন্তান হয়ে বাবার কাছে পড়াশোনা করা এবং অন্যদের করানো। বাবা বলেন তোমরা মিউজিয়াম খোলো, সবাই নিজের থেকে তোমাদের কাছে আসবে। কাউকে কষ্ট করে ডাকতে হবে না। তারা বলবে এই জ্ঞান তো খুব ভালো, আগে কখনও শুনি নি। এতে তো চরিত্র (ক্যারেক্টার) শুধরে যায়। প্রধান হল পবিত্রতা, যার জন্য এত হাস্যামা ইত্যাদি হয়। অনেক ফেল হয়ে যায়। তোমাদের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে দুনিয়ায় থেকেও তোমরা তাদের দেখো না। খাওয়া দাওয়া করেও তোমাদের বুদ্ধি যেন বাবার দিকে থাকে। যেমন পিতা যখন নতুন বাড়ি তৈরি করেন তখন সবার বুদ্ধি নতুনের দিকে চলে যায়, তাই না। এখন নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের গৃহ নির্মাণ করছেন। তোমরা জানো আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এখন চক্রটি পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাদের ঘর অর্থাৎ পরমধাম এবং স্বর্গে যেতে হবে তার জন্যে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা পবিত্র হতে হবে। স্মরণের সময়েই বিদ্ব সৃষ্টি হয়, এই সময়েই তোমাদের যুদ্ধ। পড়াশোনার সময় যুদ্ধের কথা নেই। পড়াটি খুবই সিম্পল। ৮৪-র চক্রের নলেজ তো খুব সহজ। কিন্তু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, এতেই হল পরিশ্রম। বাবা বলেন স্মরণের যাত্রা ভুলে যেও

না। কম পক্ষে ৮ ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করো। শরীর নির্বাহের জন্যে কর্মও করতে হবে। ঠিক মতন ঘুমাতেও হবে। এ হল সহজ মার্গ । যদি বলা হয় একদম ঘুমাতে না তাহলে তো হঠ যোগ হয়ে গেল, তাইনা। হঠযোগী তো অনেক আছে। বাবা বলেন সেই দিকে কিছু দেখো না, তাতে কোনও লাভ নেই। তারা কত রকমের হঠ যোগ ইত্যাদি শেখায়। এই সব হল মনুষ্য মত। তোমরা হলে আত্মা, আত্মা-ই শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে, ডাক্তার ইত্যাদি হয়। কিন্তু মানুষ দেহ-অভিমানী হয়ে পড়ে - আমি অমুক, আমি তমুক...।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - আমরা হলাম আত্মা। পিতাও হলেন আত্মা। আত্মারা, এই সময় তোমাদের পরমপিতা পড়ান তাই গায়ন আছে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা থেকেছে বহু কাল .... কল্প-কল্প তাদের দেখা হয়। বাকি যে সম্পূর্ণ দুনিয়া আছে, তারা সব দেহ-অভিমানের প্রভাবে সবাইকে দেহ নিশ্চয় করে পড়ে এবং পড়ায়। বাবা বলেন আমি আত্মাদের পড়াই। জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদি সবাই তো আত্মাই । তোমরা আত্মারা সতোপ্রধান পবিত্র ছিলে, তারপরে তোমরা পার্ট প্লে করতে করতে সবাই পতিত হয়েছ তখন ডেকেছ বাবা এসে আমাদের পবিত্র আত্মা বানাও। বাবা তো হলেন পবিত্র। এই সব কথা যখন শুনবে তখন ধারণা হবে। বাচ্চারা তোমাদের ধারণা হয় তখন তোমরা দেবতায় পরিণত হও। আর কারো বুদ্ধিতে বসবে না, কারণ এইসব নতুন কথা। এই হল জ্ঞান। সেটা হল ভক্তি। তোমরাও ভক্তি করে দেহ-অভিমানী হয়ে যাও। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, আত্মা অভিমানী হও। আমরা আত্মা, বাবা এই শরীর দ্বারা আমাদের পড়ান। ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ রেখো এই একটিই সময় যখন আত্মাদের পিতা পরমপিতা পড়ান। সম্পূর্ণ ড্রামাতে আর কখনও ওঁনার পার্ট নেই, শুধু এই সঙ্গমযুগেই আছে, তাই বাবা তবু বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো। এ হল খুব উঁচু মানের যাত্রা - চড়লে চাখবে বৈকুণ্ঠ রস । বিকারে নামলে একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তবুও স্বর্গে তো আসবেই, কিন্তু পদ মর্যাদা কম হবে। এই ভাবে রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এতে কম পদের অধিকারীও চাই, সবাই কি আর জ্ঞানে চলে। তাহলে বাবার অনেক সন্তান প্রাপ্ত হওয়া উচিত ছিল। যদি প্রাপ্ত হয়েও যায় তাও কম সময়ের জন্য। মাতাগণ, তোমাদের অনেক মহিমা গায়ন হয়, বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। জগৎ অম্বার বিশাল মেলা আয়োজিত হয় কারণ তিনি অনেক সার্ভিস করেছেন। যে অনেক সার্ভিস করে সে বড় মানের রাজা হয়। দিলওয়াড়া মন্দির হল তোমাদেরই স্মরণিক। কন্যারা, তোমাদের তো সেবায় অনেক সময় দেওয়া উচিত। তোমরা ভোজন ইত্যাদি তৈরি কর তো স্মরণে বসে খুব শুদ্ধ ভোজন তৈরী করা উচিত, যাতে কাউকে খাওয়ালে তারও হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়। এমন অনেক কম আছে যাদের এমন ভোজন প্রাপ্ত হয়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা কি শিব বাবার স্মরণে স্থিত হয়ে ভোজন তৈরী করি, যা খেলেই তাদের মন দ্রবীভূত হয়ে যাবে। ক্ষণে ক্ষণে তো বিস্মৃতি ঘটে। বাবা বলেন বিস্মৃত হওয়াও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে কারণ তোমরা এখন ১৬ কলা সম্পন্ন হওনি। সম্পূর্ণ অবশ্যই হতে হবে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় কত ঔজ্জ্বল্য থাকে, সেই আলো কমে ক্ষীণ রেখায় এসে দাঁড়ায়। গভীর অন্ধকার হয়ে যায় তারপরে আবার হয় উজ্জ্বল সকাল। এই বিকার ইত্যাদি ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করলে তো তোমাদের আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা চাও মহারাজা হই কিন্তু সবাই তো হতে পারবে না। পুরুষার্থ সবাইকে করতে হবে। কেউ তো একটুও পুরুষার্থ করে না তাই মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক বলা হয়। মহারথী দের সংখ্যা কম হয়। প্রজা বা সৈন্য সংখ্যায় যত হয়, তত কমান্ডর বা মেজর হয় না। তোমাদের মধ্যেও কমান্ডর , মেজর, ক্যাপ্টেন আছে। পদাতিকও আছে। তোমাদের এই হল আত্মিক (রহানী) সৈন্য বাহিনী তাইনা। সমস্ত

কিছু নির্ভর করছে স্মরণের যাত্রায়। তার থেকেই শক্তি প্রাপ্ত করবে। তোমরা হলে গুপ্ত সৈন্য বাহিনী (ওয়ারিয়ার্স)। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্মের যা অপশিষ্ট আছে সেসব ভস্ম হয়ে যায়। বাবা বলেন ব্যবসা ইত্যাদি করো, কিন্তু বাবাকেও স্মরণ করো। তোমরা হলে জন্ম-জন্মান্তরের প্রেয়সী, একমাত্র প্রিয়তমের। এখন সেই প্রিয়তমকে পেয়েছ তো তাঁকে স্মরণ করতে হবে। জ্ঞানে আসার পূর্বে যদিও স্মরণ করেছ কিন্তু তাতে বিকর্ম বিনাশ একটুও হয়নি। বাবা বলেছেন তোমাদের এখানে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। আত্মাকেই হতে হবে। আত্মাই পরিশ্রম করছে। এই জন্মেই তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের অপশিষ্ট দূর করতে হবে। এই হল মৃত্যুলোকের শেষ জন্ম তারপরে যেতে হবে অমরলোক। আত্মা পবিত্র না হয়ে তো যেতে পারবে না। সবাইকে নিজের নিজের হিসেব মিটিয়ে যেতে হবে। যদি দন্ড ভোগ করে যাবে তো পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে। যারা দন্ড ভোগ করে না তারাই শুধুমাত্র মালার ৮-টি দানা রূপে স্থান অর্জন করে। ৯ -টি রত্নের আংটি তৈরী হয়। এমন হতে হলে বাবাকে স্মরণ করার খুব পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১ ) সঙ্গম যুগে নিজেকে ট্রান্সফার করতে হবে। পড়াশোনা ও পবিত্রতার ধারণা দ্বারা নিজের চরিত্র (ক্যারেকটার) শোধরাতে হবে, ট্রান্স ইত্যাদির শখ রাখবে না।

২ ) শরীর নির্বাহের উদ্দেশ্যে কর্মও করতে হবে, ঠিক মতন ঘুমাতেও হবে, এটা হঠযোগ নয়। স্মরণের যাত্রাকে কখনও ভুলবে না। যোগযুক্ত হয়ে এমন শুদ্ধ ভোজন রন্ধন কর এবং অন্যদের খাওয়াও যাতে সেই খাবার খেয়ে তাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়।

বরদান :- যে কোনও সেবা মনের সততার সাথে বা ভালোবাসার সাথে সম্পন্নকারী প্রকৃত সত্য আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবাধারী ভব

ব্যাখ্যা: সেবা যেমনই হোক মনের সততা আর ভালোবাসার সাথে যদি করা যায়, তবে তার জন্য ১০০ মার্জ প্রাপ্ত হয়। সেবা করাকালীন বিরক্তি ভাব থাকবে না, সেবা সম্পন্ন করার জন্য সেবা করবে না। তোমাদের সেবা-ই হল ভুলকে সঠিক করা, সবাইকে সুখ প্রদান করা, আত্মাদের যোগ্য ও যোগী রূপে পরিণত করা, অপকারীদের উপকার করা, ঠিক সময়ে প্রত্যেককে সহযোগ দেওয়া, এমন সেবা সম্পন্নকারী হল প্রকৃত সত্য আধ্যাত্মিক সেবাধারী।

স্লোগান - নিজের সম্পূর্ণ স্বরূপ আহবান করো তাহলে স্থিতির আবাগমন থেকে মুক্ত হবে।

**"সর্বশ্রেষ্ঠ, সহজ তথা স্পষ্ট মার্গ"**

আজ বাপদাদা সদা সাহচর্যের দায়িত্ব পূরণকারী তাঁর নিজের সাথীদের বিশেষভাবে দেখছেন। সাথী অর্থাৎ যে সদা সাথে থাকে, প্রতিটা কর্মে এবং সঙ্কল্পে যে সাহচর্যের দায়িত্ব পালন করে, প্রত্যেক কদমে কদম রেখে এগিয়ে যায়। এক কদমও নিজের মনমত বা পরমত অনুসারে চলে না। এইভাবে যারা সদা সাথীর সাহচর্যের দায়িত্ব পালন করে, তারা সদা সহজ মার্গের অনুভব করে, কারণ বাবা, শ্রেষ্ঠ সাথী এই রাস্তায় পদবিন্যাস করে (কদম রেখে) তা স্পষ্ট আর পরিষ্কার করে দেন। তোমাদের সবাইকে শুধু তাঁর বিন্যস্ত কদমে কদম রেখে চলতে হবে। রাস্তা ঠিক আছে, সহজ ও স্পষ্ট - এটা চিন্তা করারও আবশ্যিকতা নেই। যেখানে বাবা তাঁর কদম রেখেছেন, সেটা শ্রেষ্ঠ রাস্তাই। শুধু কদম রাখ আর প্রতি কদমে লক্ষ-কোটি নাও। কত সহজ! বাবা সাথী হয়ে সাহচর্যের দায়িত্ব পালনকারীদের জন্য সাকার মাধ্যম দ্বারা প্রতিটা কদমরূপী কর্ম প্রদর্শন করতে সাকার দুনিয়ায় অবতরিত হয়েছেন। তোমাদের জন্য এটা সহজ করতে তিনি সাকারকে তাঁর মাধ্যম বানিয়েছেন। সাকারে এটা ফলো করা বা তাঁর কদমে পদসঞ্চার করা তো সহজ, তাই না! শ্রেষ্ঠ সাথী তাঁর সঙ্গীদের এমন সহজ মার্গ প্রদর্শিত করেছেন, কারণ বাবা, সাথী জানেন যে যাদের তিনি তাঁর সাথী বানিয়েছেন তারা লক্ষ্যহীন হয়ে অনেক ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত। তারা নিরাশ, নির্বল। খুব কঠিন মনে করে তারা নিরুৎসাহ হয়েছে, সেইজন্য সর্বাপেক্ষা সহজ এটাই, শুধু কদমে কদম রেখে চলো। বাবা তোমাদের এই সহজ সাধন দেখান। শুধু তাঁর কদমে কদম রাখা তোমাদের কাজ। তোমাদের চালানো, এপার থেকে ওপারে পৌঁছে দেওয়া, প্রতি পদে বল ভরা, ক্লান্তি দূর করা এই সব তোমাদের সাথীর কাজ। শুধু অন্য কোথাও কদম রেখ না। পদক্ষেপ মাত্র, এটা তো কঠিন নয়, তাই না! কদম রাখা অর্থাৎ সঙ্কল্প করা। সাথী যা বলবেন, যেভাবে তোমাদের চালাবেন, তোমরা শুধু সেইভাবে চলবে। নিজেদের মাথা (বুদ্ধি) খাটিও না। নিজেদের বুদ্ধি খাটানো মানেই দুর্ভাগ্যের আর্তনাদ! সুতরাং তোমরা জান, কিভাবে তোমাদের কদম এই পথে রাখতে হবে, তাই না! এটা কি কঠিন? দায়িত্ববান সব দায়িত্ব নিচ্ছেন, তাহলে কিভাবে সবরকম দায়িত্ব তাঁর কাছে সঁপে দিতে হয় তোমরা জান না? সাকার মাধ্যমকে যখন মার্গদর্শন স্বরূপ বানিয়ে স্যাম্পল হিসেবে রেখেছেন, তাহলে দর্শিত মার্গ অনুসরণ করা কঠিন হয় কেন? সহজ সাধন শুধু এক সেকেন্ডের সাধন। সাকার রূপে ব্রহ্মাবাবা যেভাবে করেছেন, যা করেছেন তোমাদের সবাইকে সেটাই করতে হবে, ফলো ফাদার করতে হবে।

সব সঙ্কল্প ভেরিফাই কর। বাবার সঙ্কল্পের মতো আমারও কি একই সঙ্কল্প? কপি করতে কি জান না? দুনিয়াতে লোকে তোমাকে কপি করতে বাধা দেয় আর এখানে তো শুধু কপিই করতে হবে। তাহলে সহজ হলো নাকি কঠিন? যখন সহজ, সরল, স্পষ্ট রাস্তা পেয়ে গেছ তো ফলো কর। অন্য রাস্তায় যাওয়াই বা কেন? অন্য রাস্তা মানেই ব্যর্থ সঙ্কল্পরূপী রাস্তা। দুর্বলতা যুক্ত সঙ্কল্পের রাস্তা! কলিযুগীয় আকর্ষণের বিভিন্ন সঙ্কল্পের রাস্তা। এইসব রাস্তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমরা এলোমেলো অবস্থার জঙ্গলে পৌঁছে যাও এবং তোমরা যেখান থেকেই বের হতে চেষ্টা কর, তোমাদের চারিদিকে কাঁটা থাকার কারণে, তোমরা বের হতে পার না। সেই কাঁটাগুলো কি? 'কোথায় কি হবে' - এই 'কি' -এর কাঁটায় কখনো কখনো তোমরা দুঃখিত হও। কখনো কখনো কেন-র কাঁটায়, কখনো আবার

কিভাবে'র কাঁটায় তোমরা দুঃখিত হও । কখনো দুর্বল সংস্কারের কাঁটা লাগে । চারিদিকে কাঁটা আর কাঁটাই নজরে আসে । তখন তোমরা আত্ননাদ কর, সাথী তুমি এসে এখন বাঁচাও ! তাই সাথীও বলেন, কদমে কদম না রেখে অন্য রাস্তায় গেছই বা কেন ? যখন সাথী স্বয়ং সংস্পর্শে থাকার জন্য অফার করছেন, তবে সাথীকে কেনই বা ছেড়ে দাও ? সরে যাওয়া অর্থাৎ তোমাদের সাহচর্য ছেড়ে দেওয়া । কেন একা হও ? সীমিত পরিসরের সাহচর্যের আকর্ষণ সেটা যেকোন সম্বন্ধেরই হোক, অথবা কোন উপকরণ, তা' নিজের দিকে আকৃষ্ট করে, এই আকর্ষণের কারণ সেইসব উপকরণকে বা বিনাশী সম্বন্ধকে নিজেদের সাথী বানিয়ে নাও বা নিজেদের সহায়, আর তারপরে অবিনাশী সাথীর থেকে সরে যাও এবং তোমাদের সাহচর্য পথভ্রষ্ট হয় । অর্ধেক কল্প, সেই সীমিত পরিধির (লৌকিক) সহায়ককে প্রকৃত সহায় ভেবে অনুভব করেছ ? নাকি তা চোরাবালি ! তারা তোমাদের ফাঁদে আটকেছে নাকি পতন ঘটিয়েছে, নাকি তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে ? তোমরা সেটা খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করেছ, তাই না ? তোমরা শুধুমাত্র এক জন্মের অনুভাবী নও, বরং ৬৩ জন্মের অনুভাবী তোমরা । তোমাদের আরও এক দুই জন্ম প্রয়োজন ? যারা একবার ভুলপথে চালিত হয় তারা দ্বিতীয়বার আর প্রতারিত হয় না । যারা বারংবার প্রতারিত হয় তাদের বলা হয় ভাগ্যহীন । এখন তো ভাগ্যবিধাতা এবং ব্রহ্মাবাবা নিজে সব ব্রাহ্মণের জন্ম পত্রিকায় শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের দীর্ঘ রেখা টেনে দিয়েছেন, তাই না ! ভাগ্যবিধাতা তোমাদের ভাগ্য বানিয়েছেন । ভাগ্যবিধাতা তোমাদের বাবা হওয়ার কারণে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে ভাগ্যের পরিপূর্ণ ভান্ডারের উত্তরাধিকার দিয়েছেন । সুতরাং এই ব্যাপারে শুধু ভাবো যে ভাগ্য-ভান্ডারের মালিকের বাচ্চা, তার কি অভাব থাকতে পারে !

আমার ভাগ্য কি - এটা ভাবারও প্রয়োজন নেই, কারণ ভাগ্যবিধাতা তোমাদের বাবা হয়েছেন, সুতরাং বাচ্চাদের ভাগ্যের ধনদৌলতের কি অভাব হবে ? তোমরা ভাগ্যের ধনভাণ্ডারের মালিক হয়ে গেছ, তাই না ! এইরকম ভাগ্যবান কখনও ভুলপথে চালিত হতে পারে না । সেইজন্য সহজ রাস্তা হলো তাঁর কদমে কদম রাখা । তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিভ্রান্তিতে ফেল, সাথীর সঙ্গে ছেড়ে দাও । শুধু এই একটা বিষয় স্মরণে রাখ, আমরা শ্রেষ্ঠ সাথীর সাথে আছি । ভেরিফাই কর, তাহলেই নিজের প্রতি নিজে স্যাটিসফাই থাকবে । বুঝেছ তোমরা সহজ রাস্তা কোনটা ! সহজকে কঠিন করে ফেল না । সঙ্কল্পেও কখনো কঠিন অনুভব করনা । এইরকম দৃঢ় সঙ্কল্প কিভাবে করে তা' জান নাকি যখন তোমরা স্বস্থানে ফিরবে সেখানে গিয়ে বলবে এটা কঠিন ? বাপদাদা দেখেন যে নাম সহজ যোগী আর অনুভব করার ক্ষেত্রে কঠিন ! নিজেদের ভাবো অধিকারী অথচ এখনও অধীন হয়ে আছ ! ভাগ্যবিধাতার বাচ্চারা আরও ভাবে, "জানিনা আমার ভাগ্যে আছে কি নেই ! হয়তো এটাই আমার ভাগ্য !" এইজন্যই নিজেকে জান আর সদা নিজেকে সবসময়ের সাথী মনে করে এগিয়ে চলো । আচ্ছা !

যারা সদা প্রতি কদমে কদম রাখে, ফলো ফাদার করে, সদা প্রতিটা সঙ্কল্প সাথীর সাথে অর্থাৎ সাহচর্য অনুভব করে, সদা এক সাথী দ্বিতীয় কেউ নেই - এইরকম অনুরাগে বিহ্বল, সদা সহজ যোগী, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

অব্যক্ত বাপদাদার পার্শ্বোন্মুক্ত সাক্ষাৎকার - কুমারীদের সাথে

১) কুমারী অর্থাৎ অলৌকিক ব্যাপার । সাধারণ কুমারী নও, তোমরা অলৌকিক কুমারী । এই লোকের (জগতের) লৌকিক কুমারীরা কি করে আর তোমরা অলৌকিক কুমারীরা কি কর ? রাতদিনের

ফারাক ! তারা দেহ-অভিমাণে থেকে অন্যদেরও দেহ-অভিমাণে ভূপাতিত করে ! আর তোমরা সদা দেহী-অভিমাত্রী হয়ে নিজেও ওড়ো আর অন্যকেও ওড়াও, তোমরা এমনই কুমারী, তাই তো ! যখন বাবাকে তোমরা পেয়েই গেছ তো সর্ব-সম্বন্ধ এক বাবার সাথে, আগে শুধুই নামেমাত্র ছিল, কিন্তু এখন এটা প্র্যাকটিক্যাল । ভক্তিমার্গেও তোমরা অবশ্যই গাইতে, সর্ব-সম্বন্ধ সদাই এক বাবার সাথে, কিন্তু এখন প্র্যাকটিক্যালি তোমরা বাবার থেকে সর্ব-সম্বন্ধের রসলাভ করছ । তোমরা এইরকম অনুভব কর, তাই না ! যখন সকল রস এক বাবার থেকে লাভ হচ্ছে তখন তোমাদের সঙ্কল্প অন্য কোনোখানে যেতে পারে না । যারা এইরকম নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন তাদের সদা গায়ন এবং পূজন হয় । তোমরা বিজয়ী আত্মা, সদা স্মৃতির তিলকধারী আত্মা, এই সচেতনতা থাকে তোমাদের ? তোমরা সব এত কুমারী কি চমৎকার করে দেখাবে ? তোমরা তোমাদের প্রতিটা কর্মের মাধ্যমে বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে । তোমাদের প্রতি কর্মে বাবাকে দৃশ্যমান হতে দাও । কোনো উক্তি করলে এমন উক্তি কর, যাতে সেই উক্তিতে বাবা প্রতীয়মান হন । দুনিয়াতেও কেউ কেউ খুব ভালো বলে । তখন সবাই আশ্চর্য হয় এই ব্যক্তিকে কে শিখিয়েছে ! তাদের দৃষ্টি সেই ব্যক্তির দিকে যায় । একইভাবে তোমাদের প্রতি কর্মে যেন বাবা প্রত্যক্ষ হন ! এইরকম ধারণার প্রতিমূর্তি, দিব্যমূর্তি হওয়া তোমাদের বিশেষত্ব । বক্তা তো সবাই হয়, কিন্তু নিজের প্রতিটা কর্ম দ্বারা যারা ভাষণ দেয় তারা কোটির মধ্যে মুষ্টিমেয় মাত্র হয় । সুতরাং তোমরা এমন বিশেষত্ব দেখাবে, তাই না ? তোমাদের দৈবী কার্যকলাপের (চরিত্রের) মাধ্যমে বাবার চিত্র দেখাও ।

আচ্ছা !

২) কুমারীদের এটা বড় গ্রুপ । সেনা প্রস্তুত হচ্ছে । তারা তো লেস্ট রাইট করে, তোমরা সদা যা রাইট তাই কর । এই সেনা কত শ্রেষ্ঠ, শান্তি দ্বারা বিজয়ী হয়ে যাও । শান্তি দ্বারাই স্বরাজ্য প্রাপ্ত কর । তোমাদের কোনরকমভাবে বিচলিত হতে হয় না । তাহলে তোমরা সুদক্ষ শক্তি সেনার শক্তি, তাই তো ? তোমরা সেনাবাহিনী ছেড়ে যাও না । এমনকি তোমাদের স্বপ্নেও কেউ টলাতে পারে না । কখনও কারও সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হও না । যারা বাবার সঙ্গে থাকে তারা অন্য কোনও সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না । সুতরাং তোমাদের পুরো গ্রুপ বাহাদুর গ্রুপ, তাই না ! যারা বাহাদুর তারা কি করে ? তারা যুদ্ধের ময়দানে যায় । সুতরাং তোমরা তো সবাই বাহাদুর কিন্তু এখনও ময়দানে যাওনি । সাহসী বীর যখন ময়দানে যায়, তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই বীরের বীরত্বে তারা কিভাবে ব্যান্ড বাজায় ! তোমরাও যখন ময়দানে যাবে তো খুশির ব্যান্ড বাজবে । কুমারীরা সদাই সৌভাগ্যবান । কুমারীদের সেবার জন্য খুব ভালো চান্স থাকে, আরও বেশি পেতে চলেছে কারণ করার জন্য সেবা তো অনেক আছে, কিন্তু সেবাধারী কম । যখন তোমরা সেবাধারীরা সেবার জন্য বের হবে তো কত সেবা হয়ে যাবে ! দেখব, কুমারীরা কত চমৎকার করে ! সাধারণ কাজ তো সবাই করে কিন্তু তোমরা বিশেষ কার্য করে দেখাও । কুমারীরা ঘরের অলঙ্করণ । লৌকিকে কুমারীদের তারা যেমনই মনে করুক, কিন্তু পারলৌকিক ঘরে কুমারীরা মহান । কুমারীরা যখন সেন্টারে থাকে তো সেখানে সৌন্দর্য বিদ্যমান । মাতাদের জন্যেও বিশেষ লিঙ্ক আছে । প্রথমে মাতা গুরু । বাবা মাতা গুরুদের সামনে রেখেছেন এবং এই কারণে ভবিষ্যতে মাতাদের নাম আগে । আচ্ছা !

টিচারদের সাথে :- টিচার্স অর্থাৎ বাবা সমান । যেমন বাবা, তেমনই তোমরা নিমিত্ত সেবাধারী । বাবাও নিমিত্ত তো সেবাধারীও নিমিত্ত আত্মা । নিজেকে নিমিত্ত মনে করায় স্বতঃই বাবার সমান হওয়ার সংস্কার বিকশিত হয় । যদি নিজেদের নিমিত্ত না মনে কর তবে বাবার সমান হতে পারবে

না। সুতরাং প্রথমে নিমিত্ত হতে হবে, আর তারপরই সদা স্বতন্ত্র থেকেও একের প্রিয় হতে হবে। এটা বাবার বিশেষত্ব, তিনি প্রিয়ও হন আবার স্বতন্ত্রও থাকেন। পৃথক হয়েও তিনি স্নেহময়। সুতরাং বাবার সমান অর্থাৎ অতি স্বতন্ত্রতা এবং অতি প্রিয়। অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক বজায় রেখে বাবার ঘনিষ্ঠ হওয়া, এটা সমান হওয়া। এই দুই বিশেষত্ব বাবার। সুতরাং বাবার সমান সেবাধারীও এইরকম হয়। এই বিশেষত্ব সদা স্মৃতিতে রেখে সহজে সামনে এগিয়ে যাবে। পরিশ্রম করতে হবে না। যেখানে তোমরা সব নিমিত্তের অবস্থিতি, সেখানে সফলতা নিশ্চিত। সেখানে আমিশ্বভাব হবে না। যেখানে আমিশ্বভাব আছে সেখানে সাফল্য নেই। নিমিত্ত ভাবই সাফল্যের চাবি। যখন তোমরা সীমিত পরিসরের জাগতিক আমিশ্ব-ভাব ছেড়ে দিয়েছ তো আবার কোথা থেকে 'আমার' আসে! 'আমার' বলার বদলে বলো, 'বাবা বাবা', তাহলেই সদা সেফ থাকবে। এটা আমার সেন্টার নয়, কিন্তু বাবার সেন্টার। আমার ছাত্র (জিজ্ঞাসু) নয়, বাবার। 'আমার' সমাপ্তি ঘটে আর 'তোমার' হয়ে যায়। 'তোমার' বলা অর্থাৎ ওড়া। সুতরাং নিমিত্ত শিক্ষক অর্থাৎ উদ্ভৃতি কলার এক্সাম্পল। তোমরা যেমন উদ্ভৃতি কলার এক্সাম্পল হও, অন্যেরাও তেমন হয়। যাদের জন্য তোমরা নিমিত্ত হও, না চাইতেও তাদের মধ্যে সেই ভাইব্রেশন নিজে থেকেই এসে যায়। সুতরাং নিমিত্ত শিক্ষক, নিমিত্ত সেবাধারী সদা স্বতন্ত্র, সদা অনুরাগী। যখনই তোমরা কোনও পেপারের সম্মুখীন হবে, তোমরা সেটাতে পাস করবে। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী হয়।

পাটিদের সাথে :-

১) সদা নিজেকে ডবল লাইট ফরিস্তা অনুভব কর? ফরিস্তা অর্থাৎ যাদের কাছে দুনিয়াই একমাত্র বাবা। এইরকম ফরিস্তা সদা বাবার প্রিয়। ফরিস্তা অর্থাৎ দেহ আর দেহ সম্বন্ধীয় সব সম্বন্ধের প্রতি কোনও আকর্ষণ থাকে না। নিমিত্ত মাত্র তোমরা দেহে থাক এবং দেহ সম্বন্ধীয়দের সাথে কার্যে আস কিন্তু মোহাবিষ্ট হও না, কারণ ফরিস্তাদের অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক হয় না। এক বাবার সাথেই ফরিস্তাদের সম্পর্ক থাকে। তোমরা এইরকম ফরিস্তা, তাই না! এই মুহূর্তে কর্ম করার জন্য দেহে আস তো পরমুহূর্তেই দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাও। ফরিস্তা এক সেকেন্ডে এখানে তো এক সেকেন্ডে ওখানে, কারণ তারা উড়তে পারে। কর্ম করার জন্য তারা দেহের আধার নেয় আর তারপরেই উপরে চলে যায়। এমন অনুভব কর তোমরা? যদি কোথাও পিছটান থাকে, বন্ধন থাকে তবে বন্ধনযুক্ত কেউই উড়তে পারে না; তারা নিচে নেমে আসবে। ফরিস্তা অর্থাৎ যারা সদা উদ্ভৃতি কলায় স্থিত, নিচে-ওপরে হয় না। সদা উপরের স্থিতিতে থাকে। ফরিস্তাদের সংসারে থাকে। সুতরাং, যখন তোমরা ফরিস্তা স্মৃতিস্বরূপ হও তখন অন্য সব সম্পর্ক শেষ হয়। তোমাদের এইরকম অভ্যাস আছে, তাই না? তোমরা কর্ম কর আর তারপরেই পৃথক হয়ে যাও। লিফ্টে তোমরা কি কর? এক মুহূর্তে নিচে তো পরমুহূর্তে উপরে উঠে যাও। তোমরা নিচে এসে কর্ম কর আর তারপরে আবার সুইচ টিপে উপরে ওঠ। তোমাদের এইরকম অভ্যাস আছে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

২) সবাই তোমরা আধ্যাত্মিক গোলাপ তাই না! তোমরা জুঁইফুল নাকি গোলাপ? ঠিক যেমন গোলাপ পুষ্প সব পুষ্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত, তেমনই আধ্যাত্মিক গোলাপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মা, (সঙ্কল্পে এবং অনুভূতিতে অতি উন্নত মানসিকতা ও রুচির অধিকারী)। আধ্যাত্মিক গোলাপ অর্থাৎ যারা সদা তাদের আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখে, আধ্যাত্মিক নেশায় থাকে, সদা আধ্যাত্মিক সেবা করে, তোমরা এমনই আধ্যাত্মিক গোলাপ। বর্তমান সময় অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন আছে।

আধ্যাত্মিকতা না থাকার কারণেই যত লড়াই ঝগড়া । সুতরাং আধ্যাত্মিক গোলাপ হয়ে আধ্যাত্মিকতার সুগন্ধি ছড়াও । এটাই ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশন । সদা এই অক্যুপেশনে বিজি থাক ।

বরদান:- ব্রহ্মাবাবা সমান জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব করে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত ভব  
ব্রহ্মাবাবা কর্ম করাকালীনও কর্মবন্ধনের জালে আটকে পড়েননি । সম্বন্ধের দায়িত্ব পালনেও সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হননি । তিনি ধন আর সাধনের বন্ধন থেকেও মুক্ত থেকেছেন, তাঁর দায়িত্ব সামলানোর ক্ষেত্রেও তিনি জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব করেছেন । এইভাবে ফলো ফাদার কর । বিগত কোনও হিসেব-নিকেশের বন্ধনে বেঁধে যেও না । এমনকি কোনও সংস্কার, স্বভাব অথবা প্রভাবিত বা দমিত হওয়ার বন্ধনেও আটকে যেও না, তবেই বলা হবে, কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত, জীবনমুক্ত ।

স্লোগান:- নিজের আত্মিক বৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির সকল পরিস্থিতি চেঞ্জ করে দাও ।